গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৮১নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট হইতে সি, এল, আগরওয়ালা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ ১৩২০ সাল।

প্রকাশক,

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

৫ নং অক্ষয় দত্তের লেন, নিমতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ভূমিকা।

স্বর্গীয় কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধু-বিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিণী, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গীতশতক এই ছয়খানি পুস্তক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বপ্নদর্শন কবির বাল্যকালের রচনা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য কবিতা এবং গান থাকিতে পারে, হস্তগত হইলে পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরহস্তে মুদ্রাঙ্কণভার সমর্পণ করায় এই সংস্করণে মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদ যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদক।

বঙ্গসুন্দরী।

বঙ্গসুন্দরী।

প্রথম সর্গ।

উপহার।

" गात्रेषु चन्दनरसो हृदि हारदेन्दु
रानन्द एव हृदये ।"

ভবভূতি।

১

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

২

লোক মাঝে দেতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুহৃদের হৃদয় বাহিরে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে।
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা !
কত আরো থাকিবি ধরিয়ে !

৫

কভু ভাবি ছেড়ে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
বৃক্ষ লতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
যথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

১০

গিয়ে তার তীরতরু তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণী গণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নি ভর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘ সভ্য ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেণপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমূল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ্ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্ব্বরী।

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ঘুমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

(বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !)

২৫

হায়রে সে মজার স্বপন,
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন !

২৬

ওহে যুবা সবল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন ;
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুমঘোর ;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন।

২৭

কে তুমি? কে তুমি? কহ! হে পুরুষবর,
বিনির্গত-লোলজিহ্ব, উলট-অধর,
চক্ষু দুই রক্ত পূর্ণ,
কালিঢালা রক্ত বর্ণ,
গলে দড়ি, শূন্যে ঝোলো, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

২৮

সদা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার,
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্ব্বার ;
নিতে নিজ আলিঙ্গনে
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
সম্মুখেতে দুই বাহু করিয়া বিস্তার!

২৯

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

৩০

আহা কিবে প্রসন্ন বদন!
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

৩১

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

৩২

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

৩৩

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই.
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

৩৪

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

৩৫

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

৩৬

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন :
ভোর্ হয়ে ব'সে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

৩৭

আ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
নিজ কর-করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

৩৮

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্যালোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে

৩৯

পোড়ে যার প্রখর জ্বলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মন সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

৪০

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।

৪১

করি সে সংগীত সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
(দৃষ্টি নাই আসে পাশে,
সমুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।)

৪২

পরস্পর উল্টা তর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
(চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে।)

৪৩

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

৪৪

হেরি নাই কখন তোমার ;
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় যোধার।

৪৫

তোষামোদ করিতে পারনা,
তোষামোদ ভালও বাসনা ;
নিজে তুমি তেজীয়ান্,
বোঝ তেজীয়ান্-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

৪৬

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একস্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে ;

৪৭

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর!

৪৮

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ;
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

৪৯

ওহে সখা সরল সুজন!
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'রনা গমন।

৫০

করে আজি অর্পিনু তোমার,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার;
এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
আট জন নারী রাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার।

৫১

সুরবালা, চির পরাধীনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বঙ্গ-সীমন্তিনী।

৫২

চিত্রিতে এঁদের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন;
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
ধেয়ায়েছি একতান,
দেখদেখি হয়েছে কেমন!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে উপহার নাম প্রথম সর্গ।

———

দ্বিতীয় সর্গ।

—·—০——

নারীবন্দনা।

———

"ইয়ম্ গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ"

ভবভূতি।

১

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,

জগতের হিতে সতত রতা;

পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,

বিজন কানন কুসুম-লতা।

২

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,

নিশার নীহার, ঊষার আলা,

প্রভাতের ধীর শীতল পবন,

গগনের নব নীরদ-মালা।

৩

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

৪

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্য শ্মশান।

৫

অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়ের ভিতরে,
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো ভাল;
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো।

৬

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
বাকল-বাসনা দুখিনী বালা;
করে দুই গাছি ফুলের কাঁকণ
গলে একগাছি ফুলের মালা।

৭

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে!
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
নয়নের জলে জননী ভাসে।

৮

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায়;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়।

৯

এলোকেশে ধাও পাগলিনী প্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে;
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়,
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে।

১০

পুন যদি পাও বহুদিন পরে,
হারাণ রতন নয়ন-তারা;
ভাস একেবারে সুখের সাগরে,
স্নেহ রস ভরে পাগল পারা।

১১

করুণাময়ী গো আজি ম কেমন,
হরষ উদয় তোমার মনে!
নাহিক এমন পরম পাবন;
অমরাবতীর বিনোদ বনে।

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপূর,
নারীর সরল উদার প্রাণ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।

১৩

আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে।

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায়;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায়!

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা খচিত উজল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা !

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে যদি কানন কুসুম রাশি
আপনা-আপনি আসি থরে থরে,
হ'য়ে রয়েছে মধুর হাসি।

১৭

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায় :
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন মন নয়ন লোভা !

১৯

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো ক'রে আছে আলয় যার ;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার !

২০

(করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেমতরু তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয় ।)*

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখ পানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক ।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে ।

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ;
রাখ চোকে চোকে দিবস রজনী,
মুখে মুখে কর আহার দান।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোণার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখা খানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগামূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ;
হেরি হুলুস্থূল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান।

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কি রূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন বুক।

২৯

পরম করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত ;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি।

৩০

স্নেহ রসে তার গ'লে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দুনয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !

৩২

তুমি যারে বাম, সেই হতভাগা ;
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই।

৩৩

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে ;
রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

৩৭

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে.
চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

৩৮

আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মাধুরী মালায় মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী !

৩৯

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।

৪০

সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে.
কিছুরি অভাব থাকে না আর !

৪১

অয়ি মধুরিমে, লোচন-পূর্ণিমে !
সমুখে আমার উদয় হও ;
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও।

৪২

মনের, দেহের চেহারা তোমার.
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর,
আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর।

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমতি মূরতি স্ফুরতি পাবে,
আপনা-আপনি হৃদি দরপণে
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা মাফিক দুচারি রেখা;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন ঘুঁটে;
দেখিব কেমন হইল লেখা।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে কদিন বাঁচি তবুগো নারী!
উদার মধুর মূরতি তোমার,
যেন প্রাণভোরে আঁকিতে পারি!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

সুরবালা।

——:*:— —

'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি
বসুধাতলাৎ।"

কালিদাস।

১

এক দিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন,
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

২

বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।

৩

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে ;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।

৪

লহরী লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলেরে তাহায় সে নীল মণি ;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।

৫

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীনা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

৬

চারি দিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে,
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।

৭

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা !

৮

হরিণীর শিশু হরষিত মনে.
জননীর পানে যেমন চায় ;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।

৯

আহা. তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রাম-ধনুর মত ;
হেরিয়ে তোমায়, মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত !

১০

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন ফুরাল আশা ;
হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বলা,
ভাঙ্গিল তাহার স্নেহের বাসা !

১১

ঠিক তুমি তাঁর জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান ;
তেমনি উদার রূপের মহিমা
তেমনি মধুর সরল প্রাণ।

১২

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন. তেমনি কথা ;
ধরায় উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা !

১৩

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

১৪

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা ;
কাল রূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা !

১৫

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিক বসন ভূষণ সাজ।

১৬

কিবে অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি ;
কিবে অমায়িক বাসনা সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি !

১৭

কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
• সুরপুরে যেন বাশরী বাজে ;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ,
মরিগো তখন কেমন সাজে !

১৮

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে ;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে !

১৯

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী ;
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমা খানি।

২০

প্রভুত্বের মহা বাসনা সকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে ;
যশ যাদু মন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
সরম জনমে যাহার মনে ;—

২১

নট-নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নূতন ঠ্যাকেনা যারে,
কালের কুটিল কল্লোল মালায়,
যাহা ঘোটে যায় সহিতে পারে ;—

২২

কেবল যাহার সরল পরাণে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ;
প্রণয়া পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর ;—

২৩

তাহারি নয়নে ও রূপ মাধুরী,
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ;
স্বপনে হেরিছে যেন সুরপুরী,
রস ভরে মন পাগল প্রায়।

২৪

সুরবালা ! মম সখা সহৃদয়,
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন ;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়,
চকোর পাগল হবেনা কেন ?

২৫

'সুরো সুরো সুরো' সদা তাঁর মুখে,
অনিমিখে সুদ্ধ চাহিয়ে আছে ;
ঘুম্ ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে
স্বপন-রূপসী দাঁড়ায়ে কাছে।

২৬

ছেলে বেলা এই সরল সুজনে,
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান ;
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে,
মিলিত না এঁর কেহ সমান।

২৭

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট এক খানি বসন পরা ;
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির,
নয়ন যুগলে আলোক ভরা।

২৮

জ্বলে জ্বলে যেন মাথার ভিতর,
বুদ্ধি বিদ্যুতের বিলাস ছটা ;
ঘেরি ঘেরি চারি দিকে কলেবর,
বিরাজিছে যেন তাহারি ঘটা।

২৯

তখনই যেন বসি বসি শিশু,
জটিল জগত ভেদিতে পারে ,
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে।

৩০

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্,
দাদা মহোদয় উদারমতি ;
বুদ্ধি-বিভাকর পুরুষ প্রধান
সদা কৃপাবান্ ভেয়ের প্রতি।

৩১

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী মালা ;
যত খুসি, ছুটে বেড়াত অনাসে,
ফাটিতে নারিত, করিত খেলা।

৩২

বিজয়া দশমী আজি নিরঞ্জন,
চারিদিকে বাজে সানাই ঢোল ;
চলেছে প্রতিমা পথে অগণন,
উঠেছে লোকের হরষ রোল।

৩৩

সেজে গুজে শিশু সারি সারি আসে,
দাঁড়ায় যাইয়ে বাপের কাছে ;
এ শিশু অনাসে তাহাদেরি পাশে,
একা একছুটে দাঁড়ায়ে আছে।

৩৪

চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন,
চোক্ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু ;
দাঁড়াত এ শিশু গোঁজের মতন,
প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদেনি কভু।

৩৫

কেবল ভাসিত জলে দু-নয়ান,
কাতর কাঙাল আসিলে নাচে ;
বসায়ে যতনে দিত জলপান,
ক্ষুধাত সকল বসিয়ে কাছে।

৩৬

পাঠ সমাপন না হ তে না হ'তে,
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন ;
যথা যে বিভূতি আছে এ ভারতে,
করিতে সকল অবলোকন।

৩৭

কেবল আমারে বলি ঠোশে ঠেশে,
এক কাণা কড়ি হাতে না লয়ে ;
চলিলেন যুবা পশ্চিম প্রদেশে.
সকের নবীন অতিথি হয়ে।

৩৮

ফিরে এসে চিত্ত হ'ল স্থিরতর,
গেল সে ছেলেমো খেয়াল দূরে ;
শাস্ত্র সুধাপানে প্রফুল্ল অন্তর,
ভাব রসে মন উঠিল পূরে।

৩৯

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামল-বরণা নবীনা বালা ;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।

৪০

গায়ে পারিজাত ফুলের ওড়না,
উড়িছে ধবলা বলাকা হেন ;
করে দেববীণা বিনোদ বাজনা,
আপনা-আপনি বাজিছে যেন।

৪১

আহা সেই সব পারিজাত দলে,
কেমন সে শ্যামা রূপসী রাজে ;
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংশু মণ্ডলে,
নয়ন জুড়ায়ে কেমন সাজে !

৪২

সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে,
কেমন সুন্দর মধুর হাস ;
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে,
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি।

৪৩

নয়ন যুগল তারা যেন জ্বলে,
কিরণ তাহার পীযুষময়
মৃণাল শ্যামল কর-পদ তলে,
লোহিত কমল ফুটিয়ে রয়।

৪৪

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বর্গের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী!
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী?

৪৫

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ,
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে;
চির দিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে!

৪৬

যত দিন রবে মনের চেতনা,
যত দিন রবে শরীরে প্রাণ;
তত দিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান!

৪৭

জনমে না মনে ইন্দ্রিয়-বিকার,
পরম উদার প্রেমের ভাব ;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ।

৪৮

বিরলে বসিলে এ মহিলা সনে,
ত্রিদিবের পানে হৃদয় ধায় ;
অমৃত সঞ্চরে নয়নে শ্রবণে,
শোক তাপ সব দূরে পলায়।

৪৯

হয়ে আছে এক নূতন জীবন,
হৃদি-বীণা বাজে ললিত স্বরে ;
নব রূপ ধরে ভূতল গগন,
আসিয়াছি যেন অমর পুরে।

৫০

সকলি বিমল, সকলি সুন্দর,
পাবন মূরতি সকল ঠাঁই ;
অপরূপ রূপ সব নারী নর
জুড়ায় নয়ন যে দিকে চাই।

৫১

হরষ-লহরী ধায় মহাবলে,
বুক ফাটে ফাটে, ফোটে না মুখ ;
বসি বসি ভাসি নয়নের জলে,
বোবার বিনোদ স্বপন সুখ।

৫২

ভাবুক-যুবক-জন-কলপনা,
নবীনা ললনা মুরতি ধরি ;
বাড়াইল কি রে মনের বাসনা,
বিরলে তাঁহারে ছলনা করি ?

৫৩

তবে যোগিগণ বসি যোগাসনে,
নিমগন মনে কারে ধেয়ায় ;
আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে,
কাহার মুরতি স্ফুরতি পায় ?

৫৪

কেন জলে ভাসে নিমীল নয়ন,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধাপানে খেপার মতন,
মহাসুখী কোন্ মহান সুখে ?

৫৫

বিচিত্র-রূপিণী কল্পনা সুন্দরী,
ধারমিক লোক-ধরম-সেতু ;
প্রণয়ী জনের প্রিয় সহচরী ;
অবোধের মহা ভয়ের হেতু !

৫৬

হেরি হৃদি মাঝে রূপসী উদয়,
পুলকে পূরিল সখার মন ;
শশীর উদয়ে দিশ আলোময়,
বিকসিল বেলফুলের বন।

৫৭

কি সুখেরি হায় সময় তখন !
কেমন সখার সহাস মুখ !
কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক !

৫৮

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান্ ভাই ;
মনের মতন কল্পনা রমণী,
কোথাও কিছুরি অভাব নাই।

৫৯

সদা শাস্ত্র লয়ে আমোদ প্রমোদ,
আমোদ প্রমোদ আমার সনে ;
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ,
প্রণয়িনী রূপে উদয় মনে।

৬০

সুধাময়ী সেই জ্যোতিস্ময়ী ছায়া,
ছায়ার মতন ফেরেন সাথে ;
করেন সেবন, যেন সতী জায়া,
সেবেন যতনে আপন নাথে।

৬১

সায়াহ্নের মত সে সুখ সময় ;
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা :
ম্লান হয়ে এল দিশ সমুদায়,
লুকাল তপন-কিরণ-মালা।

৬২

বিবাহের কথা উঠিল ভবনে,
তাহা শুনি সখা গেলেন বেঁকে ;
জোর্ ক'রে আহা তবু গুরুজনে,
পরালেন বেড়ী চেয়ে না দেখে !

৬৩

ক'নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয় ?
যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক'নে তাহার কিছুই নয়।

৬৪

আগে যারে ভাল বাসিনে কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গ'লে ?

৬৫

বিরূপ বিরস হেরিয়ে আমায়,
যদি চোটে যায় তাহার প্রাণ ;
মানময়ী বোলে ধোরে দুটি পায়,
ভাণ কোরে হবে ভাঙিতে মান।

৬৬

প্রেম-হীন হেয় পশু-সুখভোগ,
স্মরিতেও ছিছি হৃদয়ে বাজে ;
জনমে আপন-হননের রোগ,
তবু ভোগ, ঠেকে সংযমে লাজে !

৬৭

নিতি নিতি এই অরুচি আহারে,,
ক্রমিক বাড়ুক মনের রোগ;
উপরে এ কথা ফুট না কাহারে,
ভিতরে চলুক নরক-ভোগ!

৬৮

ভেবে এই সব ঘোর চিন্তাজালে,
জড়াইয়ে গেল যুবার মন;
বিষাদের যবনিকার আড়ালে,
ভাবী আশা হ'ল অদরশন।

৬৯

ভাল নাহি লাগে শাস্ত্র আলোচন,
ভাল নাহি লাগে রবির আলো;
ভাল নাহি লাগে গৃহ পরিজন,
কিছুই জগতে লাগেনা ভাল।

৭০

উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন;
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর,
স্বধু ঘেরে আছে কাঁটার বন।

৭১

কল্পনারে লয়ে জুড়াইতে চান,
খুঁজিয়ে বেড়ান হৃদয় মাঝে ;
কোথাও তাহারে দেখিতে না পান,
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে।

৭২

অয়ি কোথা আছ জীবিত-রূপিণী,
পতির পরাণ বাঁচাও সতী !
হেরিয়ে সতিনী, বুঝিগো মানিনী
চলিয়ে গিয়েছ অমরাবতী !

৭৩

সহসা মানস তামস মন্দিরে,
বিকসিল এক নূতন আলো ;
ভেদ করি অমা নিশার তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

৭৪

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ।

৭৫

বিমলসলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে।

৭৬

নিরিবিল এক তীরতরু তলে,
সে সুররূপসী উদাস প্রাণে;
বসিয়ে কোমল নব দূর্ব্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে।

৭৭

বাম করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা।

৭৮

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী-কুসুমমালা;
পারিজাত হার ছিঁড়েছে গলায়,
গ'লে পড়ে করে রতনবালা।

৭৯

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতে ছিলেন খেদের গান।

৮০

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

৮১

স্বভাব-সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকসে সুষমা কুসুম-রাজি ;
সুরসীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি !

৮২

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ !

৮৩

পেয়ে সে ললনা মধুর-মূরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ ;
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান ;—

৮৪

আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জ্জন,
বজ্রপাত হ'ল ভীষণ বেগে ;
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন,
মরমে বিষম আঘাত লেগে।

৮৫

দাদা তাঁর কুল-প্রধান পুরুষ,
বুকে বাড়ে বল যাঁহার নামে ;
সেই মহীয়ান্ মনের মানুষ,
চলিয়া গেলেন স্বরগ ধামে।

৮৬

ভ্রাতৃশোক-শেলে সখা সুকুমার,
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে ;
নয়ন মুদিত রয়েছে তাঁহার,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে।

৮৭

বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ,
নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ;
নড়ে না চড়ে না, শবের মতন,
পাংশ বরণ বিহীন জ্ঞান।

৮৮

চারিদিক্ আছে বিষণ্ণ হইয়ে,
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি;
মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে,
ধরণী জননী ভাবেন বসি।

৮৯

কেঁদে কেঁদে যেন হইয়ে আকুল,
শোকময় গান অনিল গায়;
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদা সাদা ফুল,
যেন শববপু সাজায়ে দেয়।

৯০

সুধাময় সেই শীতল সমীরে,
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন;
বহিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে,
স্বপনের মত স্ফুরিল জ্ঞান।

৯১

বোধ হ'ল দুই করুণ নয়ন,
চাহিয়ে তাঁহার মুখের পানে ;
স্নেহ-প্রীতি-ময় করুণ বচন,
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে।

৯২

রূপে আলো করি দাড়ায়ে সমুখে,
রসাঞ্জনময়ী অমৃতলতা ;
দুলায়ে ফুলের পাখা বুকে মুখে,
ধীরে ধীরে কন সদয় কথা ;

৯৩

"কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়,
হে জীবিতনাথ আজি তোমার !
ও কোমল তনু ধূলায় লুটায়,
নয়নে দেখিতে পারিনে আর।

৯৪

উঠ উঠ মম হৃদয়বল্লভ,
উঠ প্রাণসখা সদয় স্বামী !
মেল দুটি ওই নয়ন পল্লব,
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি !

৯৫

হে ত্রিদিববাসী অমর সকল,
তোমরা আমারে সদয় হও ;
বরষি পতির শিরে শান্তিজল,
মোহ যবনিকা সরায়ে লও !”

৯৬

অমনি কে যেন ধরিয়ে সথায়,
তুলে বসাইল ধরণী তলে ;
চারি দিকে চাহি না দেখি দাদায়,
দুলিল পাষাণ মনের গলে।

৯৭

চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ ;
ভারে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান।

৯৮

জ্ঞান বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক ;
সে অবধি আহা সথার আমার,
বিষণ্ণ হইয়ে রয়েছে মুখ !

৯৯

না জানি বিধাত আরো কত দিনে,
হেরিব সখার মুখেতে হাসি :
সে সুর-ললনা কলপনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশী !

১০০

ললিত রাগেতে গলিবে পরাণ,
উথুলে উঠিবে হৃদয় মন ;
বিষাদের নিশা হবে অবসান
ফুটিয়ে হাসিবে কমল বন !

১০১

তুমিই সুরবালা ! সে সুররমণী,
উষারাণী হৃদি-উদয়াচলে ;
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ধরণীতলে।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে সুরবালা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

চিরপরাধীনী।

—:*:—

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিত-
ম্ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়যন্তি মা-
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥"

ভারবি।

১

কেন কেন আজি সদাই আমার,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ;
হেন আলোময় এ সুখ সংসার,
যেন তমোময় হয়েছে জ্ঞান।

২

আহা বহি গুলি চারি দিকে মম,
ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আজ;
অতি দুখিনীর বালিকার সম,
ধূলায় ধূসর মলিন সাজ!

৩

আগেকার মত স্নেহেতে তুলিযে,
গুছায়ে রাখিতে যতন নাই;
আগেকার মত হৃদয়ে লইয়ে,
খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ না পাই।

৪

অয়ি সরস্বতী! এস বুকে এস,
বড় আদরের ধন আমার;
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ,
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার!

৫

তুমি না থাকিলে কি হ'ত জানিনি,
এত দিনে পোড়া কপালে মোর;
হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী,
ঝুলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোর।

৬

হায় গৌরবিণী, জাননা গো তুমি.
চোক্ ফুটাইয়ে দিয়েছ কার
কাপুরুষময়ী এই বঙ্গভূমি.
আমি পরাধীনী তনয়া তাঁর

৭

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাধা আছি সদা ইহার মাঝে,
দাসীদের মত খাটি অনিবার,
গুরু জন মন মতন কাজে।

৮

পান থেকে চূন্ খশিলে হটাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই ;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বোসে কুণো গুঁতুনি খাই

৯

অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়,
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি ;
অভাগার নাই কিছুই উপায়,
কেনা-দাসী আমি কুলের নারী।

১০

এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে,
চুপ্ কোরে মোরে দাঁড়াতে হয় ;
তাঁরা যা কবেন, যাইব শুনিয়ে,
মুখফোটা তাহে উচিত নয়।

১১

হাঁপায়ে হাঁপায়ে ঘোমটা ভিতরে,
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই ;
তবুও উঠিয়ে ছাতের উপরে,
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই।

১২

যদি কেহ দেখে, যাবে কুলমান,
হবে অপযশ দশের মাঝে ;
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান,
কুলবতীদের নাহিক সাজে।

১৩

শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ,
অনেক কঠোর তপের বলে,
পূরায়েছিলেন নিজ মনোরথ
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে।

১৪

সেই ভাগীরথী পতিতপাবনী,
দুয়ারের কাছে বলিলে হয়;
শুনি ঘরে থেকে দিবস রজনী,
কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।

১৫

তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
কপালে আমার ঘটেনি কভু;
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
ধম্‌কায়ে মানা করেন প্রভু।

১৬

প্রভাত না হ'তে লোক-কোলাহলে,
গগন পবন পূরিয়ে যায়,
যেন আসে বান্ তরঙ্গিণী জলে,
কলকল কোরে ঘুরে বেড়ায়।

১৭

রজনী আইলে লুকায় মিহির,
ধরণী আবৃত তিমির বাসে:
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর,
তত কলরব নিবিয়ে আসে।

১৮

যায় আসে এই রূপে দিন রাত,
মানুষের কোলাহলের সনে :
যেন দেখি আমি এই গতায়াত,
ব'সে একাকিনী বিজন বনে।

১৯

আমার সহিত সেই জনতার,
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই ;
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার,
থা'কি প্রভু-ঘরে প্রভুরি খাই।

২০

বই নিয়ে ব'সে বিষম বিপদ,
বুঝিতে পারিনে উপমা তার ;
বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ,
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার !

২১

বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরল লহরী নদীর বুকে ;
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নিঝর,
শুনিলেম সুদু লোকেরি মুখে !

২২

কারার বাহিরে না জানি কেমন,
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে ;
সে সকল যেন মেরুর মতন,
অজানা রয়েছে আমার কাছে।

২৩

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই ;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই।

২৪

বাহিরে ইহাঁরা সহিযে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

২৫

হায় রে কপাল ! পুরুষ সকল,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠ্যাঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি !

২৬

গারদে রেখেছ দুখিনী সকলে,
অধীনতা বেড়ি পরায়ে পায় ;
জাননাক হায় সতী-শাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায় !

২৭

প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি,
প্রিয় পতি মম দিলেন হাতে ;
ভাবিলেম বুঝি কতই না জানি,
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে।

২৮

বলিলেন তিনি "এ এক আরশি,
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে,
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী !
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে।

২৯

হবে আবিষ্কৃত সমুখে তোমার,
আলোময় এক স্বপের পথ ;
ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার,
নব নব সুখ পাইবে কত।"

৩০

অয়ি নাথ! আহা যাহা বোলেছিলে,
একটিও কথা বিফল নয়,
গ্রন্থ আলোচনা যতনে করিলে,
উদার জ্ঞানের উদয় হয়।

৩১

কিন্তু হে জাননা অভাগা কপালে,
যত ভাল, সব উলটে যায়;
বাচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে,
ভূঁই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খায়।

৩২

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা,
শাস্ত্র সুধা পান যতই করি;
তত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা,
ছট্ ফট্ কোরে পরাণে মরি।

৩৩

আগে এই মন ছিল এতটুকু,
ছিল তমোময় জগতজাল;
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু,
হেসে খুসে বেশ্ কাটিতো কাল।

৩৪

এবে এই মন আর সেই নয় ;
তিমিরা রজনী হয়েছে ভোর ;
প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়,
ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর।

৩৫

এমন সময়ে খাঁচার ভিতরে,
আর বাধা বল কেমনে থাকি ;
দখ এসে নাথ তোমার পিঞ্জরে,
কাতর হইয়ে কাঁদিছে পাখী।

৩৬

আহা তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও,
বাতাসে বেড়াক্ আপন মনে ;
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও,
আপনার মনে দশের সনে।

৩৭

যদি হে আমরা তোমাদের ধোরে,
অবরোধে পূরে বাধিয়ে রাখি,
তোমরাও কাঁদ অস্থিতর কোরে,
যেমন পিঞ্জরে কাঁদিছে পাখী।

৩৮

হায় হায় হায় বৃথা গেল দিন,
কিছুই করিতে নারিনু ভবে!
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে ঋণ,
নাহি জানি শেষে কি দশা হবে!

৩৯

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহা ক্ষতি পূরায়ে না দিয়ে,
কার্ বল সুখে নিদ্রা হয়?

৪০

এখনো ইহারা কেন গো আমারে,
আঁধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর!
কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে,
শুধিবে আমার নিজের ধার?

৪১

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
বড়ই আমার উঠেছে মন;
আজ কখনই হটিবনা পিছু,
সাধন অথবা হবে পতন!

৪২

হা নাথ, হইল দিবা অবসান,
এত দেরি হেরি কিসের তরে ;
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান,
এখনও তুমি এলে না ঘরে !

৪৩

আহা, ঘরে আসি আজি প্রিয়তম,
কোয়ো কোয়ো দুটো নরম কথা !
যেন হে হটাৎ হইযে গরম,
ব্যথার উপরে দিওনা ব্যথা !

৪৪

আপনা ভুলিয়ে তোমায় লইয়ে,
রাজি আছি আজো ধরিতে প্রাণ ;
অপমান করা তুমি তেয়াগিয়ে,
অধিনীর যদি রাখ হে মান।

৪৫

শ্বশুর শাশুড়ী বুড়ো সুড়ো লোক,
বোকুন্ ঝোকুন ভরিনে কাণে ,
যে জন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক,
তার কড়া কথা বাজে হে প্রাণে।

৪৬

হায় মায়া আশা! কেন মিছে আর,
কাণে কাণে গাও কুহক গান;
বাজায়ে বাঁশরী ব্যাধ দুরাচার,
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ!

৪৭

প্রাণের ভিতর উদাস নিরাশ,
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর;
ওঠো ওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে চিরপরাধীনী নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

করুণাসুন্দরী।

"Ah! may'st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart,
Love's image upon earth without his wing,
And guileless beyond Hope's imagining!
And surely she who now so fondly rears
Thy youth, in thee, thus hourly brightening,
Beholds the rainbow of her future years,
Before whose heavenly hues all sorrow disappears."

লর্ড বায়রন্।

১

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়!
লক লক শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধুধু ধোরে যায়,
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে।

২

"জল্ জল্ জল্" ঘোর কোলাহল,
ফট ফট ফট ফাটিছে বাঁশ ;
ধূঁয়ায় উথায় ভরিল সকল,
লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।

৩

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারি দিকে লোক,
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে।

৪

'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস'
পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে !

৫

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত,
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই ;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
উপরে উঠেছে বুঝি সবাই !

৬

কেন গেল ছাতে, একি সর্ব্বনাশ !
 কে আছে আগুলে ওদের কাছে ;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস,
 ছাতে এ সময় দাড়াতে আছে !

৭

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
 যেথা কুঁড়ে গুলি জ্বলিয়া যায় ;
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
 বাচাবার যদি থাকে উপায়।

৮

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
 উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখ খানি আহা চূন্‌পানা করি,
 অনলের পানে চাহিয়ে আছে !

৯

চুল গুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
 পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
 গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

১০

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি।

১১

হে সুরবালিকে, শুভদরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন !

১২

দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই !

১৩

যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ন-নীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন !

১৪

যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে ;
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন সুদু নয়ন-জলে !

১৫

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ !
অমূল্য রতন নাই গো আর !
সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার !

১৬

তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয় ;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয় !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে করুণাসুন্দরী নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিষাদিনী।

—:*:—

"শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্।"

ভবভূতি।

১

ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে,
    ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে;
    রূপে দশ দিশ করিছে আলা।

২

বরণ উজ্জ্বল তপন কাঞ্চন,
    চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা;
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন
    এ মূরতিমতী মরীচিঘটা।

৩

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
　　আনত সুষমা কুসুম ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
　　লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।

৪

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
　　কভু কভু যেন তারকা জ্বলে ;—
কভু যেন লাজে নমিতলোকন,
　　পলক পড়ে না শতেক পলে ;

৫

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
　　ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে,
　　বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ;—

৬

কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
　　সুধার প্রবাহ প্রবহমাণ,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
　　জুড়ায় জগত জনের প্রাণ।

৭

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

৮

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয় ;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

৯

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন
আধই অধরে মধুর হাসি ;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন,
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি !

১০

আননের পানে সরমবতীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে ;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

১১

এস গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী,
এখানে তোমরা এস গো আজি ;
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি
আপন মনের মতন সাজি !

১২

ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী,
দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে ;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে !

১৩

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো ;
এমন সজীব তেজাল নয়ন
—মদির—মধুর—নাহিক আর !

১৪

আমরা পুরুষ নব রূপ বশ,
যাহা খুসি বটে বলিতে পারি ;
পান করি আজি নব রূপ রস,
নারীর রূপেতে ভুলিল নারী।

১৫

মরি মরি! কারো কথা নাই মুখে,
অনিমিষে সুদু চাহিয়ে আছে;
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে,
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে!

১৬

একি একি কেন রূপের প্রতিমা,
সহসা মলিন হইয়ে এল;
দেখিতে দেখিতে চাঁদের চন্দ্রিমা
নিবিড় নীরদে ঢাকিয়ে গেল।

১৭

কেশ মেঘ জালে সীমন্ত সিন্দূর
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা,
মরি, তারি নীচে সেই সুমধুর
মুখখানি কেন বিষাদে মাখা!

১৮

মাঝে মাঝে আসি বিলসিছে তায়
দিবা-দীপশিখা খেদের হাসি,
তড়িতের প্রায় চকিতে মিলায়,
বাড়াইয়ে দেয় তমসরাশি।

১৯

আহা দেখ সেই জ্যোতির নয়নে,
বিমল মুকুতা বরষে এবে ;
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে,
এ হেন রতনে বেদনা দেবে !

২০

ত্রিলোক আলোক যে সুররূপসী,
আলো নাই মনে কেন রে তার !
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে যে শশী,
কেন তারি হৃদে কালিমা ভার !

২১

হা বিধি ! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস ;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে পাতিয়ে রয়েছে পাশ।

২২

বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে
পিতা মাতা তব ধরিয়ে করে,
করেছেন দান সে কাল নিশিতে
ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে !

২৩

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে ;
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুলমালায়
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশান ভূমে !

২৪

পতিসুখে সতী হয়েছে নিরাশ,
হৃদয়ে জ্বলেছে বিষম জ্বালা ;
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস,
কেমনে পরাণে বাঁচিবে বালা !

২৫

কোথা ওগো কুল-দেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি ;
বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল,
ফিরাও সতীর পতির মতি !

২৬

যেন সেই জন পাইয়ে চেতন,
পশুভাব ত্যেজে মানুষ হয় ;
আমোদে প্রমোদে দম্পতী দুজন
ছেলে পুলে লয়ে সুখেতে রয় !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিষাদিনী নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

——ঃ*ঃ——

প্রিয় সখি।

—০—

"आत्मजीवितमनःपरितर्पणी मे ।"

ভবভূতি।

১

অয়ি অয়ি সখী! জগতের জ্বালা
জ্বালায়ে আমায় করেছে খুন;
যুঝে যুঝে মাঝে হইয়াছি আলা
চারিদিকে ঘেরা বেড়া আগুন।

২

যেমন পথিক রোদে পুড়ে পুড়ে
যদি দূরে ছায়া দেখিতে পায়,
জনমে ভরসা তার বুক যুড়ে,
অনুরাগ ভরে ছুটিয়া যায়;

৩

তেমনি আমার মন তোমা পানে
জুড়াবার তরে সতত ধায়,
সাগর-প্রবাহ সদা একটানে
এক-ই দিক্ পানে গড়ায়ে যায়।

৪

তুমি যেই স্থানে কর বসবাস,
সেই স্থান কোন মোহন লোক ;
তোমার মধুর মুখ হাসহাস,
প্রকাশে সে লোকে অরুণালোক।

৫

স্থির উষা প্রায় তুমি দেবী তার,
হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান ;
নাহি অতি তাপ, নাহিক আঁধার,
কি সরেস সেই সুখেরি স্থান !

৬

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় ;
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে
মানস মোহিয়ে সতত বয়।

৭

যখন তোমার সুললিত তনু
কুসুম কাননে প্রকাশ পায়,
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু,
আদরে তোমার পানেতে চায়।

৮

ভ্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল,
গুন্‌গুন্ স্বরে ধরিয়ে তান;
চারি দিকে তব হইয়ে আকুল,
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান।

৯

দোলে দূরে দূরে তরু লতা গণ,
দোলে থোলো থোলো কুসুম তায়;
যেন তারা আজি হরষে মগন,
সাধনের ধন পেয়ে তোমায়।

১০

ভ্রম তুমি সেই সুখ ফুলবনে,
চেয়ে চারি দিকে সহাস মুখে;
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে।

১১

প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে,
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন;
দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,
হীরক-প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন।

১২

মরি সে নয়ন কেমন সরেস,
    যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ;
যেন আছে আধ আলস আবেশ,
    ভাঙে নাই পূরো ঘুমের ঘোর !

১৩

হে সুরসুন্দরী ! ত্যেজে সুরলোক,
    এ লোকে এসেছ কিসের তরে ;
তব অনুকূল নহে এ ভূলোক,
    অসুখ এখানে বসতি করে।

১৪

এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
    এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ;
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
    না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়।

১৫

এই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
    পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
এই মেঘমালে নলকে দামিনী,
    পলক ফেলিতে সহেনা ভর।

১৬

আহা যেন এই অপরূপ রূপ,
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ;
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ,
রাহুর মতন গ্রাসিয়ে রাখে !

১৭

যখন আমার প্রাণের ভিতর
ভেবে ভেবে হয় উদাস প্রায়,
ভাল নাহি লাগে দিনকর কর,
আঁধারে পলাতে মানস চায় ;—

১৮

এই মনোহর বিনোদ ভুবন,
বিষণ্ণ মলিন মূরতি ধরে ;
বোধ হয় যেন জনম মতন
ফুরায়েছে সুখ আমার তরে ;—

১৯

সহিতে সহিতে সহেনা যখন,
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার,
মরম বেদনে গোঙরায় মন,
দেহেতে পরাণ রহেনা আর,—

২০

অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে,
তোমার ললিত প্রতিমাখানি,
স্নেহের নয়নে সুধা বরষিয়ে,
জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী।

২১

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়,
কভু হেরি নাই তাহার মত ;
নহে দিবাকর তত তেজোময়,
সুধাকর নয় মধুর তত।

২২

চারি দিকে এক পরিমল বায়,
'তর্' ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ;
কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়,
সুরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ।

২৩

যেন আমি কোন অপরূপ লোকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,
সহসা তোমাকে দেখিতে পাই।

২৪

আহা সে তোমার সরল আদর,
সরল সহাস শুভ বয়ান ;
আলো ক'রে আছে মনের ভিতর,
নারিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ !

২৫

তোমার উজল রূপ দরপণে
সরল তেজাল মনের ছবি,
প্রভাতের নীল বিমল গগনে
শোভা পায় যেন নূতন রবি ।

২৬

কিবে অমায়িক ভোলা খোলা ভাব,
প্রেমের প্রমোদে হৃদয় ভোর ;
সদা হাসি খুসি উদার স্বভাব,
চারি দিকে নাই সুখের ওর !

২৭

কাননে কুসুম হেরিলে যেমন,
ভালবাসে মন আপনি তারে ;
তেমনি তোমায় করি দরশন,
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে !

২৮

সুধাকর শোভে আকাশ উপরে,
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায়;
আর কিছু নয়, সুদু তারি তরে
তৃষিত নয়নে চকোর চায়।

২৯

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কাণে লেগে থাকে তাহার তান;
তোমার উদার প্রণয় তেমন
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।

৩০

যেমন পরম ভকত সকলে
আরাধনা করে সাধন-ধনে,
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে
ভালি আমি ব'সে মগন মনে;

৩১

ভাবিতে ভাবিতে উথলে অন্তর,
প্রেম রস ভরে বিহ্বল প্রাণ;
অয়ি, তুমি মম সুখের সাগর,
জুড়াবর প্রিয় প্রধান স্থান!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়সখী নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

——ঃ*ঃ——

বিরহিণী।

"दुल्लहजणअणुराओ लज्जा गुरुई परव्वसो अप्पा ।
पिअसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवरिअमेक्कं ॥"

হর্ষদেব।

১।—গীত।

সুর—"মান ত্যজ মানিনী লো যামিনী যে যায়"

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়!
না দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায়!

আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে,
আদর করিতে এসে কেঁদে চ'লে যায়।

কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থরথর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায়।

সহসা চমুকে ওঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছোটে,
আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাঁড়ায়—

ছলছল দুনয়ন,
ম্লান চারু চন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল, অঞ্চল লুটায়।

আবার সমুখে নাই;
কেবল শুনিতে পাই,
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি ওঠে উভরায়।

সাধে কে সাধিল বাদ!
কেন হেন পরমাদ—
কেন রে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায়।*

———

২।—গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল-ঠুংরি—লক্ষ্মৌ গজলের সুর।

সরলা দুখিনী,
আজি একাকিনী,
উদাসিনী হয়ে চলিলে কোথায়!

মলিন বদন,
সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়।

যেন তব মনে,
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়।

*এই গীতিটী নূতন সন্নিবেশিত হইল।

এ ঘোর সংসার,
অকুল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়
কে রে সে নিদয়,
পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাসায়!

৩।---গীতি।

সুর।-"কামিনী কমলবনে কে তুমি হে গুণাকর"

কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিরল বনে;
বাজায়ে বিনোদ বীণা, ভ্রমিছ আপন মনে?
গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান, ধারা বহে দুনয়নে।
পদ কাঁপে থরথর,
টলমল কলেবর,
এলোথেলো জটাজাল লটপট সমীরণে।
শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে হেরিছে হরিণীগণে।
যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী, হে উদার-দরশনে!

১

হা নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ,
মনের বাসনা রহিল মনে!
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান,
বিরহিণী তব মরিল বনে।

২

এস এস অয়ি এস এক বার,
জনমের মত দেখিয়ে যাই;
এ হৃদয় ভার নাহি সহে আর,
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই।

৩

হা হতভাগিনী জনমদুখিনী!
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায়;
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী,
শুনেছিনু তবু হারানু হায়!

৪

অয়ি নাথ! তুমি দয়ার সাগর,
আমি মাতাপিতা-বিহীনা বালা,
আহা! তবু কত করিয়ে আদর
খুলে দিলে গলে গলার মালা।

৫

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোর ;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা।

৬

সেই তুমি সেই সজল নয়ানে,
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ;
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে,
এ বিজন বনে কাহারে বলি !

৭

খেদে অভিমানে চলি চলি যায়,
ফিরে নাহি চায় আমার পানে ;
দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়,
যাই যাই আমি, যায় যেখানে।

৮

পিছনে পিছনে তোমার সহিতে,
ধেয়েছিনু নাথ আনিতে ধোরে ;
মান লাজ ভয় আসি আচম্বিতে,
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে।

৯

হাঁপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর,
বিঁধিতে লাগিল মরম স্থান ;
ডুবিল তিমিরে ধরা চরাচর,
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান।

১০

কটমট করি বিকট দামিনী,
ভাসিল সে ঘোর তিমির-রাশে ;
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী,
অট অট হিহি শমন হাসে।

১১

'মাভৈঃ মাভৈঃ' নাই নাই ভয়,
না উঠিতে এই অভয়-সুর,
বজ্রঘাতে মম তব-মূর্তিময়-
হৃদয়-মুকুর হইল চূর ;

১২

শতধা শতধা ছড়ায়ে পড়িল,
ব্যাপিল সকল জগতময়,
শত শত তব মূরতি শোভিল,
ঘুচিল আমার সকল ভয়।

১৩

একি রে ! তিমিরা ঘোরা অমা নিশি,
এই চরাচর গ্রাসিল এসে ;
দেখিতে দেখিতে একি ! দিশি দিশি
কোটি কোটি তারা ফুটিল হেসে।

১৪

হে তারকারাজি, হীরকের হার,
তামসী খনির আলোকমালা !
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকার,
প্রতিকৃতি কার করিছে আলো ?

১৫

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাই ;
ফুলের আলোকে কানন উজ্জ্বল,
ফুল বই কেন কিছুই নাই !

১৬

চারি দিকে সব বেলের বেদিতে,
কার এ মূরতি গোলাপময় ;
আমার নাথের মতন দেখিতে,
আমারে দেখিতে দাঁড়ায়ে রয় !

১৭

তোমার মূরতি বিরাজে অম্বরে,
বিরাজে আমার হৃদয় মাঝে ;
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে,
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে

১৮

ওতো নয় হয় অরুণ উদয়,
সুসান্ত প্রশান্ত তোমারি মুখ ;
ওতো নয় উষা নবরাগময়,
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক।

১৯

বিমল অম্বর শ্যাম কলেবর,
শুক্‌তারা দুটি নয়ন রাজে ;
লাল-আভা-মাখা শাদা ধারাধর,
উরসে চিকণ চাদর সাজে।

২০

পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুম ভার ;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়;
ধরায় আমোদ ধরে না আর !

২১

নির্ঝর নিকর ঝরঝর করি,
আঘোসে তোমার মহিমা গান ;
প্রতিধ্বনি ধনি সে গানে শিহরি,
চপলার মত ধেয়ে বেড়ান।

২২

সে ঘোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে,
তোমা বিনা আর কিছুই নাই ;
হে প্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে,
কেবল তোমারে দেখিতে পাই।

২৩

যে মূরতি তব এ হৃদয় হ'তে
ব্যাপিয়া বিরাজে ভুবনময়,
হিয়া হতে পুন যদি কোন মতে
তিরোহিত সেই মূরতি হয়,

২৪

নিশ্চয় ওখান দেখিতে দেখিতে,
আচম্বিতে সব বিলয় পাবে ;
টুটিবে গগন তপন সহিতে,
ধরিত্রী প্রলয়ে মিলিয়ে যাবে।

২৫

ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার,
হাঁপায়ে মারিতে বিরহী বালা ;
আঁধার ! আঁধার ! দূরে দূরে তার,
জ্ব'লে জ্ব'লে উঠে বিকট জ্বালা !

২৬

চমকিয়ে আমি হইব পাষাণ,
তবুও পরাণ বহিবে তায় ;
অভাগী মরিলে পেয়ে যায় ত্রাণ,
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায় !

২৭

আহা এস নাথ, এস এস কাছে,
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী ;
বিষাদে চকোরী মনে ম'রে আছে,
দেখাও তাহারে শশীরে আনি !

২৮

হেরিব সে শুভ মূরতি মোহন,
যে মূরতি সদা জাগিছে প্রাণে ;
শুনিব সে বাণী বীণার বাদন,
যে বীণা এখনো বাজিছে কাণে ।

২৯

হেরিয়ে তোমারে গিরি তরু লতা,
ফল ফুলে সাজি দাঁড়াবে হেসে ;
ঝুরু ঝুরু সুরে কহি কহি কথা,
সমীর কুশল সুধাবে এসে ।

৩০

শুনে তব রব নব জলধর,
গরজিবে ধীর গভীর স্বরে ;
হয়ে মাতোয়ারা ময়ুর নিকর,
নাচিবে ডাকিবে শিখর পরে।

৩১

বসি বসি মোরা বন-ফুল-বনে,
চাব হাসি হাসি তাদের পানে ;
মিলায়ে মিলায়ে নয়নে নয়নে,
স্নেহে নিমগন করিব প্রাণে :

৩২

সে বিষ ভবনে যাইতে তোমারে
হবে না, পাবে না পরাণে ব্যথা ;
আর কুরঙ্গিণী নাই কারাগারে,
হয়েছে বনের সচলা লতা।

৩৩

যোগিনী হইয়ে পাগলিনী প্রায়,
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ;
আঁচলের নিধি হারালে হেলায়,
পাওয়া কি তা যায় মেদিনী খুঁড়ে !

৩৪

কোথা এত দিন হব রাজরাণী,
বসিব আদরে পতির বামে ;
পুষিব তুষিব কত দুখী প্রাণী,
গুরু জনে সুখে সেবিব ধামে ;—

৩৫

কোথা বনে বনে যেন অনাথিনী,
উদাসিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াই ;
ডাকি নাথ, নাথ, দিবস যামিনী,
কই তাঁরে কই দেখিতে পাই !

৩৬

হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয় ;
বল কোথা মম পতি প্রাণধন
জীবন-কুসুম ফুটিয়ে রয় !

৩৭

ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে ;
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বর ?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে !

৩৮

অয়ি আশা ! তুমি মৃতসঞ্জীবনী,
অমৃত-সাগরে তোমার স্থান,
বিপদ-সাগর-তারিণী তরণী,
বধ না অবলা বালার প্রাণ।

৩৯

এই কি গো সেই মায়া মরীচিকা,
ঢল ঢল করে বিমল জল ;
হাসিয়ে পালায় চপলা লতিকা,
আগে আগে ধায় যতই চল।

৪০

হরিণী রূপসী দাঁড়ায়ে শিখরে,
কেন আছ খাড়া করিয়ে কাণ !
ঘুমায়েছে বীণা মম হৃদি পরে,
করে কি কিন্নরে স্বরগে গান ?

৪১

একি ! আচম্বিতে ম্লান হয় কেন
জগতব্যাপিনী নাথের ছবি,
কেন কেঁপে ওঠে, রাহু-মুখে যেন
করে থরথর মলিন রবি !

৪২

হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা,
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন !
বিজয়া-বিকালে সোণার প্রতিমা,
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

৪৩

তবে কি হা নাথ ! তুমি আর নাই,
পাব না দেখিতে তোমারে আর !
যাই যাই আমি পাতালে পালাই,
এড়াই কাতর হৃদয়-ভার।

৪৪

ধরণী, আমায় ধোর না ধোর না !
রুধ না পবন, ছাড় রে পথ !
সে মধুর স্বরে কোর না ছলনা,
গেওনা গাহনা নাথের মত !

৪৫

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ্ আর কাহারো নয়!
আয় রে পবন ধাওয়াল ছাওয়াল!
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্বয়।

৪৬

বহ বহ বহ সংগীত-লহরী!
ধর গো সপ্তমে পুরবী তান!
ব'য়ে লয়ে চল ত্বরা তনু তরী!
অমৃত-সাগরে জুড়াব প্রাণ।

(৪।---সংগীত-লহরী।)

[সুর "দিবা অবসান হ'ল সন্মুখে কাল যামিনা।"]

কে জানে রে ভালবাসা, শেষে প্রাণনাশা হবে!
শান্তির সাগরে আহা প্রলয় পবন ববে!
ভালবাসে, ভালবাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি,
সদা মন হাসিহাসি, সৌরভ গৌরবে।
প্রেমের প্রতিমাখানি
আদরে হৃদয়ে আনি,
পদ্মবনে বীণাপাণি পূজি মহোৎসবে।

প্রাণ প্রেম-রসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম ঘুমঘোর, মাতোয়ারা নয়ন চকোর ;—
আশেপাশে দৃষ্টি নাই,
আপনার মনে ধাই,
হেসে চমকিয়ে চাই বাঁশরীর রবে !
আচম্বিতে চোরা বাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে ভোলা মন তবু ম'জে রয় ;—
হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড-ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী ; অনুরাগী কেন তবে !
এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে ;
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে ?—
বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায় কাঁদে রে নীরবে !
ওই আসে ঊষা সতী,
হাসে দিশা, বসুমতী,
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে ;—
হাসে তরু লতা রাজি,
প্রফুল্ল কুসুমে সাজি ;
বুঝি এরা মোরে আজি উপহাস করে সবে !

কই গো অরুণোদয়!
এ যে রবি মগ্ন হয়,
যেন অনুরাগময় বিরহীর উদাস হৃদয়;—
এত নহে কমলিনী,
কুমুদিনী, আমোদিনী;
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে যেন সেজেছে পরবে।
একি ভ্রম হয়ে গেল,
কোথা উষা, নিশা এল;
পাগল করিল মোরে, মিলে আজি স্বভাবে মানুষেরে!—
মনের ভিতরে যার
ছারখার, হাহাকার,
দিবা নিশা সম তার; সব তারে সবে।
যার জ্বালা, সেই জানে,
থাকিব আপন ধ্যানে,
দেখি এ কাতর প্রাণে যাতনা বেদনা কত সয়;—
কেন কেন, একি একি,
সব শূন্যময় দেখি,
করাল কালিমা কেন গ্রাসিয়াছে ভবে!
কি হ'ল বুকের মাঝে,
যেন এসে বজ্র বাজে;
কে এল রে রণসাজে, ঝনঝনা বিকট বাজনা!—
হা জননী ধরণী গো,
বুঝিতে যে পারিনি গো!
অভাগার দেহ-ভার কত আর রবে,

হর মা সন্তাপ হর!
ধর ধর ধর ধর!
এই আমি তব কোলে হই গো বিলয়!—

৪৭

হাহা নাথ! ওকি! পোড় না পোড় না!
ভীষণ শিখর—ওখান থেকে;
এই এই আমি! দেখ না দেখ না!
সেই আদরিণী ডাকিছে ডেকে।

৪৮

আহা এস এস, এস হে হৃদয়ে,
তাপিত হৃদয় জুড়াল সখা;
তুমিও এসেছ বনে যোগী হয়ে!
কার মনে ছিল পাইব দেখা!

৪৯

তোমা বিনে নাথ সকলি আঁধার,
অকূল পাথার হইত জ্ঞান:
এখনি কি হোতো, কি হোতো আমার!
ছাড়িব না আর থাকিতে প্রাণ!

৫০

আহা সন্ধ্যাদেবী, আজি কি মধুর
রাজিছে তোমার মূরতিখানি !
তোমার সমীর করি ঝুর্ ঝুর্
শরীরে অমিয় ঢালিছে আনি !

৫১

যাও সমীরণ, আমার মতন
জ্বলিয়াছে যে যে বিরহী বালা,
মিলায়ে তাদের পতি প্রাণধন,
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা !

৫।—গীতি।

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা,—মিলনেরসুর

মিলিল যুবতী সতী
প্রিয় প্রাণপতি সনে,
নয়ন হৃদয় লোভা কি শোভা হইল বনে !
ফুটিল অম্বরতলে
তারা হীরা দলে দলে,
রাজিল চন্দ্রিমা ছটা প্রকৃতির চন্দ্রাননে।
বনদেবী হাসি হাসি,
আদরে সম্মুখে আসি,
সাজালেন বর ক'নে চারু ফুল আভরণে।

লতারাজী বনবালা,
ফুলের বরণডালা,
শিরে ধরি, ফিরি ফিরি, হেসে হেসে বরে বর-ক'নে ;—

আনন্দে আপনা হারা,
নয়নে আনন্দ ধারা,
দুজনের মুখ পানে চেয়ে আছে দুই জনে।

উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
আকুল ভ্রমর কুল,
নির্ঝরিণী কুলুকুলু করিয়ে বেড়ায় ;—

কুসুম-পরাগ-চোর
সমীর আমোদে ভোর,
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি গাহ গো কোকিলগণে !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিরহিণী নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

——⁘——

প্রিয়তমা।

“ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।”

ভবভূতি।

১

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
নলীর পুতুল, দুদের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে!

২

কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি,
কচি দাঁতগুলি অধর মাঝে;
যেন কচি কচি কেশর কখানি
ফুটন্ত ফুলের মাঝেতে সাজে।

৩

বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী,
অমৃত ব.ষে শ্রবণে মোর ;
আপনা-আপনি হরিষ পরাণী
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর।

৪

হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে,
ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায় ;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে,
পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়।

৫

মুখে ঘন ঘন "বাবা বাবা" বুলি,
গলা ধর এসে হাজার বার ;
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি,
কথা ক'য়ে যাহা বলিতে নার।

৬

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন !
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে,
তুমিও আমারে বাস তেমন ?

৭

বুঝিলেম তবে এত দিন পরে,
কেন আমি ভাল বাসি পিতায়;
সকলি ত্যেজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধরায়।

৮

আমারে জননী ছেলেবেলা ফেলে,
করেছেন দেব-লোকে পয়ান ;
এখনো হঠাৎ তাঁর কথা এলে,
বুঝিলেম কেন কাঁদে রে প্রাণ !

৯

মানুষের নব প্রথম প্রণয়,
তরুর প্রথম প্রসূন মত,
চিরকাল হৃদে জাগরূক রয় ;
পরের প্রণয় রহে না তত।

১০

সেই স্নেহময় প্রথম প্রণয়,
জনমে জনক জননী সনে ;
তাই চির দিন তাঁহারা উভয়
দেবতার মত জাগেন মনে।

১১

তব মুখশশী হেরিবার আগে,
সেই এক সুখে কেটেছে দিন ;
এই এক সুখ এবে মনে জাগে,
এ সুখে সে সুখ হয়েছে লীন।

১২

আগেতে তোমার ললিত জননী,
চাঁদের মতন করিত আলো ,
জুড়ায়ে রাখিত দিবস রজনী,
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল।

১৩

এখন আসিলে সে সুরসুন্দরী,
তোমা হেন ধনে করিয়ে কোলে,
যেন উষা দেবী আসে আলো করি,
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে।

১৪

তখন প্রণয় নূতন নূতন,
নূতন রসেতে দুজনে ভোর ;
নূতন যোগাতে সতত যতন
নয়নে নূতন নেশার ঘোর।

১৫

তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি,
ফিরায়ে দিয়েছ গোড়েন মতে ;
নাহি খেলে আর সে লোল লহরী,
চলেছে আপন উদার পথে।

১৬

তার নিরমল ধীর স্থির নীরে,
যুগল বিকচ কমল প্রায়,
প্রফুল্ল হৃদয় দ্বয় দোলে ধীরে,
দুলে দুলে তুমি নাচিছ তায়।

১৭

সুখের শীতল মৃদুল সমীরে
দোলে রে প্রমোদ ফুলের গাছ !
যেন তারা সবে নাচে তীরে তীরে,
খুদে ছেলেটির হেরিয়ে নাচ।

১৮

চারি দিকে যেন অমৃত বরষে,
আমোদে ভুবন হয়েছে ভোর ;
পরিয়াছে গলে মনের হরষে
প্রেমের স্নেহের মোহন ডোর !

১৯

প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসেন উষা !
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণ ভুষা !

২০

সদানন্দময়ী, আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী !

২১

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন !
যুগযুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

২২

সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি ;
ভাঁড়ামি ভীরুতা বোঁচা পেত্নীর
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।

২৩

জগতজ্বালানী ঈরিষা আমারে,
তাপে জরজর করিতে নারে;
দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে আঁধারে
সমান বেড়াই চরণচারে!

২৪

পারে না বিঁধিতে, চম্‌কায়ে দিতে,
চপলা চীকুর নয়ান বাণ;
ঝোঁকে বেরসিকে গরলে ঝাঁপিতে;
থাকিতে অমৃত সাগরে স্নান।

২৫

তুমি সুপ্রভাত ভাবনা আঁধারে,
যে আঁধার সদা রয়েছে ঘেরে;
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে,
দূরে যায় তম তোমায় হেরে।

২৬

বিষণ্ণ জগত তোমার কিরণে
বিরাজে বিনোদ মূরতি ধরি,
কে যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে,
দেয় সুধারসে হৃদয় ভরি।

২৭

চরাচর যেন সকলি আমার,
নারী নরগণ ভগিনী ভাই,
আননে আনন্দ উথলে সবার,
গ'লে যায় প্রাণ যে দিকে চাই।

২৮

হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে,
সুরলোকে লোকে কেন রে ধায়!
নরে কি অমরে আছে মনসুখে,
যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়!—

২৯

অবশ্য বলিব নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন;
শচী পারিজাত কপোল-কথা।

৩০

এ মর্ত্যভুবন কমল কাননে
নারী সরস্বতী বিরাজ করে!
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে ঃ

৩১

এস ঊষারাণী, এস সরস্বতী,
এস লক্ষ্মী, এস জগত-ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী,
আহা কি উদার রূপের ঘটা !

৩২

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুমভূমি ;
জুড়াতে আমার জীবন উদাসী,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি !

৩৩

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদ সেবি,
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়,
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী ।

৩৪

মায়ের মতন স্নেহের যতন
কর কাছে বসি ভোজন কালে,
বিকালে আমার জুড়াতে নয়ন
সাজ মনোহর কুসুমমালে ।

৩৫

সন্ধ্যা-সমীরণে শাস্ত্র আলোচনে,
সুমধুর-বাণী-বাদিনী সারী ;
নিশীথ-নির্জ্জনে বেল-ফুল-বনে,
চাঁদের কিরণে ললিত নারী।

৩৬

নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে রচনা হার,
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সমুখে,
খুলে দাও চোকে ত্রিদিব-দ্বার।

৩৭

উথলি অন্তর ধায় দশ দিকে,
যেন ত্রিভুবন করেতে পাই ;
যেন মাতোয়ারা মনের বেঠিকে
জানিনে কোথায় চলিয়ে যাই।

৩৮

কত অপরূপ প্রাণী মনোহর,
কত অপরূপ বিনোদ ধাম,
কত সুগম্ভীর মনোহর তরু
সাগর ভূধর জানিনে নাম ;—

৩৯

দেখি দেখি সব ভ্রমি মনস্থখে,
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ ;
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে,
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান ;—

৪০

সহসা তোমার সহাস আননে
চোক প'ড়ে যায়, তুমিও চাও ;
পান জল রাখি সমুখে যতনে,
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও।

৪১

কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে,
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা ;
যোগেতে তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে,
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা।

৪২

যতনে যতনে আদরে আদরে
এঁকেছি সে হৃদি-প্রতিমাখানি ;
মরি কি স্থহাস ভাসিল অধরে !
পাতো প্রিয়তমে কোমল পাণি !

৪৩

ধর ঊষারাণী, হের সুনয়নে,
আরক্ত তরুণ অরুণ মুখী!
যদি তব ছবি ধরে তব মনে,
করিলে তা হ'লে পরম সুখী।

৪৪

আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে,
দোল রে দুলাল দে দোল দোলা!
আহা দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে,
উদয় অচলে কে করে খেলা!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়তমা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

——:•:——

অভাগিনী।

(পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নারী।)

“कुदो दाणिं मे दुवाहिवोहिणो आसा ।”

কালিদাস।

অয়ি নাথ! কেন হেন নিরদয়,

এ চিরদুখিনী জনের প্রতি;

এ তো লেখা নয়, বজ্রপাত হয়,

ভয়ে ভাবনায় ভ্রমিছে মতি।

২

ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে

কত নিধি যেন পাইনু করে,

হরষে হাসিনু, লইনু যতনে,

থুইনু আদরে হৃদয় পরে।

৩

স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম,
অধীনীরে বুঝি প'ড়েছে মনে ;
স্বপনে জানিনে হইবেন বাম,
জানকীরে রাম দিবেন বনে।

৪

আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী,
ধন্য ত্রিজগতী তোমার নামে ;
নিরখি তোমার সোণার মূরতি,
বসালেন পতি আপন বামে !

৫

আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী
হাসি হাসি আসি পতির পাশে ;
যেন সোহাগিনী রাধা বিনোদিনী
শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিয়ে হাসে।

৬

সে বিষ সম্বাদ আসিবে আবার,
পাপ প্রাণ দেহে ত্যেজিয়ে যাও ;
ওগো মা ধরণী জননী আমার,
কাতরা কন্যেরে কোলেতে নাও !

৭

উষসীর কোলে কুসুম কলিকা
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে,
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা,
দুলিতেম বসি মায়ের কোলে।

৮

ছেলে মেয়ে আর ছিল না অপর,
এক মাত্র আমি ঘরের আলো ;
করিতেন বাবা কতই আদর,
সকলে আমায় বাসিত ভালো।

৯

করি করি পিতা কত অন্বেষণ,
সুপাত্রে দিলেন আমার কর ;
পাইলেম হায় অমল রতন,
রূপে গুণে মন মতন বর !

১০

কারো দোষ নাই, কপালেতে করে,
নহিলে তেমন, এমন হয় !
নিমগন হ'য়ে সুধার সাগরে
হলাহলে কার পারাণ দয় !

১১

আরে রে নিয়তি দুরন্ত ঝটিকা!
বহিয়ে চলেছে আপন মনে;
দলি দলি সব কোমল কলিকা,
মানবের আশা-কুসুম-বনে!

১২

গেলেন স্বরগে সতী মা আমার,
বিবাহ হরষ বরষ পর;
এ সংসারে মন ভাঙ্গিল পিতার,
বিবাহ করিয়ে হলেন পর।

১৩

শোক তাপ সব রয়েছি পাশরি,
চাহিয়ে তোমার মুখের পানে;
বল নাথ আমি এখন কি করি,
কার মুখ চেয়ে বাঁচিব প্রাণে!

১৪

লাগিবে যে ধন ভরণ পোষণে,
দিবে তা সকলি, দিবে না দেখা!
নিজগ্রামে রবে নব নারী সনে,
আমারে ফেলিয়ে রাখিবে একা!

১৫

যে ঘরের আমি ছিনু রাজরাণী,
পুষিয়াছি কত ভিকারী জনে ;
করিবে সে ঘরে মোরে ভিকারিণী,
এই কি তোমার ছিল হে মনে !

১৬

ওগো মা জননী রয়েছ কোথায়,
ফেলিয়ে হেথায় স্নেহের ধন ;
আদরিণী মেয়ে কাঁদিয়ে বেড়ায়,
দেখে কি কাঁদেনা তোমারো মন !

১৭

অন্তিম সময়ে দুটি করে ধোরে,
সঁপে দিয়ে গেলে তুমি যাহায় ;
সেই অন্ধদয় আজি ঘোরেঘোরে
বিনি দোষে মা গো ত্যেজে আমায় !

১৮

মানব-সন্তান ! বিবাহ অবধি
ছিনু যত দিন তোমার কাছে,
হেরিতেম তব যেন নিরবধি
আনন মলিন হইয়ে আছে।

১৯

সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি,
পূরণিমা-শশী প্রকাশ পায় ;
সুধাকর সুধা চির-অভিলাষী
চকোর চকোরী নেহারে তায় ;

২০

আমার অন্তর আর একতর,
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ;
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর,
জনমে হৃদয়ে স্বরগ সুখ।

২১

ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন,
আপনার ভাবে আপনি ভোর ;
আপনার স্নেহে আপনি মগন,
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর।

২২

আহা কেন কেন এ ঘুম ভাঙাও,
কি লাভ দুখীরে করিলে দুখী !
দাও দাও আরো ঘুমাইতে দাও,
স্বপনের সুখে হইতে সুখী।

২৩

পাগলিনী প্রাণে বাঁচিবে না আর,
সাধের স্বপন ফুরায়ে গেলে ;
হা হা রে পাগল, কি ক্ষতি তোমার
কাঙালে স্বপনে রতন পেলে !

২৪

যদি জোর কোরে ভাঙ্গাইলে ঘুম্,
হৃদে বিধে দিলে বিষের বাণ ;
প্রেমের উপরে করিলে জুলুম্,
না বাধিলে কেন আগেতে প্রাণ !

২৫

নারীবধ ভেবে যদি ভয় হয়,
পাষাণ হৃদয়, তোমার মনে ;
মড়ার উপরে খাঁড়া নাহি সয়,
দাও বিসর্জ্জন নিবিড় বনে !

২৬

রবি শশী তারা, জগতের বাতি,
সেখানে সকলে নিবিয়ে যাক্ ;
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা রাতি,
একেবারে মোরে গ্রাসিয়ে থাক্ !

২৭

হুহু হুহু কোরে প্রলয় বাতাস
সদাই আমার বাজুক কাণে,
ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস
লইয়ে চলুক পাতাল পানে !

২৮

ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্ মন থেকে সব
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ ;
জীবনের বীণা হউক নীরব,
মাটিতে মিস্থক মাটির দেহ !

২৯

দেখ নাথ দেখ, খুকী যাদু মণি
বুকের উপরে দাঁড়ায়ে দোলে,
দেখেছ মেয়ের নাচুনি কুঁহুনি,
ঝাঁপিয়ে যাইতে বাপের কোলে !

৩০

একেবারে বাছা হেসে কুটিকুটি,
তোমারে পাইলে কি নিধি পায় !
চাঁদ মুখে তোর চুমি খাই দুটি,
কেমনে চুষ্মি ? নিবি তো আয় !

৩১

ঝুঁকি ঝুঁকি আসা, হুবকি তোমার,
আসিবে না কোলে বটে রে মেয়ে?
মুখ লুকাইয়ে থাক না এবার!
আবার বড় যে আসলে ধেয়ে!

৩২

থাক বুকে থাক, বাপি রে আমার,
'তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন'*!
তোমার লাগিয়ে গলেছে এবার,
তোমার পিতার কঠিন মন!

৩৩

যবে এ জঠরে করেছিলে বাস,
সেই কয় মাস স্মরণ হ'লে,
করে দেয় মন পরাণ উদাস,
আজো জ্ঞান হয় বাঁচি গো ম'লে!

৩৪

হেরিতে কেবল তোর মুখশশী,
সয়েছি সে সব, ধরেছি প্রাণ;
নহিলে এ ঘরে বসিত রূপসী
আলুথালু বেশে করিয়ে মান।

৩৫

অজি যাব নাথ পিতার আলয়ে,
যেয়ে তবে থাক্ তোমারি কাছে?
ঢের করেছেন তাঁরা অসময়ে,
না যাইলে কিছু ভাবেন পাছে!

৩৬

বাঁচি যদি দেখা হবে পুনরায়,
নহিলে এ দেখা জনমশোধ;
কেন হে নয়ন জলে ভেসে যায়,
আঁচল ধরিয়ে করিছ রোধ!

৩৭

কই, কই, কই, কোথা সে কুমারী!
কোথায় নাথের সজল আঁখি!
এই বাড়ী ঘর আমারি পিতারি!
জাগিয়ে স্বপন হেরিনু না কি?

৩৮

তাই বটে বটে, এই যে আমার
গরভের বাছা গরভে আছে;
একেলা বিরলে থাকা নয় আর,
আবার স্বপন আসে গো পাছে!

৩৯

তুই রে আমায় করিলি পাগল!
যা যা চিঠী দূরে ছুটিয়ে পালা!
না, না, তুমি মম জীবন-সম্বল,
নাথের গাঁথন রতন-মালা।

৪০

আহা এস, আজি অবধি তোমায়
থুইব হৃদয় রাজীবরাজে!
পতি-নামাঙ্কিত মাণিক-মালায়,
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে!

৪১

মাণিক রতন, নিরেট জহর!
জীবন সংশয় সেবিলে তাকে;
আমার মতন যে রোগী কাতর,
জহরে তাহারে বাঁচায়ে রাখে!

৪২

পড়ি আগাগোড়া আর এক বার!
যা থাকে কপালে হইবে তাই;
সাগরে শয়ন হয়েছে আমার,
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই!

৪৩

শেষে একি লেখা! লেখা ভয়ঙ্কর!

না পেলে তাহারে ত্যেজিবে প্রাণ?

হানা দিলে আমি বিয়ের উপর,

খুনে বলে মোরে করিবে জ্ঞান?

৪৪

না, না, তুমি অত হয়োনা উতলা,

আপন নিধন ভেব না কভু;

মরম ব্যথায় যদিও বিকলা,

বাধা আমি তবু দিব না প্রভু।

৪৫

তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে,

তোমার বিহনে কি দশা হবে!

শাশুড়ী ননদী দিদী ছেলেপুলে

কার মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রবে!

৪৬

কে রে আমাদের সুখের কাননে

এ ঘোর আগুন জ্বালিয়ে দিল!

হা বিধি তোমার এই ছিল মনে!

এই কি আমার কপালে ছিল!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে অভাগিনী নাম দশম সর্গ।

স্বপ্নদর্শন।

স্বপ্নদর্শন।

আমি অদ্য সমস্ত দিন বিষয় কর্ম্মে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত শরীরে গৃহে আসিলাম, এবং শীঘ্র শীঘ্র করণীয় কার্য্য সমাপনান্তর শয্যায় প্রসারিত দেহে শয়ান হইয়া শ্রম-বিনাশিনী নিদ্রার অপেক্ষায় রহিলাম। ক্রমে শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং ক্রমে ক্রমে নেত্রপত্র ভারাক্রান্ত হইয়া নিমীলিত হইল।

বোধ হইল, এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইয়াছি; তথায় একটি প্রস্রবণ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, নিশাকর আপনার সুধাময় কিরণ মালায় প্রকৃতি দেবীর মোহনীয় হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছেন, তারাগণ সমুজ্জ্বল হিরক খণ্ডের ন্যায় আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঝরণার জল চন্দ্র-রশ্মিতে চিক্ চিক্ করিতেছে, মন্দ সমীরণ কুসুমরেণু হরণ

করিয়া জলে স্থলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, নির্ম্মল জলের সমুজ্জ্বল আদর্শে বৃক্ষ সকল অধোমুখ ও ঊর্দ্ধমূলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং প্রতিমাচন্দ্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নির্ঝরের শ্রুতি সুখকর ঝর্ ঝর্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না; আহা! কি মনোহর স্থান, কি সুখময় সময়, এমন সময়ে এস্থানে আসিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়? চিরোদ্বিগ্ন ব্যক্তিরও চিত্ত-বিনোদন হইয়া থাকে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি কোন ক্রমেই সুখানুভব করিতে পারিলাম না। স্বভাবের সকল শোভাই নেত্র পথে দুঃখের মলিন মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে লাগিল। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে হটাৎ দক্ষিণদিক হইতে "হা হতভাগ্য-নন্দনগণ! হা অভাগিনীর বাছা সকল! তোমরা কোথায় যাইবে, হা দগ্ধ বিধাতঃ! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে অকালে ক্রোড় শূন্য করিয়া সন্তান গুলিনকে কাড়িয়া লইবে? হা কঠিন হৃদয়। জলবেগে চূর্ণায়মান নদীতীর তুল্য কেন শতধা হইয়া যাইতেছ না? হা মাত ধরিত্রি! এখন অবধি তুমি শোভাহীন হইবে, হা ধর্ম্ম! তোমার প্রতি আর কেহই শ্রদ্ধা করিবেক না, ওরে পাষাণ প্রাণ! এখনও তুই দেহে রহিয়াছিস্, হায়! এখন আর কাহার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইব? আর কাহার মুখ চাহিয়াই বা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিবার আশা করিব? হা পুত্রগণ! আমি

কেবল তোমাদের দেখিয়াই পতি বিয়োগে প্রাণ ধারণ করিয়াছি, তোমাদের দেখিয়াই যবনদিগের শত শত পদাঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছি আর তোমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা হইল বলিয়াই অন্য পতিকে বরণ করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম, তোমরা অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদিগের ভাষাকে উৎকৃষ্ট পদবীতে আরোহণ করাইবে, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করিবে, কুসংস্কার সকল উন্মুলিত করিয়া উন্নত হইবে, নানাদিক্ দেশে গমন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় বিস্তার করিবে, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সকলের নিকট আমার ফলবতী নামের সাফল্য সম্পাদন করিবে. পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভ্য বলিয়া অগ্রে কীর্ত্তিত হইবে, এবং সকলেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিবে, হায়! হায়! আমার সেই দুরারোহিণী আশার কি এই পরিণাম? ওরে নিদারুণ বিধি! দয়ামায়া পরিশূন্য হইয়া আমার ক্রোড় শূন্য করা যদি তোমার একান্ত মন্তব্য হইয়া থাকে, ব্যগ্রতা করিতেছি, তবে এক সঙ্গে আমাকে শুদ্ধ ধ্বংস করিয়া ফেল: আঃ! আর যে কিছু দেখিতে পাই না, কণ্ঠ যে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল. বুক যে কেমন করিয়া উঠিতেছে, উঃ, এই অশ্রুতপূর্ব্ব রোদনধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

অমনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া স্খলিত পদে সেই দিকে ধাবমান হইলাম। গিয়া দেখি প্রবাহের ধার দিয়া এক বিস্তারিত পন্থা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রারম্ভে এক

উচ্চ বৃক্ষোপরি কাষ্ঠফলকে "বঙ্গদেশের ভাবী পথ" এই কয়েকটি শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত আছে এবং সেই তরুমূলে নানাভরণ-ভূষিতা পরমরূপবতী একটী অর্দ্ধবয়সী রমণী অচৈতন্য পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, ইনিই রোদন করিতে ছিলেন। অবিলম্বে প্রবাহ হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিতে লাগিলাম, তিনি জলষেকে চৈতন্য পাইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি তুনয়ন দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাঁহার আন্তরিক স্নেহ গলিত হইয়া পড়িতেছে। আমি তাঁহার সস্নেহ ভাব অবলোকন করিয়া এবং রোদনের কারণ জানিতে না পারিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর্য্যে! আপনি কে? কি নিমিত্ত একাকিনী এই বিজন স্থানে ক্রন্দন করিতে ছিলেন? এবং আমাকে দেখিয়া কি জন্যেই বা রোদন করিতে লাগিলেন? যদি কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ সমস্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে আপ্যায়িত করুন। তিনি চক্ষের জল পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, "বাছা আমি বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাদের বিপদ স্মরণ করিয়াই ক্রন্দন করিতেছি। অদ্য আমি বৈকাল বেলায় বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতে পাইলাম, আমার ভাবী পথ উক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। এই চিরপ্রার্থনীয় আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু

কি বিড়ম্বনা! কি পরিতাপ! কোথা নানাবিধ সুসজ্জা দেখিয়া পরম সুখ অনুভব করিব, না এক মহা-বিষাদজনক অদ্ভূত ব্যাপার উপস্থিত হইল। এই পথের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার পারিপাটা দর্শনার্থে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছিলাম, কিন্তু তাহাতে যে সকল মনোহর আশ্চর্য্য বস্তু সন্দর্শনের আশা ছিল, তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, প্রত্যুত পথের মধ্যস্থল দিয়া একটা সুদীর্ঘ মুড়া তাল-গাছ আমার অভিমুখে চলিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে আমার নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম, সেটা তালগাছ নহে, একটা কিম্ভূতাকার রাক্ষসী মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি এই মূর্ত্তিমতী বিভীষিকাকে অবলোকন করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া গেলাম। না দৌড়িয়া পলাইতে পারি, না মুখ দিয়া কথা সরে, কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িলাম। ফলতঃ তখন আমি বনে, কি ভবনে, বসিয়া, কি শয়ন করিয়া, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র মনে পড়ে যে, কে যেন আমার নিকটে আসিয়া দন্ত কড়মড়িয়া বলিতেছে, "ওরে সর্ব্বনাশি বঙ্গি! বড় তুই ছিয়াত্তর মন্বন্তরে আমাকে মাঝপথ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলি,* তাহাতেই কি তোর শত্রুতার শেষ হইয়াছিল? তাহার পর আমি যেখানে যেখানে যাইবার উপক্রম করি, প্রায় তুই সেই সেই স্থানেই আমার কালশত্রু শস্যরাশিকে পাঠাইয়া দিস্। এই তোর শস্যরাশির নাশের নিমিত্ত দুর্ভিক্ষকে পাঠাইয়া আসিতেছি। আর স্বয়ং তোর সন্তানগুলোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া

রক্ত খাইব, দেখা যাক্ কে আসিয়া রক্ষা করে।" পরে চৈতন্য হইলে দেখিলাম সে রাক্ষসীও নাই এবং সেই ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। কিন্তু সে রুধিরপ্রিয়া শস্য-রাশির বিনাশ করাইয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এই ভাবিয়া শূন্য হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। তুমি আসিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসিলাম, জননি! আবার রোদন করিতে লাগিলেন কেন? সে নিশাচরী কে? তাহাকে দেখিয়া কেনই বা আমাদিগের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন? তিনি নেত্রজল সম্বরিয়া কহিলেন, "হে পুত্রক! তুমি যে রাক্ষসীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার নাম মহামারী. সে যে দেশে পদার্পণ করে. তথাকার জীব জন্তু কিছুই থাকে না, সকলই তাহার করাল-কবলে কবলিত হয়। বাছা! অগ্রে যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া আসিলে, সে তাহার প্রিয় সহচর, সেই সর্ব্বনাশী অগ্রে এই দুষ্ট সহচরটাকে পাঠাইয়া শস্যরাশির বলনাশ ও প্রাণ নাশ করায়, পশ্চাৎ আপনি আসিয়া সমস্ত প্রজাকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। বাপু! আমি কিছুমাত্র চিন্তা করিতাম না, যদি তোমাদের প্রধান রক্ষক শস্যরাশি পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ থাকিতেন, যিনি তোমাদের সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ সাহায্য করিতেছেন, যিনি তোমাদিগের প্রতিপালনার্থেই প্রাণ ধারণ করিয়াছেন, আহা! আমার পতিবিয়োগ হইলেও কেবল তাঁহারই

প্রযত্নে দিন দিন অধিকতর গৌরবের সহিত জীবনকাল অতি-বাহন করিতেছিলাম। তিনি কতবার এই ছিদ্রান্বেষী হতাশ দুষ্ট দুর্ভিক্ষকে দূর করিয়া দিয়াছেন। ছিয়াত্তর মন্বন্তরে তাঁহার সহিত দুর্ভিক্ষের ঘোরতর সমর হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রথমত দুর্ব্বল ও মুমূর্ষু প্রায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে ঐ দুষ্টের প্রতি এরূপ ভয়ানক বেগে ধাবমান হইলেন, যে রাক্ষসী সহচর আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে না পারিয়া কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গুল মুখে করিয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহার ঠিক রহিল না। এইরূপ তাঁহার সাহায্যে পৃথিবীমণ্ডলের বিস্তর জনপদ দুর্ভিক্ষের কঠোর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু শস্যরাশি এবার যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া তোমাদিগকে মহামারীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। আর মহামারী যখন স্বয়ং এতাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তখন অবশ্যই কোন ভয়ানক ষড়জাল করিয়া থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বে তাহারা এখানে প্রকাশ্য রূপে আসিয়া শস্য-রাশির সৈন্যসমূহের এক এক অংশ আক্রমণ করিতে না করিতেই পরাজিত ও দূরীকৃত হইত, এবং অন্যান্য দেশেও তাহাকে রণস্থলে বিদ্যমান দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিত না, এই নিমিত্তে শস্যরাশি ও আমার প্রতি তাহার অতিশয় আক্রোশ জন্মে। কিন্তু প্রকাশ্য রূপে কোন ক্রমেই বৈরনির্য্যাতন হইল না, দেখিয়া এবার অলক্ষ্য ভাবে আপনাদিগকে সমূলে

নির্ম্মূল করিবার অভিসন্ধিতে এমন কোন চক্র করিয়া থাকিবে, যে, হটাৎ আমরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সকলে বিনষ্ট হইব। বাছা! তাহারা রাক্ষস জাতি, মায়াবলে না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। মনে কর, রাম লক্ষ্মণ সমস্ত সৈন্য কর্ত্তৃক, বিশেষতঃ বুদ্ধিমান বিভীষণ ও মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলেও মহীরাবণ আসিয়া কি আশ্চর্য্য অলক্ষ্যভাবে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর দেখ আমাদের বিনাশের নিমিত্ত যদি তাহারা অলক্ষ্য যড়জাল বিস্তার করিয়া না থাকিবে তবে কি জন্য শস্যরাশি সদলে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে? আমি তাহাতেই বলিতেছি, এবার আর রক্ষা নাই। সন্তান-বর্গের এরূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া রোদন না করিয়া আর কি করিব? কিরূপেই বা ধৈর্য্য ধরিব? অথবা কোন্ জননী জীবনের যষ্টিস্বরূপ প্রাণাধিক সন্তানগণের মুমূর্ষু অবস্থা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্তে নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারে? তিনি এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, মাতঃ! ক্ষান্ত হউন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিবেন না। সামান্য লোকেরাই শোক মোহে অভিভূত হইয়া পড়ে, সাধু ব্যক্তিরা, সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত যেমন তরঙ্গমালায় সঙ্কুল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাতিত হইলেও বিচলিত হয় না, তদ্রূপ এই সুখদুঃখময় সংসারে সর্ব্বদা বিপদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন। আর আপনাকেই বা বুঝাইতেছি কি? আপনকার সুস্নিগ্ধ ক্রোড় হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে, সুস্নিগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও

সন্তোষময় পরিবারের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতে হইবে, এই সমস্ত ভাবিয়া প্রাণে আর কিছুই নাই, হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না; লৌহ যে এমন কঠিন—সেও যখন অগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইলে গলিত হইয়া যায়, তখন আমরা কেমন করিয়াই বা ধৈর্য্য ধরিব? ওগো জননি! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন্; আপনার অশ্রুধারা দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছি। হে জগদীশ্বর! রক্ষা কর, রক্ষা কর, তুমি না রক্ষা করিলে এ অপার বিপদ পারাবার হইতে কে রক্ষা করিবে? দয়াময়! তোমারি দয়া-লতা অবলম্বন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তোমারি অজস্র করুণায় লালিত পালিত হইয়াছি, আর তোমারি মহিমায় সুধাকরের নির্ম্মল কীরণে, তোমার স্নেহময় ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে-ছিলাম, এমন ভয়ানক আকস্মিক বিপদে পতিত হইব, কখন মনেও কল্পনা করি নাই। পরমাত্মন্! এখন আর কাহার শরণ লইব? মা! আর ক্রন্দন করিও না, তোমার অনর্গল অশ্রুধারা দেখিয়া আমার হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। ভাল, শস্যরাশি যেন আপনার জন্মভূমি রক্ষার্থে স্বদেশ হইতে বিপক্ষগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কি জন্য অপরাপর জনপদের সহায়তা করিয়া বিপক্ষদিগকে চতুর্গুণ রাগাইয়া তুলিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কেবল আপন অধিকার হইতে দূরীকৃত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে তাহারা কখনই এত আক্রোশ প্রকাশ করিত না; সুতরাং কোন কালে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কাও ছিল না। তিনি যাহাদের

রক্ষা করিতে গিয়া এই বিষম বৈরিতা ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহারা কি এখন আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তাহাদের যোগ্যতা কি? কেবল নির্গুণা কামিনীর বেশভূষার ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর করিয়া বসিয়া আছে মাত্র। তাহাদের কি তেজ আছে, যে উপকারীর প্রত্যুপকার করিবে? হায় হায়! আমি অবশ্য স্বীকার করি, যে শস্যরাশি মহাশয় আমাদিগকে এতদিন পর্য্যন্ত সব্ব প্রযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অবশ্য বলিব যে, তাঁহারি অবিবেচনায় আমরা মারা পড়িলাম। দেখুন না কেন, অদ্যাবধি প্রতিনিয়তই আপনার অঙ্গ স্বরূপ প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে তৎ তৎ স্থানে প্রেরণ করিতেছেন। লোকে বিপদের সময় উপকার করিলেই দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ দয়া আমি কখন দেখি নাই। তিনি আবার পাছে তাহাদের কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় ব্যস্ত রহিয়াছেন; আপনার যে কি হইল তাহা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন না। সুতরাং এমন স্থলে আমাদিগের দুর্দ্দশা ঘটিবার বিচিত্র কি? আমরা যে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি ইহাই আশ্চর্য্য! ইহা বলিয়া কান্দিতে লাগিলাম।

তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বাছা! আর কান্দিও না, কান্দিও না! শস্যরাশির দোষ দিলে কি হইবে বল, আপনার অদৃষ্টের দোষ দাও! তিনি অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছেন। তুমি তাঁহার প্রতি যে সকল কথা বলিলে তাহার পুনরুক্তি করিলে একজন পরোপকারী দয়াবান্ মহাত্মার

গুণ বর্ণন করা হয়। বাপু! মহান্ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে, তাঁহারা আপনার প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন, সতত পরের উপকার করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন, এবং পরোপকারার্থে আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিপদে ফেলিতেও কাতরতা প্রকাশ করেন না। ধর্ম্ম আর কাহাকে বলে? জ্ঞানীরা পরোপকারকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর শস্যরাশি যে কেবল তাহাদেরই উপকার করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগের কিছুমাত্র উপকার করে নাই এরূপ নহে। তিনি যেমন তাহাদিগকে অলক্ষ্য শত্রু দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তাহারাও তদ্রূপ উত্তম উত্তম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধি ও অন্যান্য নানাবিধ মনোহর বস্তু উপহার দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে। তুমি যে বস্তু দিয়া এক জনের উপকার করিলে, সে যে তোমায় সেই বস্তু প্রদান করিয়াই প্রত্যুপকার করিবে, এ রীতি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার যে বিষয়ে ক্ষমতা আছে, তুমি সেই বিষয় দিয়া উপকার কর। আর তাহার যেমন সাধ্য, সে সেইরূপই তোমার সাহায্য করিবেক, অথবা কোন্ যথার্থ উপকারী প্রত্যুপকারের আশা রাখিয়া উপকার করিয়া থাকেন? প্রত্যুপকারের লালসায় উপকার করিলে কেহই তাহার সাধুতার প্রশংসা করে না। বাছা! আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়া এ সকল বলিতেছি, এমন মনে করিও না। তোমার অপরাধ কি? নানা বিপদে বিব্রত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও রাগান্ধ হইয়া আপনার

পরমোপকারী পরম বন্ধুকে কটু কাটব্য বলিয়া ফেলেন। দেখ দেখি শস্যরাশির এই ব্যবহারে আমার ও তোমাদের মুখ কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে! ভিন্ন দেশীয় লোকে কোন দেশকে সামান্য দৃশ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিলে তথাকার লোকেরা তাহাদের নিকট কত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, ইতিহাসাদি গ্রন্থে তাহাদের যশোরাশি কেমন পরিভাসিত হয়! তবে যখন আমাদিগের শস্যরাশি এত দেশকে অলক্ষে ভয়ানক শত্রু হইতে রক্ষা করিতেছেন, তখন আমরা মহামারী রাক্ষসীর কবলে কবলিত হইলেও অবশ্যই আমাদিগের যশঃসৌরভে জগৎ ব্যাপ্ত হইবে! তাহার সন্দেহ নাই। তবে যে তুমি বলিতেছ, এমন বিপদের সময়েও তিনি যথা তথা সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন না, ইহা তাঁহার দোষ নহে; তিনি বণিক্‌দিগের নিকট বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহারা যে দিকে চালাইতেছে, সেই দিকেই চলিতে হইতেছে; প্রত্যুত এই মনোদুঃখই তাঁহার কৃশতার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

আমি বলিলাম, জননি! এখন বুঝিতে পারিলাম, শস্যরাশি মহাশয়ের কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু যে মহাত্মা শস্যরাশি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহাজনদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা কোন্ বিবেচনায় অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে? তাহাদের কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কর্ম্মজ্ঞান নাই, তাহারা কি মনুষ্য নহে? আহা!

ভ্রাতা স্বরূপ স্বদেশীয়দিগের মলিন মুখ ও ছল ছল নেত্র দেখিয়া এবং দুঃখী লোকের হাহাকার চীৎকার শুনিয়া তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ে কি দয়ার সঞ্চার হয় না! দেশ শুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর গ্রাসে পতিত হইলে তাহাদেরও স্ত্রী পুত্র পরিবার সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, ইহা কি তাহারা একবারও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখে না? কেবল বাহিরেই কুঁড়োজালি ও নামাবলী ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র রহিয়াছে?

তিনি বলিলেন, তা বৈকি? ব্যবসায়ীর আবার ধর্ম্ম জ্ঞান? যদি তাহাদের তাহাই থাকিবেক, তবে আর বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক বলিয়া কাহাকে উক্ত করিব? তুমি কি শ্রবণ কর নাই, যে সহস্র সহস্র বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ লক্ষ প্রতারণা করিতে না পারিলে একজন পরিপক্ক ব্যবসায়ী হওয়া যায় না? তাহাদের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল মৌখিক সাধুতায় পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। স্বধু তাহারা বলিয়াই কেন, যাহাদের বড় বড় ঘুড়িতে বড় বড় ভুঁড়ি বাহির করিয়া ও বড় বড় ঘোড়া উড়াইয়া গমনাগমন করিতে দেখিতে পাও, তাহারাই বা কি! তাহাদের ও সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। তাহারা কি এই বিষম বিপর্য্যয় সময়ের প্রতিরোধের নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিতেছে, কোন বিশেষ সভায় সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ের কোন সৎপরামর্শ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, আবেদন পত্র প্রদান করিয়া গবর্মেণ্টের নিদ্রানিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করিয়াছে; তাহাদের কি এ সময়ে নাশিকায় তৈল দিয়া নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য? ধিক্

ধিক্! এদের দূরদর্শিতায় ধিক্, দেশহিতৈষীতায়ও ধিক্। ইহারা বড়বড় জাহাজ, বড়বড় বাড়ী, লম্বা লম্বা ফেটিং ও সম্প্রতি গবর্মেণ্ট কালেজের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি অবলোকন করিয়া দেশের ক্রমোন্নত অবস্থার প্রতি একেবারে নিঃশংসয় হইয়া বসিয়াছে; উপস্থিত দুর্ভিক্ষকে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেছে না। ও দিকে দুঃখীদিগের পর্ণ কুটিরে যে কি হইতেছে, তাহার একবারও অনুসন্ধান নাই। কেবল আপনার হইলেই হইল, তণ্ডুল যত কেন দুর্ম্মূল্য হউক না, আপনাদের তো চড়াইয়ের নখের মত অন্ন ভোজনের বাধা নাই, অন্যান্য বস্তু যত কেন অগ্নি-মূল্যে বিক্রয় হউক না, আপনাদেরতো আহার বিহারের বা আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাৎ ঘটিতেছে না। হাঁ, মেঘাড়ম্বরে তোমাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই বটে, কিন্তু যখন চতুর্দ্দিকে ভয়ানক বজ্র তীব্রবেগে নিপতিত হইতে থাকিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা পর্য্যন্ত আহত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইবে; যখন দশ দিকে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা দগ্ধ হইতে থাকিবে। এখন যে সকল দাস দাসীরা তোমাদের খাদ্যাদি আনিয়া দিতেছে, তখন তাহারাই আবার তোমাদের গালে চপেটাঘাত করিয়া মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবে। তখন তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিবে! যে মানবেরা পরস্পরের শুভসাধনে অনুরক্ত না হইলে কখনই তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তখন তোমাদিগকে অবশ্যই এই বলিয়া খেদ করিতে হইবে যে, কেন আমরা দুঃখীদিগের দুরবস্থায় দৃষ্টিপাত করি নাই, কেন আমরা তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করি নাই, কেন

আমরা তাহাদের কুটিরে গমন করিয়া দুঃখানলে সান্ত্বনা সলিল প্রক্ষেপ করি নাই, হা! পূর্ব্বে কেন আমরা এই বিসাদময় ব্যাপার নিবারণার্থে বিহিতমত চেষ্টিত হই নাই! তাহা হইলে কখন আমাদের এরূপ দুদ্দশা ঘটিত না, কখনই আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইতাম না, বিষাদে হৃদয়ও বিদীর্ণ হইত না।

হা! এখনো তোমরা মোহ নিদ্রায় অবিভূত থাকিবে? শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, দুরাত্মা দুর্ভিক্ষকে বাধা দিবার নিমিত্ত সসজ্জ হও! দেখিতেছ না, তোমাদের জননী জন্মভূমির উৎসন্ন দশা উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যত্ন করিলে কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হইতে পারে? জগদীশ্বর তোমাদিগকে ধনে মানে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, দেশের দুরবস্থা নিবারণে যত্ন করা, জগদীশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য! ইহাতে তোমাদের অখণ্ড পুণ্য সঞ্চিত হইবে, এবং যশঃসৌরভে জগৎ ব্যাপ্ত হইবে। প্রথমে তোমরা তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করণাভিপ্রায়ে গবর্মেণ্টে আবেদন পত্র প্রদান কর! তোমরা সমবেত হইয়া কাতরতা পূর্ব্বক অনুরোধ করিলে সুবিবেচক গবর্মেণ্ট অবশ্য গ্রাহ্য করিবেন। সত্য বটে, চালের রপ্তানি বন্ধ করিলে বাণিজ্য বাজারে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হয়, এবং এখানকার দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদি এ প্রকার করা যায় যে, আতপাদি তণ্ডুলের যেরূপ রপ্তানি হইতেছে, সেইরূপই থাকুক, কেবল

বালাম চাউল, যাহা এদেশের লোকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যাহা এদেশীয়দিগের জীবন স্বরূপ, তাহারি রপ্তানি বন্ধ হউক। ইহাতে উভয় দিকই রক্ষা পাইবে। বাণিজ্য বাজারেও অত্যন্ত ধনকষ্ট হইবেক না, এবং অন্যান্য দেশেও অধিক অমঙ্গল ঘটনের আশঙ্কা নাই। যেহেতুক কয়েক বৎসর মাত্র বালাম চাউলের রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে ছিলনা; তখন তো বাণিজ্য বাজারের ধনকষ্টের কথা বা অন্যান্য দেশের অমঙ্গল-বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হয় নাই। তথাপি বালাম চাউলের রপ্তানি বন্ধ হইলে, বাণিজ্যবাজার ও অন্যান্য দেশের প্রতি যাহা যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা, তাহা তাহাদিগকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। যে বস্তু যে দেশে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু সেই দেশে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া পশ্চাৎ অন্যত্র প্রেরিত হওয়া উচিত, তদ্বিপরীত কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। যে চাউল তোমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সে চাউল অবশ্য তোমরা পর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহার করিবে। আহা! যে কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে প্রদীপ্ত সূর্য্যের তীব্র তাপ সহ্য করিয়া এবং বর্ষাকালের খরতর বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়া মৃত্তিকা কর্ষণ, বীজ বপন ও শস্যচ্ছেদন প্রভৃতি অন্যান্য করণীয় কার্য্য সমাপনানন্তর তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা যদি তদভাবে মারা পড়িল, তবে কোথায় বা ধর্ম্ম, আর কোথায় বা সদ্বিবেচনা রহিল?

বাছা! আমি তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বৃথা এত বকিয়া মরিতেছি, তাহারা আমার কথায় কর্ণপাতও করিবেক না, বরং

উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিবে। তাহারা চাটু কথা শ্রবণে এমনি অভ্যস্থ হইয়াছে, আপনাকে জ্ঞানী ও সুবিবেচক বলিয়া এমনি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, তাহাদের গর্ব্ব শূন্যতা ও দম্ভের নিকট কোন সৎকথা বা কাহারো সদুপদেশ গ্রাহ্য হইবেক না। স্বদেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা প্রবল দেশহিতৈষীতা ও উদার দয়ার কার্য্য; কেবল যশো-বাসনা এরূপ গুরুতর সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের নিকট আমার বাসনা পূরণের প্রত্যাশা নাই। তাহারা যদি কখন কিছু সৎকর্ম্ম করে, তাহাও কেবল যশঃলালসা-প্রেরিত হইয়াই করিয়া থাকে। আমি যখন তাহাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরপরম্পরা, অতিথিশালা, পান্থশালা ও শ্বেতাঙ্গদিগের সম্মুখে চাঁদায় নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি অবলোকন করি, তখন দয়া ও ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু পরক্ষণে যখন গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া দেখি, কত দুর্ভাগা বন্ধুবান্ধববিহীন অসহায় ব্যক্তি বিকার বা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইতেছে; এবং তন্নিকটবর্ত্তী পন্থায় সেই দাতা বাবুদের শকটচক্র ঘূর্ণিত হইতেছে; তথাপি তাহারা অনুগ্রহের সহিত চিকিৎসিত বা সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হওয়া দূরে থাকুক, একবার নয়ন প্রান্তে অবলোকিত পর্য্যন্ত হইতেছে না; তখন এই দাতা বাবুদিগের দয়ানদী কত দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ও বিস্তৃত, তাহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হয়। যাহারা স্বপল্লী মাত্রের দুরবস্থাপন্ন দুঃখীলোকের অনুসন্ধান লইবার অবসর পায় না, তাহাদিগকে সমূহ দেশের অমঙ্গল

নিবারণার্থে আহ্বান করা বিরক্ত করা মাত্র। বাছা রে! সাধে কি বলি, খেদে বুক ফাটিয়া যায় বলিয়াই বলিতে হয়। এই যে আমার যে সকল সন্তান সন্ততিগুলিন্ পেটের দায়ে উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছিল, তাহাদের যে কি হইল, তাহা কি কেহ অনুসন্ধান লইয়াছ? আহা! তোমাদের যে সকল ভগিনীরা দুরাচারি সিপাহিদিগের দৌরাত্ম্যে পতিপুত্র-বিহীন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এবং চীর মাত্রে লজ্জা নিবারণ পূর্ব্বক জীবন ধারণের উপায় কেবল অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিতে করিতে শিশু সন্তানগুলিন বক্ষে করিয়া. কেহ বা অপগণ্ড বালকগুলির হস্ত ধরিয়া, এবং কেহ কেহ বা যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে "আহা! তাহাদের আর কে আছে! কাহার নিকট বা দাঁড়াইবে! ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়া পেটে হাত দিয়া কাহার নিকট ভিক্ষা মাগিবে, শিশু সন্তানগুলির কেমন করিয়াই বা ভরণপোষণ করিবে, কিরূপেই বা তাহাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবে?" ইহা কি কেহ মনোমধ্যে আলোচনা কর, কখন কি সেই সকল অনাথা, অশরণা অবলাদিগের প্রতিপালনার্থে চাঁদার কথা মুখে আনিয়াছ; ইহা কি তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে; ইহার দ্বারা কি তোমাদের অর্থ-সার্থকতা হইবেক না; ইহা কি তোমরা মনে করিলে করিতে পার না?

আর যাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই. তাহাদের যে কি বিষম দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ! তাহাদের দুর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে আর কিছুই

নাই; মনুষ্যের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও অতিশয় কঠিন, সেই নিমিত্তেই বিদীর্ণ হইতেছে না। আহা! তাহাদের দুর্দ্দশা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ্য দেখিতেছি, তোমাদের কতকগুলিন্ সহোদর অসময়ে সিপাহিদিগের হোল্লা শুনিয়া প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, অমনি চতুর্দ্দিকে চক্‌মকে করবাল লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছে, শব্দায়মান বন্দুকের অগ্নিময় লৌহগুলি সজোরে আসিয়া পড়িতেছে। বাছারা নিরুপায়, কি করিবে, আর্ত্তনাদে দিগন্ত পুরিতেছে! কোথাও বা জাল বেষ্টিত মৃগযুথের ন্যায় সিপাহিদের তাম্বুতে আবদ্ধ থাকিয়া নির্দ্দয় প্রহারে কাতর হইতেছে। আহা! কোথাও বা আমার নিরাশ্রয় নন্দিনীগণের সতীত্ব হরণার্থে দুরাচারিরা কেশাকর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা তাহাদের বক্ষের উপর বন্দুক ধরিয়া ভয় দেখাইতেছে, কোথাও বা তাহাদের অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া অবশেষে পরিধান বস্ত্র পর্য্যন্ত ধরিয়া টানিতেছে, কোথাও বা তাহাদের অধোদরে সজোরে পদাঘাৎ করিতেছে; কোথাও বা তাহাদিগকে যথেচ্ছা লইয়া যাইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিতেছে, কোথাও বা অশরণা বাছা সকল কঠিনাঘাতে ধূলায় লুঠিতে লুঠিতে রক্তোদ্বমন করিতেছে, আহা! কোথাও বা তাহারা নেত্রদ্বয় ললাটে তুলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; আহা! কোথাও বা আমার প্রাণাধিক নন্দনগণের শশধর সদৃশ বদন পরম্পরা করাল করবালে কর্ত্তিত হইতেছে, আহা! কোথাও বা তাহারা রুধিরলিপ্ত কলেবরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া "হা!

মাতঃ বঙ্গভূমি! আমরা জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় হই, আর তোমার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সুখময় স্নেহ সুধা পান করিতে পাইলাম না, হায়! হায়! উঃ!” এই বলিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন বাষ্পভরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; কণ্ঠ জড়িত হইয়া গেল; ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, বাছা! আর কত বলিব, এক শোকের কথা বলিতে হৃদয়ে সহস্র সহস্র শোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। আমি চলিলাম; অদৃষ্টে যাহা আছে, কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমার নিরুপায় সন্তানগুলিনকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রাক্ষসীর আক্রোশ হইতে রক্ষা কর! এই বাক্যের অবসান হইবা-মাত্র তাঁহার করুণাময়ী মানুষীমূর্ত্তি আমার নেত্র পথ হইতে তিরোহিত হইল।

অমনি যেন আকাশ হইতে ধূপ্ করিয়া ধরাতলে পড়িলাম। মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; যেন ভয়ের কালিমা মূর্ত্তি সকল অট্ট হাস্যে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ফলতঃ ভাষায় এমন শব্দ পাইতেছি না, যদ্দ্বারা আমার মনের তখনকার ভাব অবিকল বর্ণন করি। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ বোধ হয় যে, ক্রমে ক্রমে মোহ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন প্রায় করিয়া ফেলিল। এদিকে আকাশও আমার হৃদয়ের ন্যায় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল, বৃহৎ একখণ্ড পর্ব্বতাকার মেঘ হুহু করিয়া বিস্তৃত হইয়া চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিল। তখন আর ভয়ের পরিসীমা নাই; জলধর

দর্শনে কুরঙ্গ যেমন চকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ আমিও অতিশয় চঞ্চল চিত্তে সম্মুখস্থ মার্গে ধাবিত হইলাম। কিন্তু কি জন্যে দৌড়িতেছি, দৌড়াইয়াই বা কি হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যত বেগে যাইবার চেষ্টা করি, ততই পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। এইরূপ একবার উঠি, একবার পড়ি, কতক দূর গমন করিলাম। ক্রমে অতিশয় ভয় পাইয়া আর ছুটিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিবেচনা হইল, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে মহামারী রাক্ষসীর কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই মায়াবিনীর মায়ায় পড়িয়া এরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! ভয়ের এক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ হইলেও ভয়োপসম হইল না, প্রত্যুত রাক্ষসীর কথা মনে পড়াতে দ্বিগুণ ভয়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। এমন সময়ে "মহামারী মহামারী" এই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অমনি চমকিয়া উঠিলাম, শিরাসমূহ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, শোণিতগতি যেন একবার মাত্র স্তব্ধ হইয়াই পুনঃ দ্বিগুণতর বেগ ধারণ করিল; বুকের ভিতর ধক্ ধক্ করিতে লাগিল; ঝিন্ ঝিন্ করিয়া ঘর্ম্ম হইতে লাগিল; কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল; সকলি শূন্য দেখিতে লাগিলাম, নেত্রপথে যেন যেন একটা প্রগাঢ় অন্ধকার আসিয়া আবির্ভূত হইল, তাহার অভ্যন্তরে মৃত্যু যেন মূর্ত্তিমান হইয়া লম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যেন একটা বিকটাকার রাক্ষসী বিকট বদন ব্যাদান করিয়া

গ্রাস করে করে, অমনি পলাইব মনে করিয়া উঠিতে গিয়া সজোরে ঘুরিয়া পড়িলাম। উঃ! তৎকালের কল্পিত ভয় স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

এমন সময়ে জল-কলকলের ন্যায় এক তুমুল কোলাহল শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে দণ্ডায়মান করিয়া দিল! নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি যে পথে পড়িয়াছিলাম, সেই পথের পার্শ্বদেশে, বঙ্গদেশের কলিকাতা, মুরশিবাদ, ঢাকা, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি সমস্ত নগর ও গ্রাম গণ্ড-গ্রামাদি সকলি আসিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গা, মেঘনা, দামোদর প্রভৃতি সকল নদীই প্রবাহিত হইতেছে; তথাকার সেই বৃক্ষ, সেই বন, সেই পৰ্ব্বত, সেই প্রান্তর, সকলি আসিয়া উপস্থিত; এমন কি! তাহার দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপ-সাগর পর্য্যন্ত আপনার উত্তাল তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। আমি এই আশ্চর্য্যদর্শন অবলোকন করিয়া এরূপ বিস্মিত হইলাম, যে, তদবিকল কোন প্রকারেই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ফলতঃ আদি মনু একাকী মাত্র ভূমণ্ডলে আগমন করিয়া তাহার পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা ও রত্নাকর ভূধর প্রভৃতি উদার ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য রসে অভিভূত হইয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ সমধিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম।

অল্পে অল্পে উক্ত দেশে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাকার সে পূৰ্ব্বভাব নাই, সে শোভা নাই, সে প্রতিভা নাই, সে হর্ষ নাই, সে কিছুই নাই।

সকলই যেন বিষাদ বসনে আবৃত রহিয়াছে, সকলই এক অনির্ব্বচনীয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিষণ্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ ও অবসন্ন; সকলেরি নেত্র ছল ছল করিতেছে। দেশে কণামাত্র শস্য নাই, খাদ্যের নামমাত্র নাই; কেবল বৃক্ষের পত্র ও নদীর জল জীবনোপায় হইয়াছে। সকলেই গৃহ বাটী ছাড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, কত লোক সপরিবারে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে। যাহাদের মুখ, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান না, সেই সকল কুলকন্যারাও পাগলিনীপ্রায় পথে আসিয়া পথিক-দিগের নিকট হস্ত বিস্তারিয়া অতি ক্ষীণ-স্বরে ভিক্ষা চাহি-তেছে, দুনয়ন দিয়া দর দর জলধারা বহিতেছে; আহা! কে তাহাদের মুখ দেখিয়া দয়া করিবে, সকলেই আপন-জ্বালায় দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ! গ্রাম্য পশু সকল ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে রাজমার্গে ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে। পবন যেন প্রলয়-প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীব্রবেগে বৃক্ষ সকলের মস্তক ভূপৃষ্ঠে অবনত করিয়া ফেলিতেছে, শোঁ শোঁ শব্দে ঘূর্ণায়মান হইয়া ধূলারাশিচ্ছলে যেন ধরামণ্ডলকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে; মার্ত্তণ্ড যেন সহস্র গুণে প্রদীপ্ত হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত-প্রবাহবৎ অগ্নিময় কিরণজাল বর্ষণ করিতেছে; দিক্ সকল যেন রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘোরতর তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছে; শূন্যমার্গে যেন মৃত্যুর ভয়ানক ঘোরাল মূর্ত্তি এক এক বার বিলসিত হইতেছে। যেখানে

যাই, সেই খানেই মানবের কাতর আর্ত্তনাদ ও ঘোরতর ভয়াবহ চিৎকার শুনিতে পাই। কোথাও বা শীর্ণদেহ শুষ্কোদর পুরুষ উরুদেশে করাঘাৎ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা রমণীগণ আলুলায়িত কেশে অনাবৃত বক্ষঃস্থলে আপনার শিশু সন্তানগুলিন্ ধারণ করিয়া এক এক বার তাহাদের রোরুদ্যমান বদন অবলোকন করিতেছে, আর এক এক বার উর্দ্ধদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিতেছে; কোথাও বা জনকজননী সন্তানগণকে ক্ষুধানলে দহ্যমান ও মুমূর্ষু দেখিয়া "আমাদিগের অকর্ম্মণ্য দেহ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ কর" বলিয়া অনুরোধ করিতেছে, কোথাও বা বৃদ্ধ পিতা মাতার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তানেরা স্ব স্ব অঙ্গ কর্ত্তন করিতে উদ্যত হইতেছে; কোথাও বা গৃহস্থেরা ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, কোথাও বা স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতেই নিস্পন্দ হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে। ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রেই এইরূপ ব্যাপার; এমন স্থান নাই, যথায় কাতরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না, যথায় বিষম বিপর্য্যয় বিষাদজনক ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

ক্রমে এ অবস্থা আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল। প্রতিকূল পবন কোথা হইতে দুর্গন্ধময় প্রাণহারক বাষ্প বহন করিয়া আনিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল; পথিকেরা পরস্পরের গাত্রে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল, মুমূর্ষু ব্যক্তিরা কুক্কুরাদির দংশনে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল; নদীর জল মৃতদেহে সমা-

কীর্ণ হইল; যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই রহিয়া গেল, আর তাহারা নড়িতে চড়িতে পারিল না, আর তাহারা নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না, অমনি নিস্পন্দভাবেই মরিয়া যাইতে লাগিল, গ্রাম্য বিহগেরা আকুল হইয়া কলরব করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন তাহারা দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে। শকুনি হাড়্গিলা প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা শূন্যমার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; মাংস লোলুপ বন্য পশুরা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফে ঝম্ফে বেড়াইতে লাগিল, শবশরীর সকল পচিয়া স্ফীত হইয়া বিকট আকার ধারণ করিল; গলিত মাংস হইতে এমনি ভয়ানক বাষ্প উদ্ভূত হইতে লাগিল যে, তাহার রুক্ষগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া গগণবিহারী পক্ষীরা পর্য্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, মাংসভক্ষ পশুদলের মাংস খাওয়া দূরে থাকুক, বনাভিমুখে পলায়নোন্মুখ হইয়াও দৌড়িতে দৌড়িতে ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং দুই একবার বিলুণ্ঠিত হইয়া অমনি স্থির হইয়া যাইতে লাগিল।

হা! এখন আর কিছুই নাই; আর স্বভাবের প্রলয় মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, আর মানবেরা কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে না, আর পশুরা কোলাহল করিতেছে না, আর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে না, সকলি থামিয়া গিয়াছে। সকল দিকই ভয়ানক নিস্তব্ধ। আহা! যে সকল প্রান্তরে কৃষাণেরা গান গাইতে গাইতে হল চালনা করিত, সেই সকল প্রান্তর অস্থিপুঞ্জে ধবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন

ধারণ করিয়াছে। ভবন সকল হাঁ হাঁ করিতেছে। কি ভ্রূভঙ্গ সদৃশ তরঙ্গ-বাহিনী তরঙ্গিণী, কি নানাবর্ণ-বিভূষিণী নীরদ-শ্রেণী; কি নির্ম্মল জল-পূর্ণ জলাশয়, কি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ সমূহ; কি শ্যামল পত্র-মণ্ডিত পাদপচয়, কি শিখর শোভিত পর্ব্বতমালা; সকলই বিরূপ ভাবাপন্ন, সকলই যেন বিষাদে বিষণ্ণ রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন শোকবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দিবাকর সহস্র কর বর্ষণ করিয়া প্রকৃষ্ট আলোক প্রদান করিলেও চতুর্দ্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হা! দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া খেদ করে এমন একটীও প্রাণী বিদ্যমান নাই, কেবল নিরানন্দ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

হা আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার এ কি দশা হইয়াছে! হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ! যে আমি তোমাদের সহিত একস্থানে জন্মিয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি; যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কতই হাস্য পরিহাস করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কাল মাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে। হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না? হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অধিদেবতে! তোমরা কোথায়? হে সূর্য্য! দেখ দেখ! তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণ দান করিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিতে, যে দেশের শস্য সতেজ রাখিতে, যে দেশের কম-

লিনী প্রফুল্ল হইয়া তোমার প্রতি কতই আনন্দ প্রকাশ করিত; সে দেশের কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে পবন! হে অনল! হে সলিল! হে মাতঃ ধরণি! তোমরা বল বল! আর কি আমার জন্মভূমির সৌভাগ্য দশা ফিরিয়া আসিবে, আর কি আমার ভাই সকল শ্মশানময় প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া মহামহোৎসবে নগর আনন্দময় করিবে, আর কি মনোহর পক্ষীগুলিন্ প্রভাতে বসিয়া ললিত তানে গান করিতে থাকিবে?। এই প্রকার খেদ করিতে করিতে আমার শোকাবেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া যেন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অমনি চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গত রজনীতে যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই শয্যায়ই পতিত রহিয়াছি; প্রভাত সমীরণ মশারী কম্পিত করিয়া গাত্রে সুধা বরিষণ করিতেছে।

সমাপ্তঃ।

নিসর্গসন্দর্শন ।

পরমাত্মীয় হিতৈষী মিত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার সেন কবিরাজ করকমলে উপহারস্বরূপ এই কাব্য প্রীতি পূর্ব্বক অর্পণ করিলাম।

নিসর্গসন্দর্শন।

প্রথমসর্গ।

চিন্তা।

" Nor hope, * * * * *
Nor peace nor calm around."

শেলি।

"मातर्मेदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जल
भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः।"

ভর্ত্তৃহরি।

১

হায় আমি এ কোথায় এলেম এখন !
ছিলেম কি এত দিন ঘুমের ঘোরেতে ?
হেরিনু কি সে সকল কেবল স্বপন ?
নেই কিরে আর সেই সুখের লোকেতে !

২

সেই সূর্য্য আলোকোরে রয়েছে ধরণী,
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়,
কল কল কোরে বহে সেই সুরধনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয় না আমায়।

সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার,
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে,
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।

৪

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন!
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায় সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ!

৫

ক্রমেই বাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সব ছারখার,
সংসার ঝাঁপরে প'ড়ে সদা ঝালাপালা,
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার।

৬

দুই পাত আছে এই কুটিল সংসারে ;
হয় তুমি তেজোমান দিয়ে বলিদান,
পড়গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে ;
নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।

৭

হাধিক্ হাধিক্ ! আমি সবনা কখন,
অপদার্থ অসারের মুখবেঁকা লাগি,
করে প্রিয় পরিবার করুক্ ক্রন্দন,
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক ছাতি।

৮

আশেপাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
ছিন্নেয়ৃ ছিন্নেমো করে স্বভাব তাহার ;
সফরী গণ্ডুষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
তা হেরে কেবল হয় করুণা সঞ্চার।

৯

বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে,
উদর অন্নের তরে হবে লালায়িত,
মুখ পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে ;
সে সময়ে ধৈর্য্য কি হবে না বিচলিত ?

১০

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়,
সুখের সর্ব্বস্ব ধন তেজে ক'রে হেলা,
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া মেলায় ?

১১

সেই উপাদানে কিগো আমার নির্ম্মাণ!
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে?
আপনা আপনি কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ?
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে!

১২

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে,
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল;
ভুলিবনা কমলার কাম রূপ দেখে;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

১৩

বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা!
শুনিয়ে জুড়াক্ মোর তাপিত হৃদয়,
জুড়াবার কে আমার আছে তোমা বিনা,
তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু বোধ হয়।

১৪

তব বীণা-বিগলিত অমৃত লহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে!
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী!
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে!

১৫

যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন !
এখন হয়েছে মা'র সে মুখ মলিন !
মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন !

১৬

হায়, জননীর হেন বিষণ্ণ দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন ?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন ?

১৭

অধীনতা পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক ?
পাশ না ফিরিতে চারি দিকে খোঁচা ঠ্যাকে।

১৮

স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর,
অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,
ঘরে বোসে তোল্‌পাড়্ করে চরাচর,
যে বাধা বিষম বাধা, তা নাই তাহার।

১৯

এ দেশেতে বুদ্ধিমান্ যাঁহারা জন্মান্,
তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে :
নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
তিমি কি তিষ্টিতে পারে সুড়িখাড়ি নদে ?

২০

রাজত্বের স্থিরতর শান্তির সময়,
রণপ্রিয় সেনা যদি শুধু বোসে থাকে,
বোসে বোসে মেতে উঠে ঘটায় প্রলয়,
আপনারা খুন্ করে আপন রাজাকে।

২১

তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে খোরাক্,
শুয়ে শুয়ে জ্বোলে জ্বোলে ঝাঁকে একেবারে
যাঁর বুদ্ধি তাঁহাকেই ক'রে ফেলে খাক :
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে।

২২

অহো সে সময় তাঁর ভাব ভয়ঙ্কর !
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিভ্রান্ত, উদাস,
কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিতর,
বাদলে আবিল যেন উজ্জ্বল আকাশ।

২৩

নয়ন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে,
তেমন উদার জ্যোতি আর তার নাই,
চটকা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে,
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই।

২৪

হা দুর্ভাগা দেশ! তব যে সব সন্তান,
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা-প্রভায়,
বেঘোরে তাঁহারা যদি হারান্ পরাণ,
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায়!

২৫

যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,
ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,
সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরী,
সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।

২৬

উথলিছে ভয়ানক চিন্তা পারাবার,
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই,
আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
ধাঁদায় কানার মত কূল হাতড়াই।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে চিন্তা নামক
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

সমুদ্রদর্শন।

"विष्णोरिवास्यानवधारणीय-
मीदृक्तया रूपमियत्तया वा।"
कालिदास।

১

একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোল্‌পাড়্ করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

২

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে :
উঃ কি প্রচণ্ড রাব ! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।

৩

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

৪

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে একঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

৫

উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝক্‌ঝোকে বড় বড় আয়নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন !

৬

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ।

৭

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।

৮

আপনার মনে ওহে উদার সাগর !
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

৯

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন !
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে ?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন।

১০

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রসভরে,
হৃদয় উথুলে কেন চারিদিকে ধায় ?

১১

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার্ না অমন হয় প্রিয় দরশনে ;
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে ?

১২

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

১৩

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার ;
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর ;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর।

১৪

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্ব্বাঙ্গ ভুভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে।

১৫

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায়;
ভয়ানক দাঁপাদাঁপি করে পরস্পর;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

১৬

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাঝে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন;
যেন কলরব-পূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক এক জন।

১৭

কোনটীতে নারিকেল তরু দলে দলে,
হালীগেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায়;
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়।

১৮

কারো পরে ঘেরে আছে ভয়ঙ্কর বন,
করিছে শ্বাপদ সংঘ মহা কোলাহল,
নিরন্তর ঝর ঝর নির্ঝর পতন,
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন মণ্ডল।

১৯

কোনটির তীরভূমে জলস্থল জুড়ে,
জাগিছে কঠোরমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর ;
খাড়া হয়ে উঠেগেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর।

২০

কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে,
হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে!
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার?

২১

কোনটি বা ফলফুলে অতি সুশোভন,
নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোক জন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়!

২২

পর্য্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি মাজে,
বিষম বিপাকে প'ড়ে চারি দিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস্ সাজে,
প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায়।

২৩

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
পোতভগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল পরাণ ;
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা ;
তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান।

২৪

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
হরেছে জগৎ মন যাহার মাধুরী ;
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ
রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী।

২৫

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।

২৬

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজলনয়না!

২৭

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
   দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক্, থরথর প্রাণী,
   সতত মনেতে ত্রাস কখন্ কি করে।

২৮

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
   গাহিতে তোমার গান, এল একি গান ;
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
   কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান্।

২৯

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
   কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
   জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয় !

৩০

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
   বিস্ময় আনন্দ রসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
   নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

৩১

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও অনল-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

৩২

কলের জাহাজে চোড়ে মানব সকলে,
দম্ভ ভরে চোকে আর দেখিতে না পায়;
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুসি করিতে পারে, কিছু না ডরায়।

৩৩

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয়;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।

৩৪

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
ওঠে মাত্র আর্ত্তনাদ দুই এক বার;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থল,
ভয়াকুল কুররীর কাতর চীচ্কার।

৩৫

এক বার মাত্র ভুড়্ ভুড়্ করে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায় !

৩৬

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল।

৩৭

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন।

৩৮

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি ;
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি।

৩৯

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

৪০

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ !
প্রলয়-প্রকুপ্ত সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভেবে বিচলিত প্রায় হইতেছে মন।

৪১

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময় রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন !

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুমুকে ;
কি এক অসীমত গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে।

৪৩

কি ঘোর গর্জ্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখেলাখ !
কি বিষম ছট্‌ফট্ ধড়্‌ফড়্ করে !
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাঁক,
সমুদায় জীব জন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পূরেগেছে অখিল সংসার ;
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোঁন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে,
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধমার ;
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী,
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
ঠায় মারা যায় ওরা মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল ?

৪৮

সেই মহাজলরাশি আন ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহামরুর আকার ;
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার !

৪৯

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি !
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি !

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে সমুদ্রদর্শন
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

বীরাঙ্গনা।

"কে ও রণমাঝে কার কুলকামিনী,
করে অসি, মুক্তকেশী, দৈত্যকুলনাশিনী!
শম্ভু বলে নিশম্ভু ভাই, আর রণে কাজ নাই,
যে দিকে ফিরিয়া চাই হেরি ঘোররূপিনী!"

উদ্ভট গীত।

১

অযোধ্যা নিবাসী এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে,
সঙ্গে ছিল বাড়ীর নফর এক জন,
বড়ই মমত্ব তার তাঁহার উপরে।

২

একদা সায়াহ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে,
করিতে ছিলেন সুখে সু-বায়ু সেবন;
দিনমণি ঝুলে ঝুলে বসিছেন পাটে;
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঞ্জিছে গগন;

৩

হঠাৎ জাগিল মনে স্বদেশ স্বঘর,
বন্ধু জন, মিত্রগণ, প্রিয় পরিবার ;
প্রিয়া সনে দেখা নাই পঞ্চম বৎসর,
না জানি কি দশা এবে হয়েছে তাহার।

৪

হায়রে কঠিন বড় পুরুষের প্রাণ!
অনায়াসে ফেলে আমি সাধ্বী রমণীরে,
বিদেশে পড়িয়ে করি অর্থের ধেয়ান,
সুখে খাই পরি, ভ্রমি সুরনদী তীরে।

৫

বড়ই কাতর হ'ল অন্তর তাঁহার,
বিশ্বের কিছুই আর ভাল নাহি লাগে,
আপনারে ধিক্কার দেন বার বার,
প্রিয়ার পবিত্র মুখ মনে শুধু জাগে।

৬

নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত প্রায় এলেন বাসায়,
সারা রাত হোলোনাক নিদ্রা আকর্ষণ,
শ্বশুর আলয় হতে আনিতে যায়ায়,
করিলেন প্রাতঃকালে ভৃত্যেরে প্রেরণ।

৭

কাশী থেকে সেই স্থান সপ্তাহের পথ,
অবিশ্রামে চলে ভৃত্য গদগদ চিতে,
উত্তরিল সাত দিন না হইতে গত,
বধূ ঠাকুরাণীদের বাপের বাড়িতে।

৮

তারে দেখে বাড়িশুদ্ধ আনন্দে মগন,
পরাণ পেলেন ফিরে বিয়োগিনী সতী,
বহিল শীতল অশ্রু, জুড়াল নয়ন,
দুখিনীরে স্মরেছেন প্রিয় প্রাণপতি।

৯

জনক জননী তাঁর, যতনে, আদরে,
করিলেন পথশ্রান্ত দাসের সৎকার ;
বসিলে সে সুস্থ হয়ে পানাহার পরে,
সুধালেন জামাতার শুভ সমাচার।

১০

কহিল সে "প্রভু মম আছেন কুশলে,"
আর তার সেথানেতে আসা যে কারণে ;
শুনিয়ে হলেন তাঁরা সন্তুষ্ট সকলে ;
পাঠালেন পর দিনে কন্যে তার সনে।

১১

কর্ত্তৃকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর,
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রূষা তাঁহায়,
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহের পর,
দিনান্তে পৌঁছিল আসি কাশীর সীমায়।

১২

কতই আনন্দ হ'ল দুজনের মনে!
এত যে পথের ক্লেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ,
তবু যেন বাড়ে বল প্রতি পদার্পণে,
হদ্দ আর মধ্যে আছে ক্রোশ দুই তিন;

১৩

হঠাৎ পশ্চিমে হ'ল মেঘের উদয়,
একেবারে হুহু কোরে জুড়িল গগন;
উঠিল ঝটিকা ঘোর প্রচণ্ড প্রলয়,
কল কল করিয়ে উড়িল পক্ষীগণ।

১৪

ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুতের ঝলা,
কক্কড়্ অশনির ভীষণ গর্জ্জন,
মম্মড়্ ভেঙে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ-রলা,
ছটাচ্ছট্ বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ।

১৫

দেখে সে প্রলয় কাণ্ড ভৃত্য হতজ্ঞান,
কিরূপে কর্ত্রীকে লয়ে উত্তরিবে বাসে,
ভেবে আর কিছু তার না পায় সন্ধান,
মাথা ধোরে বসিল সে প্রান্তরের ঘাসে।

১৬

ব্যাকুল হেরিয়ে তারে ধীরা ধৈর্য্যবতী
কহিলেন "কেন তুমি হইলে এমন.
উঠ বেটা, ভয় নেই, চল করি গতি!
এ বিপদে তারিবেন বিপদতারণ!"

১৭

হয়েছিল নফর চিন্তিত যাঁর তরে,
তাঁহারি মুখেতে শুনি প্রবোধ বচন,
দ্বিগুণ বাড়িল বল হৃদয় ভিতরে,
দাঁড়ায়ে করিল কোশে কোমর বন্ধন।

১৮

"চল মাঁয়ি ঠাকুরাণী! চল যাব আমি;
ঝঞ্ঝা ঝটিকারে করি অতি তুচ্ছজ্ঞান;
চাহিয়ে আছেন পথ আপনার স্বামী;
তাঁর তরে দিতে হ'লে দিই আমি প্রাণ।"

১৯

পরস্পর উৎসাহে উৎসাহী পরস্পরে,
ঝড়ের সঙ্গেতে বেগে করিল পয়ান,
দৃক্‌পাত নাই সেই দুর্যোগ উপরে,
অটল মনের বলে মহা বলবান্।

২০

যেরূপ বীরের ন্যায় করিছে গমন,
পথ হারাইয়ে যদি নাহি পড়ে ফাঁদে,
অবশ্য এ রাত্রে পাবে প্রভু দরশন;
বোধ করি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে।

২১

যে প্রকার মরুভূমে মায়া মরীচিকা
ভুলায়ে পথিকে ফেলে বিষম ফাঁপরে,
সেই রূপ অন্ধকারে বিদ্যুৎ লতিকা
ইহাদের দিশেহারা করিল প্রান্তরে।

২২

এই মাত্র আলো, এই ঘোর অন্ধকার,
মাঠেতে বেড়ায় ঘুরে চোকে ধাঁদা লেগে,
অটল সাহসীদ্বয় নিতান্ত নাচার!
ততই বিপাকে পড়ে যত যায় বেগে।

২৩

যতই হয়িছে ক্রমে যামিনী গভীর,
তততই বাদল-বেগ যা'তেছে বেড়ে ;
তোল্‌পাড়্‌ ত্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর,
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে।

২৪

মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা সয়,
যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা ;
নির্ভয় হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়,
ক্ষণপরে সেই স্থানে প্রাণে যাবে মারা !

২৫

অহহ মনের সাদ্‌ মনেই রহিল !
দেখা আর হোলোনাক প্রিয় প্রভু সনে,
প্রায় তাঁর কাছে এসে তাহারা মরিল,
তাহা তিনি জ্ঞাত নন এখন স্বপনে !

২৬

"ওহে ক্রুদ্ধ ভূতগণ, প্রাণ নেবে নাও !
রণস্থলে জান্‌ দিতে মোরা নাহি ডরি ;
প্রার্থনা, এ বার্ত্তা গিয়ে প্রভুকে জানাও !
রয়েছেন চেয়ে তিনি আশা পথ ধরি।"

২৭

নিশাদের শরাহত কুরঙ্গের প্রায়,
জীবনে নিরাশ হয়ে চায় চারি ভিতে ;
এক বার ঘুরে পড়ে, আর বার ধায়,
সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে।

২৮

বোধ হয় জ্বলে দূরে, ঘরের ভিতরে,
বায়ে কেঁপে কেঁপে যেন ডাকিছে নিকটে ;
ধাইল সে দিকে তারা উৎসুক অন্তরে,
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে।

২৯

যে ঘরের আলো সেই, সেটা থানা ঘর,
চ্যারাকেতে সল্‌তে জ্বলে টিনের লেণ্ঠানে ;
চার জন নেড়ে ব'সে তক্‌তার উপর,
খাটিয়ায় দেড়ে এক গুড়্‌গুড়ি টানে।

৩০

কেলেমুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে, চোক কুৎ কুৎ,
ঘাড়ে গদ্দানেতে এক, হাঁস্‌ফাঁস্ করে,
ভালুকের মত রোঁয়া, আস্ত মাম্‌দো ভূত,
নবাবের ঢঙে বসে ঠমকের ভরে।

৩১

বেঁকান জাম্‌দানি তাজ্‌ শিরের উপর,
গালভরা পান, পিক্ দাড়ি বয়ে পড়ে,
লতেছেন উৎকোচের হিসাব পত্তর,
মুখেতে না ধরে হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে।

৩২

এমন সময়ে সেথা পৌঁছিল দুজন,
সর্ব্বাঙ্গ সলিলে আর্দ্র, শ্বাসগত প্রাণ,
বলিল "রক্ষ গো ! মোরা নিলেম শরণ,
মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিত্রাণ।"

৩৩

দেখা মাত্র হিহি কোরে সবাই হাসিল,
কেহই দিলনা কাণ করুণ কথায়,
থানার বাহিরে এক ভাঙা কুঁড়ে ছিল,
হইল হুকুমজারি থাকিতে তাহায়।

৩৪

তখনো দেয়ার ভাব রয়েছে সমান ;
কুঁড়েতে বিরক্ত হয়ে গেল দুজনায় ;
কাপড় নিংড়িয়ে, সেই জল করি পান,
ভিতরে শুলেন কর্ত্রী নফর দাওয়ায়।

৩৫

শোবা মাত্র শিথিলিয়ে আসিল শরীর,
পর ক্ষণে হ'ল ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ;
এত যে ঝড়ের তোড়ে নড়িছে কুটীর,
তবু তাহে একটুও নাহিক চেতন।

৩৬

এইরূপে দুই জনে গভীর নিদ্রায়
অভিভূত হয়ে পোড়ে আছে ধরাতলে,
সজোরে বাজিল লাথি নফরের গায়,
পড়িল হাঁটুর চাপ চেপে বক্ষস্থলে।

৩৭

চম্‌কে ভৃত্য গোঁগোঁ কোরে নয়ন মেলিল,
দেখিল চেপেছে এক অস্ত্রধারী নেড়ে;
ধড়্‌মড়্‌ কোরে তারে আছাড়ে ফেলিল,
দাঁড়াল ঘোরায়ে লাঠি ঘর দ্বার বেড়ে।

৩৮

চেয়ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার,
বলেতে পশিতে চায় ঘরের ভিতরে;
কারো হাতে আলো, কারো লাঠি তরওয়ার!
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপরে।

৩৯

"রহ রহ" বোলে ভৃত্য হাঁকাইল লাঠি,
লাঠি খেয়ে আগুয়ান্ গুঁড়ো হয়ে গেল,
দেখে তাহা দুরাত্মারা শস্ত্র বস্ত্র আঁটি,
চারিদিকে ঘেরে একেবারে ধেয়ে এল।

৪০

যুঝিতে লাগিল দাস মহা পরাক্রমে,
"উঠ মাঁয়ি, রহডাকু," ঘন ঘন হাঁকে,
লাফায়ে লাফায়ে বেগে যবনে আক্রমে,
চৌ চোটে ধড়াদ্ধড়্ শুষে লাঠি ঝাঁকে।

৪১

হঠাৎ বাজিল বুকে অস্ত্র খরষাণ,
ঠিকরে পড়িল এসে ঘরের দ্বারেতে ;
"যাঁর জন্যে মরি, তাঁরে রক্ষ ভগবান্!
কেরে এ পাপেরা—" কথা রহিল মুখেতে।

৪২

কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল নারীর,
দেখিলেন সেই সব দুরন্ত ব্যাপার,
জ্বলিল ক্রোধাগ্নি হৃদে, কাঁপিল শরীর,
গ'র্জ্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

৪৩

সিংহী যদি গুহামুখে শিকারীকে দেখে,
যে প্রকার বেগে এসে করে আক্রমণ,
হুহুঙ্কারে বীরাঙ্গনা ছুটে কুঁড়ে থেকে,
অস্ত্র কেড়ে, করিলেন দেড়েকে ছেদন ।

৪৪

এক চোটে মুণ্ড তার হ'ল দুই চীর,
খিচিয়ে উঠিল দাঁত চিতিয়ে পড়িল,
ধড়্ফড়্ করে ধড়, নিকলে রুধীর,
ভিস্তির মতন প'ড়ে গড়াতে লাগিল ।

৪৫

যারা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ,
তাড়িলেন মুক্তকেশী পিছনে পিছনে,
মাঝপথে করিলেন কেটে খান্ খান্,
লাগিলেন চীৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে ।

৪৬

সে সময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে সকল,
পূর্ব্ব দিকে হইতেছে অরুণ উদয়,
ধরেছে প্রশান্ত ভাব ধরণী মণ্ডল,
যেন তাঁরি ভয়ে বায়ু ধীর হয়ে বয় ।

৪৭

চীৎকারে ভাঙ্গিল লোক কলকল স্বরে,
দেখিল মাঠেতে কাটা যবন ক জনে,
রক্তরাঙ্গা নারী এক, তরওয়ার করে,
শবের উপরে চেয়ে গর্ব্বিত নয়নে।

৪৮

সকলেরি ইচ্ছা তার জানিতে কারণ,
সাহস না হয় গিয়ে সুধাইতে তাঁয় ;
ভিড়েতে ছিলেন সেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
দূরে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায়।

৪৯

ধাইলেন উর্দ্ধশ্বাসে তাঁরে লক্ষ্য করি ;
হেরে সতী প্রিয় প্রাণপতিরে আসিতে,
ধেয়ে এসে আলিঙ্গিয়ে রহিলেন ধরি ;
লাগিলেন অশ্রুজলে উভয়ে ভাসিতে।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে বীরাঙ্গনা নামক
তৃতীয় সর্গ।

[এই সর্গের শিরোভূষণ সংগীতে শম্ভু ও নিশম্ভুর পরিবর্ত্তে শুম্ভ ও নিশুম্ভ, ৩য় কবিতায় পঞ্চম বৎসরের পরিবর্ত্তে পঞ্চ সম্বৎসর, ৬ষ্ঠ কবিতায় যায়ার পরিবর্ত্তে জায়া এবং ১১শ কবিতায় কর্ত্তৃ শব্দের পরিবর্ত্তে কর্ত্রী হইবে।]

চতুর্থ সর্গ।

——:*:——

নভোমণ্ডল।

"व्याप्य स्थिते रोदसी ।"

কালিদাস।

১

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগন মণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার ;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ প'ড়ে আছি এই ছাতের উপরে ;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জ্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ রসে উথলে হৃদয় ;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে ;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।

৫

হাসিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী ;
যেন মানসরোবর লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোলে সদা চকোরী লোলুপ !

৮

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী ;
ঢেকেছেন সর্ব্ব অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী ?

৯

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাজে,
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন ;
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারি দিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ।

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে ;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে।

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম ;
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন এক ডুরে ;
অথবা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর শিরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী ;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্লকী আকারা ;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
সর্ব্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্র সকল,
লাফায়ে লাফায়ে ওঠে লোভে জলধরে ;
তোল্‌পাড়্‌ কোরে করে ঘোর কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলে খেলা করে।

১৫

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ্জ, উদগ্র অশনি,
বেগ ভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার,
দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁবোঁ কোরে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে ;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে।

১৮

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
তোমার মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
যা এসে সম্মুখে পড়ে, কাটে খর ধারে ;

১৯

কিন্তু সে যখন ধায় ভেদিতে তোমায়,
পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পাছু হোটে ;
বুদ্ধি থাকা একতর বিপত্তির প্রায়,
অতি সূক্ষ্ম কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে।

২০

অহো কি আশ্চর্য্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার!
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা ;
এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার,
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা।

২১

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে নভোমণ্ডল
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ঝটিকার রজনী।

(১২৭৪ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক।)

"ভীষণম্ ভীষণানাম্।"

তত্ত্ববোধিনী।

১

এ কিরে প্রলয় কাণ্ড আজি নিশাকালে!
সেই সর্ব্বনেশে ঝড় উঠেছে আবার;
সমুদ্র উথুলে যেন ঘরের দেয়ালে,
পড়িছে গর্জ্জিয়া এসে বেগে অনিবার।

২

সোঁসোঁ সোঁসোঁ দমকের উপরে দমক,
খথ্ খড়্ খোলা পড়ে, কোঠা দুদ্দাড়্,
মানবের আর্ত্তনাদ ওঠে ভয়ানক,
লণ্ডভণ্ড চতুর্দ্দিক, বিশ্ব তোল্পাড়্।

৩

সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টির ঘোরঘটা,
তড়্তড়্ কশাঘাৎ ছাদে, ঘরে, দ্বারে,
উঃ কি বিকটতর শব্দ চটচটা!
হুলস্থুল তুমুল বেধেছে একেবারে।

যেন আজ আচম্বিতে দৈত্য দানাদল,
মত্ত হয়ে লাফাতেছে শূন্য মার্গোপরে;
ভূমণ্ডলে ধরি ধরি, করি কোলাহল,
ভাঁটার মতন নিয়ে লোফালুফি করে।

প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নভস্বান্!
বুঝি আজ ধরাধাম যায় রসাতল,
সুর নর যক্ষ রক্ষ সবে কম্পমান্,
ওলট পালট প্রায় গগন মণ্ডল।

৬

সাধে কি সেকালে লোকে পূজেছে পবন,
এর চেয়ে দেখিয়াছে তুমুল ব্যাপার.
ভয়ে আর বিস্ময়ে ঘুলিয়া গেছে মন,
স্তব্ধ হয়ে নমিয়ে করেছে নমস্কার।

৭

শোলার মানুষ গুলো কম ঠেঁটা নয়,
ফাঁনুষ ছুটাতে চায় তোমার হৃদয়ে,
কোথা তারা, আসুক্ বাহিরে এ সময়,
দাঁড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে।

৮

দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পড়িবে, মরিবে,
রহিবে মনের আশা মনেই সকল ;
হায় সেই আর্ত্তরাব কে আর শুনিবে!
চতুর্দ্দিকে কেবল তোমার কোলাহল।

৯

অহহ, এখন কত হাজার হাজার,
চারি দিকে মহাপ্রাণী হারাইছে প্রাণ!
এই শুনি আর্ত্তনাদ এক এক বার,
বোঁবোঁ শব্দে পুন তুমি পূরে দাও কাণ।

১০

অনল তোমার বলে দাউ দাউ দহে,
সমুদ্রের লাফালাফি তোমারি কৃপায়,
চলে বলে জীবলোক তব অনুগ্রহে,
তুমি বাম হ'লে সবে জীবন হারায়।

১১

বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ!
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুসুম কাননে
পশিয়ে, রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান,
চুম্বি চুম্বি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে?

১২

তুমিই না শোকার্ত্তের বিজন কুটীরে,
কাতর করুণ স্বরে শোক-গান গাও,
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে,
নয়নের তপ্ত অশ্রু মুছাইয়ে দাও?

১৩

তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়
"ঘুম্ পাড়ানী মাসীপিসী" গাও কাণে কাণে,
বুলাও ফুর্ফুরে হাত গুড়গুড়িয়ে গায়?
তাতেই তাদের চোকে ঘুম ডেকে আনে!

১৪

আজি কেন হেরি হেন ভীষণ আকার,
যেন হে তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূতে,
বাড়ী ঘর দুদ্দাড়্ করিছ চুর্ম্মার,
জীবজন্তু ঠায় ঠায় ফেলিতেছ পুঁতে।

১৫

মধুর প্রকৃতি যাঁর উদার অন্তর,
সহসা হেরিলে তাঁরে দুর্দ্দান্ত মাতাল,
যেমন হইয়া যায় মনের ভিতর,
তেমনি হতেছে হেরে তোমার এ হাল।

১৬

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
ঘুমায় আমার যাদু অবিনাশ মণি!
দেখোরে পবন এই উগ্র মূর্ত্তি ধরি,
করোনা বাছার কাণে কোলাহল ধ্বনি!

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে রজনী
নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

ঝটিকাসম্ভোগ।

"And this is in the night: Most glorious night!
Thou wert not sent for slumber!"

লর্ড বায়রন্।

১

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ্‌কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়্‌ফড়্।

২

"তাইতো বেধেছে এ যে কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
হয়েছে ভূকম্প নাকি, কেঁপে কেন ওঠে—
দেয়াল দেরাজ শেষ করে থথ্‌থর.
দুলিছে কি বাড়ী ঘর ঝড়ের ঝাপোটে?"

৩

তাহাই যথার্থ বটে, ভূকম্প এ নয় ;
যেই মাত্র ঝট্‌কা ঝড় আসে বেগভরে,
অমনি আমূল বাটী প্রকম্পিত হয়,
ঘর দ্বার জান্‌লা আন্‌লা থর্‌থর্ করে ।

৪

খাটে শুয়ে আছি, দেখ বন্ধ আছে ঘর,
তবুও দুলিছে খাট লইয়ে আমায় ;
বেশ তো, রয়েছি যেন বজ্‌রার ভিতর,
ঢল ঢল করে তরী লহরী-লীলায় !

৫

"আশ্বিনে ঝড়ের দিনে দুপর বেলায়,
দুলে উঠে ছিল সব শুদ্ধ এই পাকে !
ভাবিলেম তখন দুলিছে কল্পনায়,
যথার্থ দুলিলে কোঠা কতক্ষণ থাকে !

৬

"সে ভ্রম সম্পূর্ণ আজি ঘুচিল আমাব ;
মৃদুল হিল্লোলে দোলে পাদপ যেমন,
প্রচণ্ড বাত্যার ধাক্কা খেয়ে অনিবার
ভূধর অবধি পারে দুলিতে তেমন ।"

৭

রেখে দাও ভূধর, ভূধর কোন্ ছার,
ভূপৃষ্ঠের যে ভাগে বাজিছে এই ঝড়,
সেই ভাগ অবশ্য কাঁপিছে বারবার ;
নহিলে কি বাড়ীঘর করে ধড়্ফড়্ ?

৮

"সত্যি না তামাসা, এ তামাসা এল কিসে !
কিম্বা ঝড়ে বাড়ী যার দুলে প'ড়ে মরে,
সে কি না তরঙ্গে তরী দোলায়ে হরিষে,
আনন্দে দুলিছে বসি তাহার ভিতরে !!"

৯

দুলুক্ উড়ুক্ আর, তাহে ক্ষতি নাই,
কিছুতেই তোমার কাঁপেনা যেন বুক ;
কাকুতি মিনতি ভাই শুনিতে না চাই,
নাহি যেন কোরে বোস কাচুমাচু মুখ।

১০

বহুক্ বহুক্ বাত্যা আপনার মনে,
এস প্রিয়ে মোরা কোন অন্য কথা কই ;
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই বনে,
ঘরের ভিতরে কেন ভয়ে ম'রে রই ?

১১

"কি ভয় আমার, আমি তোমার সঙ্গিনী,
তুমি যা করিবে নাথ, তাহাই করিব ;
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি ;
এখানে বসিয়ে থাক, বসিয়ে রহিব।"

১২

দেখিতেছি মনে তুমি পাইয়াছ ভয়,
আমার কথায় আছ কাষ্ঠ ধৈর্য্য ধরি,
ধক্ ধক্ ঘন ঘন নড়িছে হৃদয়,
নিশ্বাস পড়িছে দীর্ঘ উপরি উপরি।

১৩

"এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে,
বুকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাঁৎ ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকেনাক প্রাণে।

১৪

"বাছারে দুদের ছেলে অবিন্ আমার,
কিছুই জাননা যাদু কি হয় বাহিরে,
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
গর্জ্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইছে ফিরে!"

১৫

হা ভীরু, হইলে দেখি বিষম উতলা !
গোলকোরে ছেলেটীর ভাঁঙাইবে ঘুম্ ?
যুক্তি কথা বোঝনা কেবল কলকলা,
ঝড়ের অধিক তুমি লাগাইলে ধুম্।

১৬

"আমি হে অবলা, তাই হইয়াছি ভীতা,
ভীতু বোলে কেন আর কর অপমান !
যে ঝড়ে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা,
সে ঝড়ে আমার কেন কাঁপাবে না প্রাণ ?

১৭

"বল দেখি এ দুর্জ্জয় ঝড়ের সময়ে,
বোসে এই তেতলার টঙের উপর,
কোন্ রমণীর ভয় হয় না হৃদয়ে ?
কত কত পুরুষের কাঁপিছে অন্তর।"

১৮

এবার দিয়েছ দেখি কবিত্বেতে মন,
চলেছে পদের ছটা কোরে গগ্‌গড়্;
আঁটিয়া উঠিতে আমি নারিব এখন;
সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড় !

১৯

"কবিরা অমন ঠেশ জানে নানা তর,
যাহার যেটুকু পুঁজি নাড়া দেয় তার;
কেবল ভামিনী নহে গর্ব্বে গরগর,
পুরুষেরো আছে সখা বেতর ঠ্যাকার।

২০

"ক্রমেই দেখ না নাথ বেড়ে গেল ঝড়,
এখানে থাকিতে আর বল কোন্ প্রাণে;
বুকেতে ঢেঁকীর পাড় পড়ে ধদ্ধড়্,
চৌদিকের কোলাহলে তালালাগে কাণে।

২১

"ঝঝ্ঝড়্ ঝঝড় ঝড়ের ঝঝ্ঝড়ি,
খখ্খড় খখড়্ খাব্রেল্ খখ্খড়ে,
তত্তড়্ ততড়্ বৃষ্টির তত্তড়ি,
দুদ্দুড়্ দুদুড়্ দেয়াল দুলে পড়ে।

২২

"ভয়েতে আমার প্রাণ যাইছে উড়িয়া,
আপত্তি করোনা আর দোহাই দোহাই;
ধীরে ধীরে অবিনিরে বুকেতে করিয়া,
তড়বড়ি নেমে চল নীচেতে পালাই।"

২৩

রোসো তবে একটু আর, থ'মো, দেখি দেখি,
বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার ;
বিপদ এড়াতে পাছে বিপদেই ঠেকি,
যেমন ঝড়ের ঝট্‌কা, তেমনি আঁধার।

২৪

কে জানে কি ভেঙে চুরে পড়িছে কোথায়,
হয় তো প্রাচীর এসে পড়িবেক ঘাড়ে,
নয় তো উঠিব গিয়ে ইঁটের গাদায়,
টাল্‌খেয়ে ছেলেশুদ্ধ পড়িব আছাড়ে।

২৫

তার চেয়ে হেথা থাকা ভাল কিনা ভাল,
আপনার মনে তুমি ভেবে দেখ প্রিয়ে,
লেণ্ঠান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো,
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিরেতে গিয়ে।

২৬

আমরা তো ব'সে আছি রাজার মতন,
নূতন-গাঁথন দৃঢ় কোঠার ভিতর ;
না জানি বহিছে বাত্যা করিয়া কেমন,
দুখীদের কুটীরের চালের উপর।

২৭

আহা তারা কোথা গিয়ে বাঁচাইবে প্রাণ,
ছেলে পুলে নিয়ে এই ঘোর অন্ধকারে ;
এ দুর্যোগে কে এসে করিবে পরিত্রাণ,
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লয়ে আপনারে !

২৮

যাহারা এখন হায় জাহাজে চড়িয়া,
ঘূরিতেছে সমুদ্রের তরঙ্গ চড়কে ;
জানি না কেমন করে তাহাদের হিয়া,
এ দুরন্ত ঝটিকার প্রচণ্ড দমকে !

২৯

হয় তো তাদের মাঝে কোন কোন ধীর,
বসিয়া আছেন বেশ অটল হৃদয়ে ;
আমরা এখানে প্রিয়ে হয়েছি অস্থির,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে প্রাণ মরণের ভয়ে !

৩০

অয়ি ধীরা, কোথা তব সে ধৈর্য্য এখন,
যার বলে স্থির থাক বিপদে সম্পদে ;
নিশি যাবে নিরাপদে দৃঢ় কর মন,
অধীর হইলে ক্লেশ বাড়ে পদে পদে

৩১

অবিন্ আমারো প্রাণ, প্রিয় বংশধর,
অমঙ্গল ভাবিতেও ফেটে যায় হিয়ে ;
ভাঙ্গিয়া পড়িবে ঘর উহার উপর,
আমি কি তা চুপ্‌কোরে দেখিব বসিয়ে ?

৩২

আমরা এ ঘর প'ড়ে যদি মারা যাই,
ওপারের সখাও সেথায় মারা যাবে ;
ত্রিশূন্যে তাহারো ঘর ঠেকা ঠেশ নাই,
কে তাঁরে দেখায়ে ভয় সহজে নামাবে ?

৩৩

আমারো দিদির দশা দেখ দেখি ভেবে,
তাঁদেরো তো ঘরগুলি কম শূন্যে নয় ;
যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যান্ নেবে,
উপর পড়িলে নীচে জীবন সংশয়।

৩৪

অমন মধুর, আহা অমন উদার,
প্রাণধন মিত্র সব যদি চ'লে যায় ;
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ সুখ সংসার ;
কি লয়ে ধরিব প্রাণ বিজন ধরায় !

৩৫

একা ভেকা হয়ে আমি বাঁচিতে না চাই,
মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি ;
যত খুষি ঝোড়, ঝড়ি ! লাফাই ঝাঁপাই,
মরীয়া মেজাজ মোর, তোরে নাহি ডরি।

৩৬

আশ্বিনে ঝড়ের * মাঝে জন্মিল অন্তরে
নিসর্গের উগ্র মূর্ত্তি দর্শন লালসা ;
সেই মহা কৌতূহল সমাবেগ ভরে,
বাটীর বাহির হয়ে ধায়িনু সহসা।

৩৭

উঃ যে প্রচণ্ড কাণ্ড হেরিনু তখন !
কথায় বুঝান তাহা বড়ই কঠিন ;
চিত্রিতে নারিলে স্পষ্ট, কষ্ট পায় মন ;
তাই পাকে সে কথা তুলিনি এত দিন !

---

* ১২৭১ সাল, ২০এ আশ্বিন বেলা এগারটার সময় যে ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইয়া বেলা পাঁচটার পর শেষ হয়, তাহার নাম আশ্বিনে ঝড়।

৩৮

যেই মাত্র দাঁড়ায়েছি সদর রাস্তায়,
দুধারে দুলিতে ছিল যত বাড়ী ঘর,
হুড়মুড়, কোরে এল গ্রাসিতে আমায়;
বোঁবোঁ কোরে ইটে কাঠে ছায়িল অম্বর!

৩৯

ছুটিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটোদ্দেশে,
পোড়ে উঠে লুটে লুটে ঝড়ের চক্কায়,
ক্রমিক পিছনে যেন তোড়ে বান্ এসে,
ফেনার মতন মোরে মুখে কোরে ধায়।

৪০

মাথার উপর দিয়ে গড়ায়ে তখন,
বৃষ্টি মেঘ ইট কাঠ একত্তরে জুটে,
ধেয়েছে প্রচণ্ড, চণ্ড বেগে বন্ বন্,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন চলিয়াছে ছুটে।

৪১

ঘাটে গিয়ে দেখি, তার চিহ্ন মাত্র নাই,
কেবল অসংখ্য নৌকা পোড়ে সেই স্থানে
গাদাগাদি কাঁদাকাঁদি কোরে এক ঠাঁই,
রহিয়াছে স্তুপাকার পর্ব্বত প্রমাণে।

৪২

নৌকার গাদায়—কাঠ খড়ের গাদায়,
হামাগুড়ি টেনে আমি উঠিনু উপরে ;
দাঁড়ালেম চেপে ভর দিয়ে দুই পায়,
বাম হস্তে দৃঢ় এক কাষ্ঠদণ্ড ধ'রে।

৪৩

উত্তাল গঙ্গার জল গোর্জ্জে কল্ কল্,
চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোল্‌পাড়্,
বোঁবোঁ কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল,
ঘুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড়।

৪৪

মর্ম্মড়্ মাস্তর ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে ;
ডেক্ কাম্‌রা চূর্ম্মার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ ;
মাল্লা সব কাটাকই ধড়্‌ফড়ে রড়ে ;
"হাল্লা, লা, লা, হেল্‌প্ হেল্‌প্ হেল্‌প্!"

৪৫

প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিয়া শুনিয়া,
বিস্ময়ে বিষাদে খেদে ভেরে এল মন,
শরীর উঠিল প্রিয়ে ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া ;
নেত্রপথে ঘূরিতে লাগিল ত্রিভুবন।

৪৬

তখন আমার এই বুকের পাটায়,
যাহা তব চিরপ্রিয় কুসুম শয়ন,
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমায়,
বাজিতে লাগিল ঝড় বজ্রের মতন।

৪৭

ছাতি যেন ফাটে ফাটে, শুয়ে পড়ি পড়ি,
হাতে পায়ে পাশে খাল ধরিতে লাগিল
হঠাৎ দমক এক এসে দড়বড়ি,
পুত্তলির মত মোরে ছুড়ে ফেলে দিল।

৪৮

একি একি, প্রিয়ে তুমি কাতর নয়ানে,
কেন কেন করিতেছ অশ্রু বরিষণ;
দেখ আমি মরি নাই, বেঁচে আছি প্রাণে;
করুণায় আর্দ্র তবু কেন তব মন!

৪৯

অয়ি আদরিণী, মনোমোহিনী আমার,
নয়ন শারদ শশী, হৃদয় রতন!
অতীতের দুখ মম স্মরোনাক আর,
ধুয়ে ফেল ম্লান মুখ, মুছ বিলোচন!

৫০

পুন সেই সুমধুর স্বর্গীয় সুহাস,
খেলিয়া বেড়াক্ ওই পল্লব অধরে ;
ভাসুক্ ঊষার চারু তৃপ্তিময় ভাস
বিকসিত কমলের দলের উপরে।

৫১

"বুঝিহে প্রভাত নাথ হ'ল এতক্ষণে ;
ওই শুন মানুষের কলরব ধ্বনি ;
বাতাসেরো ডাক আর বাজেনা শ্রবণে ;
কার মনে ছিল আজ পোহাবে রজনী !

৫২

"তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়,
শান্তিময়ী ঊষার ললাট আলো করি !
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়,
তাঁর মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ধরি।

৫৩

"এত যে ধরণী রাণী পেয়েছেন দুখ,
হারাইয়ে তরু লতা চারু আভরণ ;
তবুও হেরিয়ে আজি অরুণের মুখ,
বিকসিত হবে তাঁর বিষণ্ণ আনন।

৫৪

"পবনো তাঁহারে হেরে যাবে চমকিয়া,
আপনার দোষ বেশ বুঝিতে পারিবে ;
ভয়ে লাজে খেদে দুখে মরমে মরিয়া,
ধীরে ধীরে চারিদিকে কেঁদে বেড়াইবে।

৫৫

"হায় অভাগিনী, কেন আপনা পাসরি,
করিলেম কথা কাটাকাটি মুখে মুখে,
আহা ক্ষমা কর নাথ, ধরি করে ধরি,
না জানি কতই ব্যথা পেয়েছ হে বুকে!"

৫৬

একি প্রিয়ে! কেন হায় পাগলিনী প্রায়,
মিনতি বিনতি মোরে কর অকারণ!
কই তুমি কিছুই তো বলনি আমায়,
কয়েছ সকল কথা কথার মতন।

৫৭

অয়ি! অয়ি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনী!
তব সুললিত সেই বীণার ঝঙ্কার,
যেন প্রবাহিত হ'য়ে সুধা-প্রবাহিনী,
পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার।

৫৮

বস প্রিয়তমে, তুমি অবিনের কাছে ;
যাই আমি দেখি গিয়ে ছাতের উপর ;
চারি দিক না জানি কেমন হয়ে আছে
এই ঘোর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে ঝটিকাসম্ভোগ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

[এই সর্গের ৮ম কবিতায় "আনন্দে দুলিছে বসি"র পরিবর্ত্তে 'দুলিছে দোলায় বসি' হইবে।]

—*—

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

পরদিনের প্রভাত।

(১২৭৬ সাল, ১৭ই কার্ত্তিক)

"हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वं।"

বাল্মীকি।

১

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেঁশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিবিন্দু হ'য়েছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ;

২

হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি
পবন-দুর্দ্দান্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার,
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হ'য়ে ভ্রান্তমতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিষণ্ণ বদন।

৩

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্ন-ভিন্ন কেশ বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন-কমলে,
বুঝি আর দেহে এঁর নাহিক জীবন।

৪

দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন-বদনে,
স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিরল অশ্রুজল বহিছে নয়নে;
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে

৫

হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ,
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন,
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন!

৬

কি কাণ্ড করেছ রে রে দুরন্ত বাতাস!
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন।

৭

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা,
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল-বদনে ;
আজ ওরা লণ্ডভণ্ড, চুর্‌মার করা,
হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে !

৮

এ কি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরি,
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন স্থন্দর !
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ ভূষা পরি,
যেমন রূপসী ক'নে সাজে মনোহর ;

৯

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে একেবারে,
প্রাণ ত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায় !
সাধের বাসর-ঘরে কোন্ দুরাচারে,
এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় !

১০

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরিব বেচারা,
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত !

১১

কাল তারা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্নজল চিরকাল তরে ;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয়-অন্তরে।

১২

এখনো ধাইছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া-মায়া নাই কি গো তোমার হৃদয়ে !
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে !

ইতি নিসর্গসন্দর্শন-কাব্যে প্রভাত-নামক
সপ্তম সর্গ।

———

সমাপ্ত ঃ

বন্ধুবিয়োগ।

বন্ধুবিয়োগ।

প্রথম সর্গ।

—————

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

গ্রে।

কোথা প্রিয় পূর্ণচন্দ্র কৈলাস বিজয়,
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, মিত্র সহৃদয়!
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে.
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্ল বদনে।
না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল,
কহিতে মনের কথা খুলিয়ে সকল।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিতে আন।

একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ।
মনের দেহের বল সকলের সম,
আমরা ছিনু না প্রায় কেহ বেসি কম।
কেহ যদি কোন খানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত।
তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতীকার তরে,
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা।
স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে,
সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হোহো কোরে হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃত্তি আছে, ধুম বাড়ে আরো,
ডুবাডুবি লুকাচুরি খেল যত পার।
দিবসের পরিণামে ভাগীরথী তীরে,
ক জনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে।
ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর-
হিল্লোলে জুড়ায়ে যেত অন্তর শরীর।

অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকর,
হেরিতেম পশ্চিমের শোভা মনোহর।
জাহ্নবীতরঙ্গে রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে,
নাবিকেরা দাঁড় টানে গান গেয়ে গেয়ে।
চিনের বাদাম কিনে মাজখানে ধোরে,
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন কি দিন, হায় এ দিন কি দিন !
পূর্ণচন্দ্র ! ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া গুণে,
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর দুখ শুনে।
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার,
কোরে গেছ তবু বহু পর উপকার।
সেই দিন, চির দিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।
নটার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সে দিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান ;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল !
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়,
বস্ত্র নাই, কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায় !
থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।

দুর্দ্দশা দেখিয়ে কেঁদে উঠিল পরাণ,
পরিধান বস্ত্র তার করে করি দান,
ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
আব্রুর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
সেই দিন চির দিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন!

বিজয়! তোমার ছিল অপূর্ব্ব নম্রতা,
শ্রবণ জুড়াত শুনে সে মুখের কথা।
(যার ঘরে গেছে, "কুইনের মাথা কাটা,"
সেই যেন হয়ে আছে গর্ব্বে ফুটিফাটা।
ফেটিঙে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে।
চড়িয়ে বসেছে নেড়ে মাথার উপর,
ঘোড়ার বায়ুর গন্ধ ওড়ে ভর্ ভর্।
রুমাল নাকেতে দিয়ে রসের ছোকরা,
বারাণ্ডার পানে চেয়ে করেন ন্যাকরা।
'সুখের পায়েরা' বসি পাপোশের কাছে,
কতক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধরে আছে।

মরে যাই বাবুজীর লইয়ে বালাই,
এমন সরেস শোভা আর দেখি নাই!)
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান,
আজো আছে অল্প যুবা বঙ্গে বর্ত্তমান।
তথাপি বিনয়-ফুল-ভরেতে নমিয়ে,
লতার মতন ছিলে মাটিতে মিশিয়ে।
বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মান,
অহঙ্কার কখন বিনয় হ'তে চান।
এ বিনয় অন্তরের, সে বিনয় নয়,
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়।
আহা সেই মুখ মনে প'ড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্মগ্রন্থি কাটে!
ওহে ভাই বিজয় বিনয়বিভূষণ!
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ,
যার পূর্ব্ব রজনীতে তোমার ভবনে,
ছাতে বসি হাসি খেলি সুখে চারি জনে।
যামিনী দ্বিযাম গত, নিস্তব্ধ ভুবন,
মুখের উপরে শোভে চাঁদের কিরণ।
সমদুখসুখ কম্ম বান্ধবে বসিয়ে,
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কবাট খুলিয়ে,
করিতে করিতে যেন সুধা আস্বাদন,
কহিতেছি মন-কথা হয়ে নিমগন।

কথায় কথায় কত সময় অতীত,
তোমার শক্রর নাম হ'ল উপস্থিত।
তোমারও শক্র ছিল? হায় কি বালাই!
তবে নাকি বোবার কেহই শক্র নাই?
মনে যারা বলি দেয় হিংসার খর্পরে,
গায়ে পড়ে এসে তারা শক্রতাই করে।
তুমিতো শক্রকে "সে সে" বলনি কখন,
হৃদয়ের গুণে "তিনি" বলিলে তখন।
"তিনি" শুনে চোটে গিয়ে বলিল কৈলেস,
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেষ।
তাকে আবার "তিনি তিনি" কি ভালমানুষি
ওকে কিরে সার বলে, অপদার্থ ভুসি!
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে,
"মান্য কোরে বলিনিতো, অভ্যাসেতে এসে।
কথায় কথায় বহুক্ষণ হয় নাই,
এক ছিলিম্ আমি ভাই তামাক খাওয়াই।"
তমাক সাজিয়ে দেখ হুঁকা গেছে বুঁজে,
ছাতময় বেড়াতে লাগিলে কাঠি খুঁজে।
আমি বলিলেম বিজু কাটি খোঁজা থাক্,
খান্সামা ডেকে, বল আনুক্ তামাক্।
যাহার যে কর্ম্ম তাহা তাহাকেই সাজে,
অন্যেরে করিতে হলে যেন লাঠি বাজে।

আমারে বলিলে তুমি "খেটে সারাদিন,
নিদ্রার সাগরে ওরা হয়েছে বিলীন।
আমারে ঘুমের ঘোরে যদি কেহ তোলে,
বড়ই বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বোলে।
আরো ভাই, নাহি হেন, যাহা আমি নারি,
এর চেয়ে বেসি বল, এই দণ্ডে পারি।
কি হুকুম বল, দাস আছে উপস্থিত,
শিরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত।"
আমি বলিলেম এই নম্র ব্যবহারে.
করিলে বড়ই খুসি বিজয় আমারে।
দয়া আর নম্রভাবে খুসি হইলাম,
রাখিলাম তোমার "বিনয়ী মিত্র" নাম।
আজি হ'তে এই নামে ডাকিব তোমায়,
পাঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথায়।
　　কহিতে হইলে কথা উমি লোক নিয়ে,
ভাবিয়ে কহিতে হয় বানিয়ে বানিয়ে।
বন্ধুর সঙ্গেতে কিন্তু সামান্য কথায়
কত কথা হয়, যেন স্রোত বোয়ে যায়।
এমনি ভাবেতে কথা চলেছে তখন,
কারো ঠিক্ নাই তাহা ফুরাবে কখন।
দুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়,
লাঠালাঠি করিলেও নড়িতে না চায়।

সুখের সময় কিন্তু পাখা যেন পায়,
তীরের মতন বেগে উড়ে চোলে যায়।
সকল সময় গেছে কথায় কথায়,
ঠিক নাই, এই যেন বসেছি হেথায়।
আমাদের অপেক্ষায় সময় কি রয়,
ক্রমে উপস্থিত হ'ল প্রভাত সময়।
গুড়ুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কানে,
চট্‌কা ভেঙে পরস্পরে চাই মুখ পানে।
কৈলাস কহিল,"সুখে পোহাল যামিনী,
কিন্তু দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী।
আলুথালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে,
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
কার সাধ্য কাছে যায়, হাত দেয় গায়,
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপায়।
মহা সত্য বল, সে কি কান দেয় তায়,
সেইটাই সত্য, যেটা তার মনে গায়।
সখ্য কি অমূল্য ধন এতিন ভুবনে,
অহৃদয়া রমণী তা বুঝিবে কেমনে।
টাকা আনা ছাড়া আর কিছু কোরোনাক,
সারা দিন সারা রাত কোলে ক'রে থাক।

যাহা কবে, সায় দিবে ; ঠোনা খেয়ে হাস ;
তবেতো বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন,
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্ব্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড যদি খোলা পায়,
কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে।
এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার ?”

পূর্ণচন্দ্র বলিল “কি বলিলে কৈলেস ?
সহৃদের মত কথা কয়েছ তো বেশ !
নিতান্ত নির্ব্বোধ মত একগুঁয়ে হয়ে,
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বলহে ক জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনী যাপন ?
কেন্নুই খেলিছে দুই চোকের কোটরে,
উগরে বিট্‌কেল গন্ধ মুখের গহ্বরে,
চোপ্‌সান গাল দুটো বিশ্রী বেহাকার,
কালিঢালা ঠোঁট দুটো লোহার দুয়ার,
দাঁতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে,
দেখিলে বিকট ভঙ্গি গায়ে জ্বর আসে।

আস্তো নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন,
ক জন না করে তায় বদন অর্পণ ?
কেহ যেথা মলমূত্র ত্যাগ কোরে যায়,
ছিছি অন্যে সেথা পাত পেড়ে ভাত খায় !
যা হোক্ লোচ্চার নাই ততটা চাতুরী,
মারে না পরের বুকে বিষ ষাণা ছুরী।
কিন্তু যাঁরা দৃশ্যে যেন নিতান্ত সুবোধ,
যেন জয় করেছেন লোভ কাম ক্রোধ।
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার,
চাপল্য মাত্রই নাই, গম্ভীর আকার।
তামাকুটি পর্য্যন্ত কভু ভুলেও না খান্,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান্।
ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই।
তাঁহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে,
অবাক্ হইবে, যেন কোথায় আইলে।
বালির ভিতরে নদী বিষম কার্খানা,
তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ হয় না ঠিকানা!
মিট্‌মিটে, ভিংভিতে, নাটের গোসাঁই,
অন্তরে পর্ব্বতে ঘা, মুখে রা নাই!"
আমি বলিলেম এ কথাও ভাল নয়,
সহৃদয় হয়! আজি কেন নিরদয়!

সরলা বঙ্গের বালা, ছলা নাহি জানে,
পতিপ্রাণা ব'লে তাই মজে অভিমানে।
পতিই সর্ব্বস্ব ধন, পতি ধ্যান জ্ঞান,
পতির বিরাগে যায় বিদরিয়ে প্রাণ।
নাহি শাস্ত্র-আলোচন, শাস্ত্র-বিনোদন,
বোসে থাকে গৃহকর্ম্ম করি সমাপন।
চাতকীর প্রায় পথ তাকাইয়ে রয়,
যেখানে যতন, থাকে সেই খানে ভয়।
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন,
সুদীর্ঘ সময় তারা করিবে যাপন?
নিকটে থাকিলে পতি মনসুখে থাকে,
তাই সদা আলয়ে রাখিতে চায় তাঁকে।
আপনার অন্য বন্ধু দেখিতে না পায়,
অন্য বন্ধু পতিরো, দেখিতে নাহি চায়।
স্বচ্ছন্দে পূরিয়ে রেখে তাদের গারোদে,
বন্ধু লয়ে মাতি মোরা বাহিরে আমোদে।
বিরূপ ব্যাভার হেন সহিবেক কেন,
তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন?
আঁপনার বেলা যাহা সহা নাহি যায়,
অনাসে সহিবে তাহা পরের বেলায়?
হয় ছেড়ে দাও, তারা বেড়াক্ সমাজে,
বাছিয়া নিযুক্ত হোক্ মনোমত কাজে;

নয় কোলে কোরে তুমি ঘরে বোসে থাক ;
দু দিকের যাহা ইচ্ছা এক দিক্ রাখ।
কেবল গায়ের জোরে সব নাহি চলে,
গা-জোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে।
তোমার দয়ার কাজ সদা দেখি ভাই,
অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই!
পূর্ণ হে, দিওনা গালি বারবনিতায়,
ভাবিলে তাদের দুখ বুক্ ফেটে যায়।
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে,
সকলেই ঘৃণা করে তাহাদের নামে।
গৃহসুখ, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ,
জনমের মত তারা সে সুখে বিমুখ।
যার তরে দিয়ে ছিল কুলে জলাঞ্জলি,
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।
কি করিবে অভাগিনী চারা নাহি আর,
করিছে পেটের দায়ে প্রেমের পসার।
সকের সামগ্রী লয়ে পেশাদারি করা,
বাধ্য হয়ে বেগানা লোকের গলাধরা!
হয়েছে তাদের যেন ভাগ্যের লিখন,
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন!
রাত্রিকাল সকলেরি শান্তির সময়,
সুখে শুয়ে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয় ;

কিন্তু হায় শান্তি নাই তাদের হৃদয়ে,
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশয়ে।
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে,
অঙ্গরাগ-রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে।
মনে সুখ নাই, মুখে হাসি আসে নাই,
তবুও জোগাতে মন হাসি আসা চাই।
গুরম্বা, মাতাল, চোর, ছেঁচড়, নচ্ছার,
দয়া কোরে যে আসিবে হ'তে হবে তার।
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে,
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে!
হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন,
নয় শেষে ভিক্ষা মেগে করিবে ভ্রমণ।
এমন কৃপার পাত্র যাহারা সবাই,
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই!
বটে তারা সমাজের নরকের দ্বার,
সমাজ করে না কেন তাহা পরিষ্কার?
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই?
ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে ভাতে,
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে;
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোষ নাহি রয়,
মেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।

একেবারে কোরে দেয়্ গৃহের বাহির,
যেথা ইচ্ছে চোলে যাক্ হইয়ে ফকির।
এত বড় দুনিয়ায় অত টুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কূল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন,
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!
কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাতে,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে।
বল পূর্ণ, এ পাপের কে হইবে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যাগী?
অনাসে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কত দিন আর, হায় কত দিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার!
মান নিয়ে ধুয়ে খাও, বৃথা মান কেন?
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুষি জেন।
স্বভাবে দুর্ব্বল ভাই মানুষের মন,
অনাসেই হতে পারে তাহার পতন।
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে,
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।

সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে,
নরকে নামায়ে দাও সিঁড়ি থরে থরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি,
আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে,
যথার্থ বীরের ন্যায় মনসুখে রবে।
যে দিন এমন হবে সমাজ-সংস্থান,
সেই দিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান!
কামান পড়ার পর মোরা তিন জনে,
এই মত কত কথা কই একমনে।
তোমার মুখেতে কিন্তু নাহিক বচন,
আর কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন।
বিদায় হইতে চাই, নিকটে তোমার,
নিরখিয়ে দেখিলেম সম্পূর্ণ বিকার।
আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন,
অবিরল অশ্রুজলে ভাসে দু নয়ন।
সুধালেম, বল কেন সহসা বিজয়,
নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাব হইল উদয়!
কি হ'লো ইহার মধ্যে, কেনই এমন
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন!

দাওহে বিদায় ভাই হাসিখুসি মনে,
হেসেখুসে চলে যাই যে যার ভবনে।
ওই দেখ হইয়াছে অরুণ উদয়!
প্রশান্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময়।
ওই দেখ সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অরুণের আলো হেরে হর্ষে ঢল ঢল।
তীরভূমে বিকসিছে কুসুম কানন,
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত পবন।
লোলুপ ভ্রমর সব গুন্ গুন্ স্বরে,
ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি সুখে গান করে।
গাছে গাছে পাখী সব হয়ে একতান,
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান।
তোমার ময়ূর ওই পাকম ধরিয়ে
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ডাকিয়ে।
ওই দেখ মাথার উপরে গান গায়,
ও সব কি পাখী ভাই, শ্রেণী বেঁধে যায়?
আলোময় হইয়াছে সকল ভুবন,
কেমন সেজেছে দেখ দিগঙ্গনাগণ।
বড় সুখময় সখা প্রভাত সময়,
এ সময়ে সকলেরি মনে সুখ হয়।
হেতা হ'তে যার সুখ গেছে একেবারে,
এ সময়ে তারো মনে সুখ হ'তে পারে।

কথাভঙ্গ কোরে তুমি বলিলে আমারে,
“না, না, দাদা তাহা কভু হতে নাহি পারে।
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আমার,
তাই ভাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বার বার।
আর আমি বাঁচিব না, বুঝেছি নিশ্চয়,
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়।
কদিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদাই,
যেন ভাই আপনারে হারাই হারাই।
তুমি তো বলিছ দাদা সব দেখ সুখ,
আমি কিন্তু যাহা দেখি, সব যেন দুখ।
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক,
আজ্ অব্ধি হ'লো হায় জনমের শোধ!
আজ্ অব্ধি প্রণয়ের পঙ্কজিনী রোধ!
আলিঙ্গন দাও ভাই সকলে আমায়,
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায়।
এক এক বার ভাই করো সবে মনে,
একজন স্নেহদাস ছিল ও চরণে।
পদধুলি দাও দাদা আমার মাথায়,
ভিক্ষা চাই, ভাই মনে রেখহে আমায়!
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে,
দর দর নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলে।

সহসা হেরিয়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হ'ল না আমার।
যাহা হোক, দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
স্নেহ ভরে করিলেম বদন চুম্বন।
"ওই ভাই দেখ চন্দ্র অস্তাচলে যায়!
আমারো প্রাণের আলো নেবো নেবো প্রায়।"
সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে,
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে,
মাতালের মত ভাব, স্খলিত চরণ,
শেষ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন।
ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ!
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ।

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয়
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

—০:(০):০—

"गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव।"

কালিদাস।

কৈলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়,
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয়।
এ দিকে যেমন ছিল সুকোমল ভাব,
উদিকে তেমনি ছিল অধৃষ্য প্রভাব।
এ দিকে সচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে,
হাসিখেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে।
উদিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন,
গম্ভীর হ্রদের সম গম্ভীর বদন।

সকলে করিতে তুমি অভেদ সম্মান,
ধনী লোক, দুখী লোক, ছিল না এ জ্ঞান।
খোসামোদ নাহি লতে পরাণ থাকিতে,
পরাণ থাকিতে তাহা কারো না করিতে।
যে তোমারে আগে এসে করিত আদর,
যথেষ্ট করিতে তুমি তার সমাদর।
তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন,
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাষণ;
তা হ'লে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পমান,
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ্দান।
যে কেন হউন্ যাঁর চরিত্র যেমন,
মুখের উপরে তাঁর করিতে বর্ণন।
কার সাধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়,
পৃথিবীতে কার নাই মরণের ভয়?
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক,
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক।
আপনার দোষ গুণ যেন তুলা ধোরে,
প্রকাশিতে যথাযথ লোকের গোচরে।
এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কুণ্ঠিত,
সত্যের প্রভাবে মন সদা প্রজ্জ্বলিত।
মনের ভিতরে এক, মুখে বলা আর,
কখন দেখিনে তব এমন ব্যাভার।

না জনিতে খুঁৎ খুঁৎ ঘুঁৎ ঘুঁৎ করা,
না জানিতে লুকাইয়ে উঁকি ঝুঁকি মারা।
যা করিতে সকলের সমক্ষে করিতে,
যা বলিতে সকলের সমক্ষে বলিতে।
একবার যা বলিতে না করিতে আন,
যাইতে যদ্যপি চায় যাক্ তায় প্রাণ।
পরমন্দ মনেতেও ভাবনি কখন,
করেছ পরের ভাল করি প্রাণপ্রণ।
কোন আত্মীয়ের যদি বিপদ শুনিতে,
তখনি অমনি গিয়ে ছুটিয়ে পড়িতে।
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার,
খুঁজিতে বিব্রত হয়ে প্রতীকার তার।
বিনা দোষে যে করেছে ঘোর অপকার,
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সঞ্চার;
যারে খুন্ না করিলে নাবে না খাবে না,
হৃদয় রুধির হবে মিছিরির পানা;
সে-ও যদি কাছে এসে পড়িত গড়িয়ে,
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে।
ভাল করে বুঝেছিলে মানুষের মান,
প্রাণান্তে করনি আগে কারো অপমান।
পুরুষ রমণী বোলে ছিল না বিচার,
বয়ো জ্যেষ্ঠ হইলে করিতে নমস্কার।

সমবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল,
সব ভুলে একেবারে আমোদে মাতিল।
চলিতে লাগিল কত হাসি খুসি খেলা,
প'ড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা।
শীলতা মাধুরী ছিল বেপিয়ে ভাষায়,
ক্ষরিত অমৃত ধারা তামাসা কথায়।
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে,
কখন্ বা কোন্ কথা হইবে কহিতে।
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল,
সকলি সহজ হয় হইলে সরল।
কহিতে হইলে কথা যুবতীর সনে,
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে।
গুরুজন কাছে অধ হইত বদন,
ফল ভরে অবনত তরুর মতন।
এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাভারে,
যে দেখিত সে ভুলিত, রাখিত অন্তরে।
কর্ত্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ,
অনুভব করেছিলে তুমিই যথার্থ!
সুবৃত্তি কুবৃত্তি মনে আড়াআড়ি কোরে
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে,
তখন লইয়ে তুমি জ্ঞান-অনুমতি,
করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি।

চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে,
কার সাধ্য বাধা দিয়ে রাখে তোমা ধোরে
কোমল পরুষ গুণ উভয়ে শোভন,
কদাচ দেখেছি লোক তোমার মতন।
হঠাৎ ঔদ্ধত্য কভু হঠাৎ বা রোষ,
সে দোষ তোমার নয়, বয়সের দোষ।
দেশের উপরে ছিল আন্তরিক টান,
কামনা করিতে সদা তাহার কল্যাণ।
দেখিলে তাহার কোন হিত অনুষ্ঠান,
সাহায্য করিতে যথাসাধ্য ধন জ্ঞান।
স্বদেশের ভ্রাতাদের অতি নির্বীর্য্যতা,
দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, অসারতা,
পরস্পর স্নেহভাব নিতান্ত শূন্যতা,
গৌরব মাহাত্ম্য সম্পাদনে কাতরতা,
নারীদের পশুভাব, চাসিদের ক্লেশ,
গৃহস্থের দরিদ্রতা, দাসত্বে আবেশ ;
যত কিছু উন্নতির পথ-অবরোধ,
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘৃণা দ্বেষ, ক্রোধ ;
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উৎপীড়ন ;
জন্মভূমি জননীর নিগড় বন্ধন,
এ সকল ভেবে মন হ'ত শূন্য প্রায়,
করিতে ক্রন্দন শুদ্ধ না পেয়ে উপায় !

পরিবার ছিল যেন দেহ আপনার,
প্রতিবাসী ছিল যেন নিজ পরিবার।
কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল,
কি প্রকারে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল ;
কি প্রকারে ধন মান হবে বর্দ্ধমান,
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান ;
কি উপায়ে তাহাদের কন্যা পুত্রগণ,
করিবে উৎকৃষ্টতর বিদ্যা উপার্জ্জন ;
কি উপায়ে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃভাব,
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব ;
ভাই বন্ধু মত সবে হাসিয়া খেলিয়া,
সম্ভ্রম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া ;
এ সকল চিন্তা ছিল অতি সুখকর,
করিতে এ সব চিন্তা তুমি নিরন্তর।
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল,
প্রশংসা করিয়ে দিতে উৎসাহ প্রবল।
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ,
খেদের সহিত তারে করিতে লাঞ্ছন ;
আপন বা বন্ধুদের নফরী নফরে,
কখন ডাকনি তুমি তুই মুই ক'রে।
যখন নূতন খাদ্য সামগ্রী কিনিতে,
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে।

বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন,
সেধেছ তাঁদের হিত যাবত জীবন।
আমি কি মানুষ, তুমি বেশ চিনেছিলে,
একেবারে মন প্রাণ সমর্পিয়ে ছিলে।
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সম্পূর্ণ প্রত্যয়,
পরস্পরে কভু তার ঘটেনি ব্যত্যয়।
স্বরূপ বুঝিয়েছিলে প্রেম আস্বাদন,
প্রণয়ের উপযুক্ত ছিল খোলা মন।
কিন্তু হায় বিধাতার লীলা চমৎকার,
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃষ্টে তোমার!
প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী,
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়গ্রাহিণী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা;
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর।
কিছু দিন সে যদি বাঁচিত আর প্রাণে,
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেমসুধা পানে।
দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপ-গর্ব্বে ডবগা ছুঁড়ী ফেটে আটখানা।
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটনা;

সে সকলে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,
ভাবিয়ে দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন,
লোকের কি হয় প্রেম ? অঘট ঘটন !
দেখে দেখে একেবারে চ'টে গেল প্রাণ,
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে ম্রিয়মান।
মুখে কিন্তু কোন কথা না ক'রে প্রচার,
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার।
কতক্ষণ কুঝ্ঝটিকা করি আচ্ছাদন,
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন ?
সে দুখ তিমির শীঘ্র হল দূরগত,
উজ্জ্বল হইল মন পুন পূর্ব্ব মত।
সে অবধি প্রেম নাম করনি কখন,
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগন।
গরবিণী গরবের করি পরিহার,
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার।
কিন্তু আর তা হবার ছিলনা সময়,
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়।
স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা ?
(এখন কি আর হয় গায়ে প'ড়ে এলে,
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে !)

তেমন সরস মন আর নাকি হয়!
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহৃদয় কয়।
কাব্যের অমৃত রস কিরূপ সুরস,
সত্য স্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে ন্যাকার,
করিতে প্রসন্ন হ'লে প্রাণের আধার।
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা,
বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথা মুণ্ড দেখা।
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে,
অম্নি যেন কত নিধি ঘরে ব'সে পেলে।
আনন্দেতে গদ গদ পড়িতে পড়িতে,
আদরে চুম্বিতে কভু প্রণাম করিতে।
আহা কি চরিত্র ছিল পবিত্র নির্ম্মল,
চন্দ্রের চন্দ্রিকা সম কোমল উজ্জ্বল!
রজত, সুবর্ণরাশি, রমণী, রতন,
জগতের যাহা কিছু মহা প্রলোভন,
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয় বিকার।
সদাই সন্তুষ্ট ছিলে হৃদয়ের গুণে,
হইতে পরম সুখী পরসুখ শুনে।
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্বগুণে গুণমণি!

সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!
ব'সে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে,
খামকা কিছুই ভাল লাগে না অন্তরে।
যাহা করি, তাই করে বিরক্তি বিধান,
আপনা আপনি ওঠে কাঁদিয়া পরাণ।
সহসা উঠিল ঝড় সোঁসোঁ বোঁবোঁ কোরে,
ঝড়াঝড় জানালার বাল্ গেল পোড়ে।
প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাহে নাই মন,
ভাবিতেছি কেন মন হইল এমন।
হঠাৎ হইল দ্বারে জোরে করাঘাত,
দ্বার খুলে হ'ল যেন শিরে বজ্রপাত।
লণ্ঠন হাতেতে 'গোরা' কাঁদে উভরায়,
কহিতে না সরে কথা বেধে বেধে যায়।
(শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন,
এই গোরা পেলেছিল মায়ের মতন।)
"হা কি হল, কি করিলি, মজালি কৈলাস,
একেবারে বাবুর হ'ল গো সর্ব্বনাশ!
বিকার হয়েছে তার, ডাকিছে মশাই,
সকলে বলিছে হায় নাড়ী আর নাই!"
যে বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে,
বাটী হ'তে পড়িলেম ছুটে পথে এসে।

বহিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার,
পড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার।
কক্‌কড়্‌ কক্‌কড়্‌ ডাকিছে আকাশ,
দপ্‌দপ্‌ ধপ্‌ধপ্‌ বিদ্যুৎ বিলাস।
আচম্বিতে ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের বিস্ফার,
গগন ফাটায়ে করে শ্রবণ বিদার।
হুড়্‌হুড়্‌ জল ভাঙ্গে পথের উপরে,
ডুবে যায় উরু, যাই ধরাধরি ক'রে!
বিষম দুর্যোগে, কষ্টে, অতি ভগ্ন মনে,
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে।
দেখিলেম সবে ব'সে স্তম্ভিতের প্রায়,
কথা নাই মুখে কারো, ইতঃস্তত চায়।
ঘরের ভিতরে তুমি শেযের উপর
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবর।
ঘোলা মেরে চক্ষু গেছে বসিয়ে কোটরে,
পড়েছে কালীর রেখা নিরস অধরে।
হয়েছে ললাট ত্বক্ ত্রিবলী কুঞ্চিত,
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত।
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিয়াছে হাড়.
শিথিল ঈষৎ ভগ্ন হইয়াছে ঘাড়।
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে,
আনাভি কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঘন নড়িতেছে।

পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী প্রায়,
কাতর নয়নে চেয়ে দেখিছে তোমায়।
শিশু সুকুমার দূরে গড়াগড়ি যায়,
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায়।
হেরে সে বিষম দশা বুক ফেটে গেল,
হুহু কোরে চক্ষু ফেটে অশ্রুধারা এল।
আমারে দেখিয়ে মুক্ত উঠিল কাঁদিয়ে,
ছেলেটিকে কোলে করি বসিল সরিয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে হাত দিনু গায়,
একেবারে পাঁক, আর বস্তু নাই তায়।
হস্তস্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন,
যেন কোন নবোৎসাহে পূর্ণ হ'ল মন।
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে,
একবার চাহিয়ে দেখিলে ভাল ক'রে।
মুক্তকেশীকর লয়ে, অর্পি মম করে,
বলিলে সুস্থির ভাবে মৃদু ভগ্নস্বরে।
"দেখিও এদের, মনে রাখিও আমায়,
দাও ভাই, জন্মশোধ চাই হে বিদায়।"
সুকুমারে বুকে করি করিনু চুম্বন,
ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন।
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে,
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিনু কাঁদিয়ে।

মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ,
আমারে কাহারে দিলি ভাইরে এখন!"
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্বগুণে গুণমণি!
সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে কৈলাস
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

——:০:——

তৃতীয় সর্গ।

“गृहिणी सचिवः सखी मिथः
प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना
हरता त्वां वद किं न मे हृतम् ॥”

কালিদাস।

কোথা বন্ধুগণ, দেখা দাও একবার,
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার!
একা হাসি, একা কাঁদি, একা হই হই,
কেহ নাই যাহারে মনের কথা কই!
যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ,
একে একে করেছিলে সকলে গমন;
তোমাদের সেই সখী সরলাসুন্দরী,
তোমাদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি।

যে গুণ থাকিলে স্বামী চির সুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন,
না বুঝিত রঙ্গভঙ্গ রসের ধরণ।
শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
এক দিনো তার কাছে পায় নাই স্থান।
মন, মুখ সম ছিল সকল সময়,
বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।
আন্তরিক পতি ভক্তি, আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব রতন,
এমনি বুঝিয়াছিল মান ধনে ধন;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যে অশ্রদ্ধা ছিল শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময় বিভাগ।
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভালকোরে মনের বিকার।

পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিৎ অল্প প্রেম-আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।
শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হোয়ে গেল পরিহার,
গর্ব্বের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে, হাসি দুই জনে,
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয় কাননে।
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জুড়াইবে।
হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন।
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন,
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদর্শন!

এক দিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি,
'অভিজ্ঞান শকুন্তল' অধ্যয়ন করি;
সহসা কুটুম্ব এক এলেন ভবনে,
হর্ষ বিষাদের চিহ্ন তাঁহার বদনে।

বড় ঘরে সেই দিন তাঁহার বিবাহ,
উদিকে মরেছে জ্ঞাতি, দমেছে আগ্রহ।
যাহোক্ সে দিন তাঁর বিয়া করা চাহ,
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই।
ওষুধ ফষুধ এবে বল কে ধরায়,
জালেতে পড়েছে মাছ, যদি ছিড়ে যায়!
কাজে কাজে রাত্রে হ'ল বর লয়ে যেতে,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'ল বসিয়াছি খেতে।
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন,
আভায় আলোকময় হয়েছে ভবন।
(কে এ মুক্তাময়ী লতা? অন্য কেহ নন,
শেষে মম অঙ্কলক্ষ্মী ইনিই বা হন।)
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহান্তরে,
কিন্তু এসে প্রবেশিয়ে বসিল অন্তরে।
যে দিকে যখন চাই ফিরায়ে নয়ন,
সেই দিকে সেই ছবি দেয় দরশন।
নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অন্তরে,
ঊর্দ্ধে চাই, আঁকা তাই চন্দ্রের উপরে।
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, যেথা বসি বসে,
কহিলে রসের কথা ঢ'লে পড়ে রসে।
কে জানে কেমন তর হয়ে গেল মন,
জানিনে সুখে কি দুখে মজেছি তখন!

মম আর্য্যতম মনে,
কেন কেন কি কারণে,
স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব হয়িছে উদয় ?
লীলা খেলা বিধাতার,
বুঝে ওঠে সাধ্য কার,
অবশ্যই আছে কোন কারণ নিশ্চয় !
যাহা হোক শূন্য মনে ব'য়ে দেহ ভার
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতে যাই দ্বার ;
সহসা কে এসে যেন সমুখে আমার,
বলিল "সরলা, ভাব বুঝেছে তোমার।
ছিছি রে নিদয়, তোরে যে সঁপেছে প্রাণ,
হানিতে উদ্যত তুই তার বুকে বাণ।
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীনা ললনা,
কোন্ মুখে তার কাছে যাইছ বল না ?"
অমনি চমুকে কেঁপে উঠিনু অন্তরে,
কষ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিনু ঘরে।
নিদ্রা যায় 'সর' শুয়ে শয্যের উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ ক'রে,
শোভিছে চন্দ্রের ক'রে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন-হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে।

কপোল গোলাপ-ফুল গোলাপি আভায়,
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়!
পাশে গিয়ে বসিলেম স্নেহার্দ্র পরাণে,
রহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবশে পদ্মদল করে থরথর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কল স্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
"আমি যত বাসি, তুমি বাসনা তেমন!"
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
"ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল না তো মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে?"
ও কি প্রিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন!
"তাই তো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে,"—
আর কথা সরিল না হাসি এল মনে।
মৃদু মধু হাসে হ'ল অধর শোভন,
কপোল কুঞ্চিত, নত কমল আনন।
বল বল তার পর মোর মাথা খাও,
কেন ভাই আধ্ কপাল ধরাইয়ে দাও?
"আচম্বিতে পরী এক কোথা থেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে লয়ে গেল।

হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে !"
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালবাসা।
কত হাসি খেলি, কত প্রেম-গান গাই,
মুখে মুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই।
আমোদে আমোদে হয়ে রয়েছি মগন,
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল নিদ্রা আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে ভেরে এল নয়নের পাতা,
ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ে গেল বালিশেঁতে মাথা।
প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব,
ধড়মড়ি উঠে দেখি শূন্যময় সব।
ঘোরতর সর্ব্বনাশ, বিষম বিপদ,
আমারি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ।
যে পীড়ায় গর্ত্তবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবণ ;
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ ;
আমার দুর্ভাগ্য দোষে প্রিয়া সরলার,
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাঁচা ভার !
উঃ ! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ধীরা কিছুই না প্রকাশে কথায় !

বুক করে হান্ ফান্ ছট্‌ফট্ প্রাণ,
চক্ষে শূন্যময় দেখে, ভোঁভোঁ করে কান ;
সহিতে সহিতে আর সহিতে পারে না,
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না ;
অন্তরে নিতান্ত হ'য়ে পড়েছে অধীর,
তবু মুখে 'উহু' মাত্র, রহিয়াছে স্থির !
ধন্য ধীরা ধৈর্য্যবতী দেখিনি কখন,
তেমন বয়সে কারো ধীরতা তেমন !

কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান,
দিন গেল, রাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান !
ব'সে আছি জড় প্রায় চেয়ে এক দিকে,
এক এক বার উঠে দেখি প্রেয়সীকে,
আজ্ঞা করিলেন পিতা "রাত্র দ্বিপ্রহর,
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশকর।
এখান হইতে যাও উঠিয়া সত্বরে,
শয়ন করগে গিয়ে বার্‌বাড়ীর ঘরে।"
তখন কি নিদ্রা হয়, কোথা তার মূল ?
শয্যা নয় সুশাণিত শত কোটি শূল।
শুয়ে তায়, ছট্‌ফট্ ধড়ফড়্ মন,
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন।—
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন,
পার্শ্বে ম'রে প'ড়ে আছে রমণী, নন্দন—

অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাৎ ক'রে,
দাঁড় করাইয়ে দিল শয্যার উপরে।
তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে, দেখিলেম এসে.
ছেলে হ'য়ে, ম'রে, প'ড়ে আছে দ্বারদেশে।
বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে,
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে।
অথবা মনের চিন্তা নানান প্রকার,
এই এক চিন্তা করি, পরক্ষণে আর।
না হ'তে প্রথম চিন্তা সব সমাপন,
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন।
অর্দ্ধ-সমাপন সেই চিন্তা সমুদয়,
ফাঁক পেয়ে দেখা দেয় নিদ্রার সময়।
পরস্পরে একত্তরে গণ্ডগোল করে,
স্বপ্নরূপে অপরূপ নানা মূর্ত্তি ধরে!
দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, অবস্থা বিভাগ।
দিন নয়, রাত্রি নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়,
নিদ্রা জাগরণ, নয় মধ্যে স্বপ্ন হয়।
থাকিলে নিদ্রার ভাগ অধিক স্বপনে,
সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভাল পড়েনাক মনে।
'স্বপ্ন দেখেছিনু' এই মাত্র মনে রয়,
কিরূপ ব্যাপার তাহা হয় না উদয়।

জাগরণ ভাগ বেসি স্বপনে থাকিলে,
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্নে যা দেখিলে।
নিদ্রা, জাগরণ যদি থাকে সমভাগে,
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে।
কত কবি করেছেন সন্ধ্যারবর্ণন,
কত কবি রচেছেন বিচিত্র স্বপন;
কবিদের কলমের শক্তি চমৎকার,
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার।
যদিও স্বপন কাণ্ডে করিনি বিশ্বাস,
তার শুভাশুভ ফলে রাখিনি আশ্বাস,
তথাপি দেখিয়ে সেই বিষম ব্যাপার,
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার।
মৃত শিশু জননীর কথাই তো নাই,
প্রত্যুত আত্মারে যেন হারাই হারাই।
যাহা হোক্ সেরে গেল নিজ মৃত্যুভয়,
কিন্তু সরলার ভাগ্যে কখন্ কি হয়।
যত চেষ্টা করি হবে ব'লে প্রতীকার,
ততই বেগেতে বাড়ে বিষম বিকার।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ থেকে বেগে পড়ে জল,
তারে বাধা দেয় হেন আছে কোন্ বল?
হায় যে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে,
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে!

বেলা নাই, প্রায় সূর্য্য অস্ত যায় যায়,
একবার দেখি বলি ডাকিল আমায়।
প্রায় আমি কাছে আছি, দেখিছে সদাই,
তবে কেন ডাকে হেন, যাই কাছে যাই।
দেখিলেম গৃহের ভিতরে প্রবেশিয়ে,
উঠে ব'সে আছে, বালিশেতে ঠেশ দিয়ে।
চক্ষু দুই রক্তবর্ণ, এলোথেলো কেশ,
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী-বেশ।
কে এলেম ঘরে, তার ভ্রুক্ষেপ নাই,
আনথা আনথা কথা, অর্থ নাহি পাই।
শত্রুরো কখন যেন হয় না তেমন,
যে রূপে হ'ল সে কাল-যামিনী যাপন।
প্রভাতে সকলে সুখী রবির উদয়ে,
কিন্তু হায় কি বিষাদ আমার হৃদয়ে!
এই বার শেষ দেখা দেখিব নয়নে,
গৃহপ্রান্তে দাঁড়ালেম বেপমান মনে।
দেখিলেম আর তার নাই পূর্ব্বভাব,
অন্য এক ভাবের হয়েছে আবির্ভাব।
তেমন কাহিল, তবু ভিতে দিয়ে ভর,
দাঁড়াইয়ে আছে প্রিয়ে যোড় করি কর।
রক্তহীন অঙ্গযষ্টি পাণ্ডাশ বরণ,
শ্বেত করবীর মত ধবল বসন,

এলান কুন্তল তার লুটিছে চরণে,
ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে।
যেন কোন স্বর্গকন্যা আসিয়ে ভূতলে,
মানবের মাজে ছিল মানবের ছলে;
আজ তার শাপ পূর্ণ, হয়েছে চেতনা,
স্বর্গেতে যাইতে তাই করিছে প্রার্থনা।
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে আমি দেখিতে দেখিতে,
পবিত্র প্রতিমা খানি লাগিল কাঁপিতে।
হা কি হ'ল, ছুটে গিয়ে ধরিনু তাহায়,
বুকে কোরে ধীরে ধীরে শোয়ানু শয্যায়।
বিনিদোষে কেন প্রিয়ে ত্যজিছ আমারে,
ওগো তোমরা কোথা সব দেখসে ইহারে!
যদিও মুখেতে কোন কথা না সরিল,
তথাপি নয়নে যেন কহিতে লাগিল—
"চপল প্রেমিক, কর প্রেম-অভিমান,
বোঝা গেল প্রেমে তব যত দূর জ্ঞান।
হেরে সে রূপের ছটা নধর নূতন,
একেবারে গলিয়ে মজিয়ে গেল মন!
এমন প্রেমিক লয়ে আর কাজ নাই,
জনমের মত আমি তাই ত্যজে যাই।
থাক থাক সুখে থাক সুরূপসী নিয়ে,
যারে দিয়ে গেনু আমি প্রাণ দান দিয়ে;

করুন ভূষিত বিধি হেন গুণে তাঁরে,
না হয় কাঁদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে!"
হা হা রে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়!
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারিদিক!
প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌ শরীর বিকল,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জ্বলে প্রবল অনল।
সহেনা সহেনা আর যাতনা সহেনা,
রহেনা রহেনা প্রাণ দেহেতে রহেনা।
হা আমার নয়নের আনন্দ দায়িনী,
হা আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী,
হা সরলে শুদ্ধশীলে সত্যপরায়ণা,
হা মানিনী গৌরবিণী ধৈরযভূষণা,
হা আমার প্রিয় পত্নী মনমত ধন,
হা আমার ভবনের উজ্জ্বল ভূষণ,
হা তাত, হা মাত, ভ্রাত কোথা গো সকল,
হা কি হ'ল, কোথা গিয়ে হই গো শীতল!
প্রণয় পরীক্ষা হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা?

অয়ি প্রিয়ে দেখা দাও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও।
পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।
এই যে সরলা আহা সম্মুখে এয়েছে!
চাঁদ মুখ আধঢেকে দাঁড়ায়ে রয়েছে!
খামকা যাতনা দেওয়া ভাল হয় নাই,
লজ্জায় প'ড়েছে, তাই মুখে কথা নাই!
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে কমল বদন।
মধুর মৃদুল হাস্য রাজিছে অধরে,
অস্পষ্টি অল্প অল্প থরথর করে।
মরি মরি কি মাধুরী, হায় হায় হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে কাজ কি লজ্জায়!
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে!
কই কই! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে,
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে!
দৃষ্টিপথে আবির্ভূত দ্বিগুণ আঁধার,
শ্রবণে বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হাহারে হৃদয় ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!

শোক-সংগীত

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হায় কি হ'ল, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী!
হৃদয় কেমন করে, কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায়!—
চরাচর সমুদয়
শূন্যময় তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী!

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে সরলা
নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

———— :-)※(-: ————

"समाना: स्वर्याता: सपदि सुहृदो जीवितसमा:"

কালিদাস।

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে।
বিষাদ বারিদ জাল সুখ সুধাকরে
ডুবাইয়ে রেখেছিল তিমির সাগরে।
কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহ গদা ঘোরে ঘর্‌ঘর্‌।

অহহ কি ভয়ানক নরক ব্যাপার !
বিষম জ্বলন জ্বালা নিতান্ত দুর্ব্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমি রে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কি কাব্য-মাধুরী,
সুধা-রস-ধারাবাহী রচনাচাতুরী !
কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভাল,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত মাল।
সরলতা গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল,
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ক্ষরে, গন্ধে ভরভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর।
দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,
দূরে যেত শোক তাপ, শান্তির উদয়।
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।
জননী, জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে ?

জন্মভূমি থাক্, জন্ম যাঁহার উদরে,
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা ক'রে ;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস,
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হাস ;
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্‌ফান্‌ ;
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ অশ্রু বহে দুনয়নে ;
কেলে কিষ্টি, বিশ্রী, ঘোর বিকট আকার,
গরবিণী ভামিনীর দুচক্ষের বার,
সকলেই চ'টে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সে-ও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ;
রূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক্ বাছা, শুদ্ এই চাই ;
এমন পরম ধন, জগতের সার,
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজ কাল লোকে বড় মানে,
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে।
বাবু হয়েছেন রাজা, বিবি রাজরাণী,
ছুট্ ছুট্ দাসী হোক্ দুখিনী জননী !
আরেরে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ পরকাল ?

অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যধর,
ধরেন জননী পদ মস্তক উপর !
অবশ্য স্বীকার করি দুই এক জন,
ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ।
জননী জনমভূমি সম মাতৃভাষা,
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার,
ততই প্রবোধ সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃ ভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে ;
বাণী যেন বিহরেন কমল কাননে।
সাগর সম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,
কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,
কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন ;
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।

বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দ্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধুলা ঝেড়ে, কোলে ক'রে হ'তে হরষিত,
ছেলে কোলে করে যেন পিতা প্রফুল্লিত।
স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
প'ড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে!
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি সিন্ধু অকূল পাথার।
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির।
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়,
যে দিনে তাদের মন হবে আলোময়!
একেবারে নিবে যাবে কচ্‌কচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতীকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণগান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প-কর্ম্মে আছে এক মনে।

কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান!
যেদিন কল্পনা পথে করি বিলোকন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;
সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে।
ইহাতে সহিতে হ'ত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,
তারা কি দৃক্‌পাত করে ও সব কথায়?
যাক্ মান, যাক্ প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।
মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মত প্রীতি প্রদর্শন।

বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কার্য্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায় অঙ্কুর মাত্রে বিরক্ত হইতে।
ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা-আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পরমন্দ পরদ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল ?
শুদ্ধ বিদ্যা শুদ্ধ নয় মহত্ত্ব-সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ, বিদ্যার প্রভায়,
সকলের সুখকর শুভ শোভা পায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে,
ভুজঙ্গ মস্তক মণি শোভে তো কিরণে।
চটকেতে ভুলে যারা কাছে যায় তার,
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণে বাঁচা ভার।
তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাবসুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহার উপর ;
তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম,
শীলতা নম্রতা দয়া ছিল অনুপম।

শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহার,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার!
পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে পূরিলে জল,
নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর!
গুণ বিদ্যা ভারভরে,
মানবে বিনম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর।
বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হ'ত আলো,
এ দেশের, এ জাতির ঢের হত ভাল!
হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন!
জগতের জ্বালা হ'তে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহা-নিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুর তর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্জ্বলিত দিনকর খর জ্যোতি,
কিবা পূর্ণশশধর-নির্ম্মল-মালতী,

কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে,
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তূণে বিষে শাণা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চীচ্‌কার ;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয় ;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয় !
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল !

ইতি বন্ধুবিয়োগ কাব্যে রামচন্দ্র
নামক চতুর্থ সর্গ।

সমাপ্ত।

প্রেমপ্রবাহিণী।

প্রেমপ্রবাহিনী।

প্রথম স্বর্গ।

"Frailty, thy name is Woman!—"

সেক্‌স্‌পিয়র।

আর সেই প্রণয়ী দম্পতী সুখে নাই,
যাঁহাদের প্রণয়ের গান আজি গাই।
কাটালেন এত কাল যাঁরা পরস্পরে,
আনন্দ-উদ্বেল স্নিগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিলে যাঁদের প্রেম, প্রেমে ভক্তি হয়,
জগতে যে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয়।
আহা কি নির্ম্মল ভাব, উদার আশয়,
আহা কি হৃদয় ঢল ঢল সুধাময়!
চারি দিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলি,
প্রেমতরু-ফল সব, ননীর পুতলি;

কি মধুর তাহাদের অস্ফুট বচন,
কি অমৃতময় আধ আধ সম্বোধন,
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্লাস,
কি এক উভয়ে মিলে সুখময় হাস ;
কি এক প্রসন্নভাবে পরস্পরে চাওয়া,
কি এক মগন হয়ে সুখকথা কওয়া !

তাঁহাদের প্রেম, ক্ষীরসমুদ্র সমান,
অগাধ. গম্ভীর, কিন্তু ছিল না তুফান।
জল ছিল সুধাময়, তল রত্নময়,
পবিত্র পরশে তৃপ্ত হইত হৃদয়।
কি এক প্রবল বায়ু উঠেছে সহসা,
একেবারে বিপর্য্যস্ত, ভয়ানক দশা ;
বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত সম উৎক্ষিপ্ত তুফান,
প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্ খান্।
কোথায় অমৃত ? জল লুণ দিয়ে গোলা,
কোথায় রতন ? তল পাঁকে ঘোর ঘোলা।
সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি মনে,
যাইলাম এক দিন তাঁদের ভবনে।
আর সে ভবন যেন সে ভবন নাই,
বিরাগ বিষাদময় যে দিকেতে চাই।
আর সেই গৃহপতি প্রফুল্ল বদনে,
পরিবৃত হয়ে প্রফুল্লিত শিশুগণে,

করিতে করিতে সুখে সুবায়ু সেবন,
সম্মুখ উদ্যানে নাহি করেন ভ্রমণ।
আর সেই সব মালী সোৎসাহ অন্তরে.
ফুলগাছ সকলের পাট নাহি করে।
সেই সব ফুল ফুটে নাচিয়ে বাতাসে.
আর নাহি অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশে।
আর সেই শিখী কোরে কলাপ বিস্তার,
দেয় না প্রভুর কাছে নৃত্য উপহার।
আর গৃহিণীর দাসী হাসিহাসি মুখে,
আসে না সংবাদ নিয়ে প্রভুর সম্মুখে ;
আর নাই দাসদের কর্ম্মে তাড়াতাড়ি.
লোক জন আসাযাওয়া. আসা যাওয়া গাড়ি।
যে ভবন সদা যেন উৎসব-ভবন,
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন।
হয়েছে সৌভাগ্যসূর্য্য যেন অস্তমিত.
কিম্বা যেন গৃহপতি নাহিক জীবিত।
হায়রে সাধের সুখ, তোমার সদ্ভাবে,
সব হয় আলো. কালো তোমার অভাবে !

প্রথমে প্রবেশ করি প্রথম মহলে,
কাহাকেও দেখিতে পেনুনা কোন স্থলে।
দ্বিতীয়ে পশিয়ে, যাই সোপানে উঠিতে.
হেরিলেম গৃহিণীকে নামিয়ে আসিতে।

হর্ম্ম্যের দুর্দ্দশা হেরে তত কিছু নয়,
এঁর ভঙ্গি দেখে যত জন্মিল বিস্ময়।
একেবারে পরিবর্ত্তন বসন ভূষণ,
শ্রী ছাঁদ রীতি নীতি চলন বলন।
আগে পরিতেন ইনি স্বন্দর গরদ,
অথবা শাটিন শাটী সাদা বা জরদ।
এখন গোলাপী বাস জলের মতন,
জমিময় নানাবর্ণ ফুল সুশোভন।
আগে শুদ্ধ করে বালা, মক্তিমালা গলে,
এবে চন্দ্রহার শুদ্ধ কটিতটে দোলে।
সোণার চিরুণী ফুল শোভিছে মাথায়,
হীরাকাটা মল শুদ্ধ পরেছেন পায়।
আগে চুল বাঁধিতেন যেমন তেমন,
এখন বিনুনে খোঁপা আতার মতন।
যেন মধুকরমালা আরক্ত কমলে,
কুঞ্চিত অলক দুই দুলিছে কপোলে।
অধরে অলক্তরস, নয়নে অঞ্জন,
কপোলে কুম্‌কুম্‌চূর্ণ, ললাটে চন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে ফুলোল মাখা, কানেতে আতর,
বসনে গোলাপ ঢালা গন্ধে ভর্ ভর্।
হাতে গোলাপের তোড়া ধোরে অনিবার,
ভুলে ধোরে শুঁকিছেন এক এক বার।

নয়নে ভ্রমর যেন ঘুরিয়ে বেড়ায়,
সহসা চকিত হয়ে লুকাইতে চায়।
চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে থমকে,
লাট্ খেয়ে ঘুঁড়ি যেন থামিছে দমকে।
রূপের ছটার তরে এত যে চটক,
রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক।
যে রূপলাবণ্য যেন নব অংশুমালী,
কে যেন দিয়েছে তাহে ঢেলে ঘন কালী।
যাঁহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়,
আজি কেন তাঁরে হেরে ঘোর ঘৃণা হয়?
পুণ্যের বিমল জ্যোতি যে নয়নে জ্বলে,
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে;
বিনয় সারল্য যাহে করিত নিবাস,
সভয়ে সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস?
যে নয়ন সগৌরবে ছিল এত দিন,
সে নয়ন কেন গো নিতান্ত লজ্জাহীন?
সদা যিনি সযতন সাজাইতে মনে
মহত্ত্ব বশিত্ব বিদ্যা ধর্ম্মের ভূষণে;
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব,
গুণেরি সৌরভ যিনি ভাবেন সৌরভ।
আজি কেন এত ব্যস্ত রূপের যতনে,
কেনই বা কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই মনে?

যাঁহার তেমন উঁচু দরাজ নজর,
চাপল্য মাত্রেতে যাঁর সদা অনাদর ;
চাহিলে চপল বেশ কন্যা পুত্রগণ,
কভু নাহি রাখিতেন তাদের বচন ;
অন্যেরো তাদৃশ বেশে পাইতেন লাজ,
বাসকসজ্জার মত কেন তাঁরি সাজ ;
যিনি চ'লে গেলে ধরা আলো হয়ে রয়,
যাঁর হাস্যে চারি দিক্ হাসিমুখী হয় ।
আজি কেন যেন ধরা যায় রসাতলে,
কেন গো ক্রোধেতে যেন দিক্ সব জ্বলে ?
তবে কি তাহাই হবে, যার কল্পনায়
মম মন ক্রোধে খেদে জ্বোলে ফেটে যায় ;
এমন কি হবে, এক মহামনস্বিনী,
হোয়ে দাঁড়াইবে এক জঘন্য স্বৈরিণী ?
কেমনে আমরা তবে করিগো প্রত্যয়,
কেমনে সন্দেহশূন্য হবেগো প্রণয় ?
কোন্ দোষে দোষী গৃহপতি মহাশয়,
এঁর প্রতি সদা তিনি সমান সদয় ।
প্রাণপণে পেলেছেন বিবাহের ব্রত,
অবিরত সেধেছেন সব অভিমত ?
করেছেন সমর্পণ সমস্ত ভাণ্ডার,
প্রাণ, মন, আত্মা, যাহা কিছু আপনার ;

পুত্রকন্যা-সুশোভিত সোণার সংসার,
কেন গো পিশাচী করে সব ছারখার ?
এখন কোথায় সেই পতি প্রতি মতি,
পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতিমাত্র গতি ;
হায়রে কোথায় সেই পতিভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা !
কেবল কি সে সকল বচনচাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিচরির ছুরী ?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয় ?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয় !
কিম্বা সে প্রণয় ছিল বয়স-অধীন,
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলীন ?
অথবা সে প্রেম ছিল সম্ভোগের কোলে,
সম্ভোগ শৈথিল্যে বুঝি এবে গেছে চোলে ?
এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চির দিন,
নবরসে নোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন ?
যৌবনে সম্ভোগে জন্মে, বিগমেতে ক্ষয়,
প্রেম কিরে এই বই আর কিছু নয় ?
মনের সম্পর্ক তাহে কিছুমাত্র নাই,
তার সুখ-আশা কিরে শুদু আশাবাই ?
অথবা মনের ভাব সম চির কাল
থাকে না, জনমে তাই প্রণয়ে জঞ্জাল ?

প্রেম মরে বোলে কিরে মন শুদ্ধ মরে?
ধর্ম্ম কি নরক দেখে ভয়ে না শিহরে?
আবার কি মরা আশা মঞ্জরিত হয়,
মনোমত তরু এঁচে করে রে আশ্রয়?
ওগো লজ্জা ধর্ম্ম! যদি তোমা বিদ্যমানে
একজন বিজ্ঞ পুরন্ধ্রীরে বিঁধে বাণে,
দুর্ব্বার আগুন জ্বেলে দিয়ে একেবারে
দুষ্ট রিপু হাড় শুদ্ধ গলাইতে পারে,
কি জন্যে তোমরা তবে আছ ধরাতলে?
যৌবন-উন্মত্ত দলে শাস বা কি ব'লে?
ছেড়ে দাও তাহাদের শৃঙ্খল খুলিয়া,
উন্মাদ হাতীর মত ব্যাড়াক্ দাপিয়া
অবাধে করুক, মনে যা আছে বাঞ্ছিত,
একেবারে ধ্বংস-দশা হোক উপস্থিত!

কিছু দূর হ'তে মোরে দেখিতে পাইয়ে,
চকিত হইয়ে, যেন সহর্ষ হইয়ে,
কাছে এসে সুধালেন মিত্র সম্বোধনে,
"কি ভাবিছ, কি বকিছ দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে।"
আমি বলিলেম, না, এমন কিছু নয়,
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয়?
কহিলেন তিনি "আর সে বিজ্ঞতা নাই,
উপরে আছেন, যাও দেখ গিয়ে ভাই।"

মনে হ'ল দুই এক কথা এঁরে বলি,
সম্বরি সে ভাব, গেনু উপরেতে চলি।
ঘরে ঢুকে দেখি—পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ঘরে,
এক কোণে স্তব্ধ হয়ে কেদারা উপরে,
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়ে,
ঘাড় অল্প তুলে, ঊর্দ্ধে স্থির দৃষ্টি দিয়ে।
গাল ভাল লাল, ঘোর বিকৃত বদন,
দুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।
জোোলে জোোলে উঠিছেন এক এক বার,
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎকার।
কখন বা দন্তপাটি কড়্মড়্ করিয়ে,
আছাড়েন হাত পা উঠে দাঁড়াইয়ে।
বসিয়ে পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধ প্রায়,
বিন্ বিন্ ঘর্ম্ম বয়, অঙ্গ ভেসে যায়।
হায় যে প্রশান্তসিন্ধু তাদৃশ গম্ভীর,
কিছুতেই কখন যে হয় না অস্থির,
আজি তারে কে করেছে এ হেন ক্ষোভিত,
কি এক মহান্ আত্মা দেখি বিচলিত!

সহসা আইল এক শিশু অপরূপ,
ঠিক যেন তাঁহারি কিশোর প্রতিরূপ।
"বাবা বাবা" কোরে গেল কোলেতে ঝাঁপিয়ে,
তুলে তারে ধরিলেন হৃদয়ে চাপিয়ে।

তপ্ত হিয়া যেন কিছু হইল শীতল,
চক্ষু যেন হয়ে এল জলে ছলছল।
হটাৎ আবার যেন কি হ'ল উদয়,
সে ভাব অভাব, পূর্ব্ববৎ বিপর্য্যয়।
নিতান্ত বিরক্ত হয়ে শিশুরে ফেলিয়ে,
তাড়াতাড়ি আইলেন এ ঘরে চলিয়ে।
অগ্রে গিয়ে করিলেম আমি নমস্কার,
মোরে হেরে শুধরিয়ে আকার-বিকার,
প্রতিনমস্কার করি কুশল জিজ্ঞাসি,
হাত ধ'রে গৃহান্তরে বসিলেন আসি।
কথা ছলে জিজ্ঞাসিনু কেন মহাশয়,
আপনারে দেখি যেন বিষণ্ণ-হৃদয়।
বহু দিন হ'ল আর দেখা হয় নাই,
কি কারণে আপনার পত্রাদি না পাই ?
তিনি কহিলেন "ভাই জগতের প্রতি
আমার অন্তর চোটে গিয়েছে সম্প্রতি।
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন,
হাঁপো হাঁপো করে প্রাণ, উড়ু উড়ু মন।
মনে হয় চোলে যাই তেজিয়ে সকলে,
ব'সে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে।
আর না দেখিতে হয় সংসারের মুখ,
আর না ভুগিতে হয় ডেকে-আনা দুখ।

গহনের প্রাণীদের গভীর গর্জ্জন,
নীরদ-নিনাদ মত জুড়াবে শ্রবণ !
শুনিতে চাহিনা আর মধুমাখা কথা,
পরিতে পারিনে আর গলে বিষলতা।
দংশনেতে অন্তরাত্মা সদা জরজর,
বিষের জ্বালায় দেহ জ্বলে নিরন্তর।
চারি দিকে চেয়ে দেখি সব শূন্যময়,
না জানি এবার ভাগ্যে কখন কি হয়।
এ জগতে যাহা কিছু ছিল বিনোদন,
এ জগতে যাহা কিছু জুড়াত নয়ন।
সকলি এখন মূর্ত্তি ধরেছে ভয়াল,
কিছুই আমার আর নাহি লাগে ভাল।
এমন যে রত্নময়ী শোভাময়ী ধরা,
তরু লতা গিরি সিন্ধু নানা ভূষা পরা।
এমন যে শিরোপরে লম্বমান ব্যোম,
খচিত নক্ষত্র গ্রহ সূর্য্য তারা সোম।
এমন যে নীলবর্ণ বিশ্বব্যাপ্ত বায়ু,
যাহার প্রসাদে আছে সকলের আয়ু।
এমন যে পূর্ণিমার হাস্যময় শোভা,
এমন যে অরুণের রাগরক্ত আভা।
সকলি আমার যেন ঘোর অন্ধকার,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি সব ছারখার্।

হেন যে মনুষ্যসৃষ্টি চরাচর-শোভা,
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভা।
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়,
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয় ;
যাহার কৌশলাবলী মহা অপরূপ,
যেই সৃষ্টি জীবসৃষ্টি-আদর্শ স্বরূপ ;
সে মানুষ আর ভাল লাগে না আমারে ;
ফুরায়েছে সুখের নির্ঝর একেবারে।
ভিক্ষা চাই কৌতুহল করহে দমন,
জানিতে চেওনা ভাই ইহার কারণ।
জগতে সকলি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়,
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়!"
বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়,
কিছুক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়,
এই মম বিজ্ঞবর মিত্র সদাশয়,
বনিতা-বিরাগাঘাত-ব্যথিত হৃদয় ;
এখন তোমার কাছে রহিলেন একা ;
শেষ রঙ্গে মম সঙ্গে পুন হবে দেখা॥

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে পতননামক

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

"O, God ! O, God
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world
Fie on't ! O, fie ! 't is an unweeded garden,
That grows to seed ; things rank and gross in
nature
Possess it merely."

সেক্‌স্‌পিয়র।

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল !
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার !
হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয়।

যত দেখি ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি ততই শুনিতে মন চায়।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে।
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল!
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক্ আলো।
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে।
পাখী সব সুললিত স্বরে ধোরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান।
মেদুর সমীর হরি কুসুম সৌরভ,
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব।
চারি দিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু।
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ ঘটা।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায়রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ।

প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন,
প্রেমেরি জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণগান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে।
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা।
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;
তাই তো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!
হেরিয়ে তোমায় প্রেম! হারালেম মন,
তুমিও মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইলে তখন।
ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়,
জালে-গাঁথা পাখী যেন, করিলে আমায়।
নড়িবার চড়িবার আর যো নাই,
তুমিই যা কর, আমি যেচে করি তাই।
লয়ে গেলে সঙ্গে ক'রে সেই উপবনে,
সুখের কানন যারে ভাবিতেম মনে।

যথায় নশ্বর তরু সরস লতায়,
পরস্পরে আলিঙ্গয়ে সদা শোভা পায়।
যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে,
কোকিল কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে।
ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুন্ গুন্ তান,
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধু পান।
কুরঙ্গিণী নিমীলনয়না রসভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডুয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম-দোলায়,
সৌরভ সুন্দরী কোলে, দোলে দুজনায়।
অদূরে শ্যামল ক্ষুদ্র গিরির গহ্বরে,
উথলি বিমল জল ঝর ঝর ঝরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা তার এঁকে বেঁকে গিয়ে,
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নির্ম্মিয়ে।
প্রতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন,
মিশ্রিত পল্লব নব কুসুম আসন!
চৌদিকের দূর্ব্বাময় হরিৎ প্রান্তরে,
উষার উজল ছবি ঝলমল করে।
মাঝে মাঝে রাজে তার শ্বেত শিলাতল,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল।
কোথাও রয়েছে ঝোপে কাশের চামর,
যেন পাতা ধপ্‌ধোপে পশমি চাদর

কোথাও ভ্রমরমালা উড়ে দলে দলে,
মেঘভ্রম জনমায় অম্বরের তলে ;
কোথাও কুসুমরেণু উড়িয়ে বেড়ায়।
বনশ্রীর ওড়্না যেন বাতাসে উড়ায় ;
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন !

এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে,
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জ্জনে দুজনে।
আমোদে প্রমোদে ভোর, কত হাসিখেলি,
কত ভাল বাসাবাসি কত মেশামেলি।
পরস্পর পরস্পর-হৃদয় তোষণে,
নিরন্তর কত মত যত্ন প্রাণপণে।
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান,
অগ্নি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ।
হরিষ হেরিলে হরষের সীমা নাই,
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন,
করিতেম তব করে আদরে অর্পণ।
এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে,
এক ফল খাইতেম মুখামুখি ক'রে।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার,
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপার ওপার।

হেরিতেম ময়ূরের নৃত্য অপরূপ,
তুলিতেম লতা পাতা ফুল কতরূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়,
বসিতেম সুকোমল কুসুম-শয্যায়।
চারি দিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে,
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর।
পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর ছটা,
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা।
কিরণের ফুলকাটা নীরদমণ্ডলে,
যেন সব স্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে।
কোন দিন মনোহর নিশীথসময়,
যে সময় পূর্ণশশী অম্বরে উদয়,
অন্তরীক্ষ রত্নময়, দিশ আলোময়,
বনভূমি হাস্যময়, বায়ু মধুময়,
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শান্তিময়,
রসময় ভাবভরে উথলে হৃদয়;
সে সময় প্রান্তরের নব দূর্ব্বাদলে,
বেড়াতেম; বসিতেম শ্বেত শিলাতলে;
কহিতেম মনকথা নিমগন,
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ মন;

দুজনেই গদগদ, ধরিতেম তান,
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণয়ের গান।
ভাবিতেম স্বর্গসুখ লোকে কারে বলে,
এর চেয়ে আরো সুখ আছে কোন স্থলে ?
হায়রে সাধের প্রেম তখন তোমার,
যেন খুলে দিয়ে ছিলে হৃদয়ভাণ্ডার!
যেন তুমি আমার নিতান্ত অনুরাগী,
পরাণ পর্য্যন্ত দিতে পার মোর লাগি।
সুখে দুখে চিরকাল রবে অনুগত,
হবে না থাকিতে প্রাণ কভু অন্য মত
আদরে আদরে, কত যতনে যতনে
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ ফুলবনে।
সে সব কোথায়, ছিছি কেবল কথায়,
প্রেম রে এখন তুমি উবেছ কোথায়!
কোথা সেই সোহাগের সুখ উপবন,
চকিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন।
বিষম বিকট এ যে বিপর্য্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ!
চারি দিকে কাঁটাবন বাড়ে অনিবার,
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার।
পশিছে বিট্‌কেল গন্ধ নাকের ভিতরে,
পড়িছে পূঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।

আচম্বিতে জন্তু এক বিকট আকার,
ঝাঁপিয়ে আসিয়ে, বুক চিরিয়ে আমার,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রখর নখরে,
গুজড়িয়ে ধোরে আছে অগ্নির ভিতরে;
জীবিত, কি মৃত আমি, আমি জানি নাই,
শূন্যময় ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই;
হায়রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে বিরাগ
নামক দ্বিতীয় স্বর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

—০ঃ(০)ঃ০—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মত্কৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥"

ভর্ত্তৃহরি।

একি একি প্রীতি দেবী কেন গো এমন,
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন।
থেকে থেকে নিশ্বাস পড়িছে কেন বল,
থেকে থেকে নড়িতেছে হৃদয় কমল।
থেকে থেকে উঠিতেছ করিয়ে চীৎকার,
আছাড়িয়ে পড়িতেছ ভূমে বার বার।
আকাশ দেখিছ কেন থাকিয়ে থাকিয়ে,
থাকিয়ে থাকিয়ে উঠিতেছ চমকিয়ে।
রুক্ষ কেশ রক্ত চক্ষু আকার মলিন,
মলিন বসন পরা, কলেবর ক্ষীণ।

সহসা দেখিলে, শীঘ্র চিনে উঠা ভার,
এমন হইল কিসে তেমন আকার ?
কোথা সে লাবণ্য ছটা জগমনোলোভা,
কোথায় গিয়েছে মুখ-সুধাকর-শোভা !
কোথা সে সুমন্দ হাসি সুধার লহরী,
মুখের মধুর বাণী কে নিলরে হরি !
কোথা সেই দুলে দুলে বিমুগ্ধ গমন,
কোথা সে বিলোল নেত্রে প্রেম বিতরণ।
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা কওয়া,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্থির হয়ে রওয়া।
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন,
গদগদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ !

অহো, সে সকল ভাব কোথায় গিয়েছে,
প্রত্যক্ষ পদার্থ এবে স্বপন হয়েছে !
কি বিচিত্র পরীবর্ত্ত জগৎব্যাপার,
সহসা ভাবিয়ে ইহা বুঝে ওঠা ভার।
এই দেখি দিবাকর উদয় অম্বরে,
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে।
এই দেখি ফুল সব প্রফুল্ল হয়েছে,
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে।
এই দেখি যুবাবর দর্পভরে যায়,
এই দেখি দেহ তার ধূলায় লুটায়।

এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে,
ভূষিত রয়েছ নানা রতন ভূষণে ;
খচিত মুকুতা মণি মুকুট মাথায়,
মাণিক জ্বলিছে গলে মুকুতামালায়।
হাসি আসি বিকসিছে চারু চন্দ্রাননে,
হাসিমুখে বসিয়াছে ঘেরে সখীগণে।
স্বর্গের শিশিরসম মধুর বচন
ক্ষরিতেছে, হরিতেছে সকলের মন।
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী,
বিজন কানন মাঝে যেন পাগলিনী।
চিরপরিচিত জনে চিনিতে পার না,
সুধাইলে কোন কথা বলিতে পার না,
তুমি যেন তুমি নও একি অপরূপ
কি রূপে হইল হেন স্বরূপ বিরূপ!
সেই আমি সেই আমি দেখ গো বিহ্বলে!
তোমারি প্রতিমা যার হৃদয় কমলে,
কখন ঊষার বেশে বিকাশে তাহায় ;
কখন তামসী নিশা আঁধারে ডুবায়।
যাহার সুখেতে সুখ পাইতে অপার,
যাহার বিপদে হোত বিপদ তোমার।
যার সনে ভ্রমিয়াছ দেশদেশান্তরে,
অরণ্যে, সমুদ্রতটে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে

কিছু দিন ভূধর-কন্দরে যার সনে,
বসতি করিয়ে ছিলে প্রফুল্লিত মনে।
উপত্যকা শিখর প্রভৃতি নানা স্থান,
যখন যেথায় ইচ্ছা করিতে পয়ান।
নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ,
বিস্ময় আনন্দ রসে হইতে মগন।
ঝরণার জল আর পাদপের ফল,
শাখীর শীতল ছায়া, স্নিগ্ধ শিলাতল,
নানা জাতি বনফুল, পাখীদের গান,
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ।
পদতলে প্রবাহিয়ে যেত মেঘমালা,
স্বর্ণলতা সম তাহে খেলিত চপলা।
মধুর গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়ে তাহার,
চিকন কলাপরাজি করিয়ে বিস্তার,
হরষে নাচিত সব ময়ূর ময়ূরী,
কেকা রবে মরি কিবে ক্ষরিত মাধুরী!
সম্মুখে হরিণ সব ছুটে বেড়াইত,
বেঁকে বেঁকে ফিরে ফিরে চাহিয়ে দেখিত।
মনে কোরে দেখদেখি পড়ে কি না মনে,
হাত ধরাধরি করি মোরা দুই জনে,
সমীর সেবিয়ে সেই বিকেল বেলায়,
বেড়াতে ছিলেম সেই মেখলামালায়;

তুলারাশিসম ফেনরাশি মুখে ধোরে,
পড়িছে নির্ঝর এক ঘোর শব্দ কোরে।
প্রচণ্ড মধুর সেই নির্ঝর সুন্দর,
আচম্বিতে হ'রে নিল তোমার অন্তর।
কৌতুহলভরে তুমি দাঁড়ালে সেখানে,
রহিলে অবাক্ হয়ে চেয়ে তার পানে।
বহু ক্ষণ বিধুমুখে কথা সরিল না,
বহু ক্ষণ নয়নের পাতা পড়িল না!
সে সময় সূর্য্যদেব আরক্ত শরীরে,
ট'লে ঢলে পড়িছেন সাগরের নীরে।
সন্ধ্যা দেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবী সুন্দরী।
প্রকৃতির রূপরাশি ভরি দুনয়ন
সুখে পান করি মোরা হয়ে নিমগন,
পার্শ্ব হ'তে চকাচকী কাঁদিয়ে উঠিল,
করুণ কাতর স্বরে দিগন্ত পূরিল।
স্বভাব হইতে দৃষ্টি সরিয়ে তখনি,
চক্রবাক মিথুনেতে পড়িল অমনি।
কোকবধূ কোক মুখে মুখটী রাখিয়ে,
করিল কতই দুখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
শেষে ছট্ ফট্ কোরে আকাশে উঠিল,
লুঠিতে লুঠিতে গিয়ে ও পারে পড়িল।

২২

তাদের কাতর ভাব করি বিলোকন,
অশ্রুজলে ভেসে গেল তোমার নয়ন।
এক বার তাহাদের দেখিতে লাগিলে,
আরবার যার পানে চাহিয়ে রহিলে ;
অলসে মস্তক রাখি যার বাহুমূলে,
কতই কাঁদিলে, তা কি সব গেছ ভুলে !
প্রেমের বিচিত্র ভাব স্নেহসুধাময়,
স্বর্গ ভোগ হয়, যদি চির দিন রয় !
এদিকেতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়,
জ্যোৎস্নায় আলোকময় পৃথিবীবলয়।
রজনীর মুখশশী হেরি সুপ্রকাশ,
দিগঙ্গনা সখীদের ধরে না উল্লাস,
সর্ব্বাঙ্গে তারকা পরি হাসি হাসি মুখে,
নৃত্য আরম্ভিল আসি চন্দ্রের সমুখে।
শ্বেত-মেঘ-বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমটা টানিয়ে,
বেড়াতে লাগিল তারা নাচিয়ে নাচিয়ে ;
আহা কি রূপের ছটা মরি মরি মরি !
তার কাছে কোথা লাগে স্বর্গ-বিদ্যাধরী ?
হেরিয়ে জগৎ বুঝি মোহিত হইল,
তা না হ'লে তত কেন নিস্তব্ধ রহিল !
মনোহর স্তব্ধ ভাব করি দরশন,
উল্লাসিত হ'ল মন, প্রফুল্ল বদন।

মনের আনন্দে ছেড়ে সুমধুর তান,
গাহিতে লাগিলে প্রেম-সুধাময় গান।
ভাবভরে টল টল, ঢল ঢল হাব,
গ'লে গেল যেই জন দেখে সেই ভাব।
মন সাধে বনফুল তুলিয়ে যতনে,
খোঁপায় পরায়ে দিল চুম্বিয়ে আননে।
নয়নে লহরীলীলা খেলিতে লাগিল,
প্রেমসুধাসিন্ধু বুঝি উথলে উঠিল।
মধুর অধর-সুধারস করি পান,
যাহার জুড়ায়ে গেল দেহ মন প্রাণ।
হেসেখেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন, কি দিন, হায় এ দিন, কি দিন!
যার করে কোরে ছিলে আত্মসমর্পণ,
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন,
যে তোমায় প্রেমরাজ্যে করিল বরণ,
প্রদান করিল সুখ পদ্মসিংহাসন,
মনসাধে বসাইয়ে রাজসিংহাসনে,
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে।
কিসে তুমি সুখে রবে এই চিন্তা যার,
তোমাকেই ভেবেছিল সকলের সার;
তুমি প্রাণ তুমি মন তুমি ধ্যান, জ্ঞান,
তোমার বিরসে যার বিদরিত প্রাণ;

অনুরাগতাপে, প্রেম সোহাগে গালিয়া,
যে তোমায় দিয়েছিল হৃদয় ঢালিয়া।
কিন্তু হায়! যারে ক্রমে ঘৃণা আরম্ভিলে,
শান্তি ভুলে, অশান্তিরে সেবিতে চলিলে।
সে সময় যে তোমায় কত বুঝাইল,
কোন মতে কোন কথা নাহিক রহিল।
দেখে তব ভাবভঙ্গি হয়ে জ্বালাতন,
যে অভাগা হইয়াছে বিবাগী এখন।
স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ মনে,
দেখিবে না প্রেম-মুখ আর এ জীবনে।
জলভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে।
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার,
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার।
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের ববে অশ্রুধারা,
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা;
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল,
আকাশের তারা আর কাননের ফুল;
ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়িবে মাথায়,
তারকা কিরণ দিবে চোকের পাতায়;

পবন ভ্রমর আদি সুললিত স্বরে,
চারি দিকে বেড়াবে করুণ গান ক'রে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এসে এই পোড়া বনে,
তোমার এ দশা হ'ল হেরিতে নয়নে!
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

যে জন বসিত সদা রাজসিংহাসনে
যে জন ভূষিত ছিল রতন ভূষণে,
যার গলে গজমতি সদা শোভা পায়,
সে পরিয়ে কেলে টেনা বনেতে বেড়ায়!
কোমল শয্যায় যার হত না শয়ন,
ভূমিতে চলিতে যার বাজিত চরণ,
গহনার ভার যার সহিত না কায়,
সে এখন বনভূমে ধূলায় লুটায়!
ভুবনমোহন যার সহাস আনন,
বিকসিত বিক্টোরিয়া পদ্মের মতন,
ললিত লাবণ্য ছটা চন্দ্রিকা জিনিয়া,
সুমধুর স্বর যার বীণা বিনিন্দিয়া,
যে থাকিত সদানন্দে সখীদের সনে,
হাস্য পরিহাস রস গীত আলাপনে;
নয়নে কখন যার পড়েনিক জল,
জ্বলেনি হৃদয়ে কভু যাতনা অনল,

জনমে দেখেনি কভু দুখের আকার,
কি দশা ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহার!
বিশীর্ণা মাধবী মত হয়েছে মলিনী
পড়ে আছে, করিতেছে হাহাকার ধ্বনি!
এই জন্যে কতকোরে কোরেছিনু মানা
অশান্তি কুহকে প'ড়ে হয়োনাক কাণা;
সুখময় প্রেমরাজ্য উড়ে পুড়ে যাবে;
অথচ শান্তিরে আর ফিরে নাহি পাবে;
লুকাইবে শান্তি দেবী তব দরশনে,
চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে নয়নে;
পৃথিবীতে কোন বস্তু নাহিক এমন,
সে সময় যে তোমার সুখী করে মন;
বিষম বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধরিবে সংসার,
অচেতনে করিতে হইবে হাহাকার।
যাহা বলে ছিনু হায় তাহাই ঘটেছে,
কেবল যন্ত্রণা দিতে পরাণ রয়েছে!
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে বিষাদ
নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

—০:০:০—

"धन्यानां गिरिकन्दरोदरभुवि
ज्योतिः परं ध्यायताम्
आनन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना
निःशङ्कमङ्के स्थिताः ।
अस्माकन्तु मनोरथो-
परिचितप्रासादवापीतट-
क्रीडाकाननकेलिमण्डपजुषा-
मायुः परं क्षीयते ॥"

শীহ্লনমিশ্র।

ওহে প্রেম, প্রেম! তুমি থাকহে কোথায়,
কোথা গেলে বল তব দেখা পাওয়া যায়?
গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর,
তরু লতা গুল্ম তৃণে শ্যামল সুন্দর।
ছড়ান গড়ান, যেন ভঙ্গ অঙ্গ ঢালা;
দূরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমালা।

চারি দিক্ নীরব, নিস্তব্ধ সমুদয়,
সন্তোষের চির স্থির নির্জ্জন আলয়।
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে,
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে।
ভূমে পাতা লতাপাতা কুসুম শয্যায়,
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায়।
নির্ঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে,
তারস্বরে প্রকৃতির জয়ধ্বনি করে।
যথায় শান্তির মূর্ত্তি সর্ব্বত্রে প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস?
গহনে আছেন বসি মহা যোগীগণ,
স্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন।
পৃষ্ঠে পার্শ্বে তরঙ্গিত তাম্রবর্ণ জটা,
তপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা।
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরায় উদয়।
প্রফুল্ল মুখ মণ্ডল, নিমীল নয়ন,
অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন!
তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাজে,
আলো করি তোমারি কি মূরতি বিরাজে?
দূর্ব্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
নির্ম্মল পবন তাহে বহে নিরন্তর!

মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন,
পাতায় লতায় ঘেরা, তাঁবুর মতন।
শ্বেত পীত নীল কাল পাণ্ডর লোহিত
নানা বর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত।
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখমলে,
যেন রত্নস্তূপে নানা মণি শ্রেণী জ্বলে।
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান,
সে গানে মিশিয়ে কিহে সেথা অবস্থান ?
সরোবরে সঞ্চারিত লহরী লীলায়,
সুন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায়।
মধুভরে রসভরে তনু টলমল,
সৌরভ গৌরব ভরে করে ঢল ঢল।
হাসি হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে,
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে।
যৌবনের মদে যেন বামা মাতোয়ারা,
এলো থেলো দাঁড়ায়ে ঢুলিছে পরী পারা।
তুমি কিহে সমীরের ছলে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে ?
গোলাপ কুসুম সব বিকেল বেলায়,
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগায় ডগায়।
রূপসীর কপোলের আভার মতন,
আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন !

সাধুদের সুকার্য্যের সুবাসের সম,
সুমধুর পরিমল বহে মনোরম।
ভূমিভাগ শোভাময়, দিক্ গন্ধময়,
সে শোভা সৌরভে কিহে তোমার নিলয় ?
পূর্ণিমায় পূর্ণ শশী বিরাজে আকাশে,
সুধাময় ত্রিভুবন নিরমল ভাসে।
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস,
প্রফুল্ল বদনে তাঁর মৃদু মৃদু হাস।
তুমি কি মিশিয়ে সেই হাসির ছটায়,
সুধা হয়ে গড়াইয়ে পড়িছ ধরায় ?
চকোর চকোরী মরি দুপারে দুজনে,
চাহিছে চাঁদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে!
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ দহন,
সুধাকর করে মুখে সুধা বরষণ।
চক্রবাক মিথুনের হয়ে অশ্রুজল,
ভাসাইছ তাহাদের হৃদয় কমল ?
বেল জুঁই ফুটে সব ধপ্ ধপ্ করে ;
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে!
তুমি কি সে সকলের দলের উপর,
শুয়ে আছ গায়ে দিয়ে চন্দ্রিকা চাদর ?
রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন,
চাকৃভাঙ্গা ঢল ঢল মধুর মতন,

যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল,
নির্ম্মল স্ফটিক জল যেন টলমল।
পঙ্কের কাজের মত তক্ তক্ করে,
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে ?
রসের লহরী ধায় তরল নয়নে,
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নবঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয় মালা,
নয়ন তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেলা ?
প্রফুল্ল অধরে কিবে মৃদু মৃদু হাস,
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ !
তুমি কি সে হাসে ভাষে মধুমাখা হয়ে,
হরহে নয়ন মন সমুখেই রয়ে ?
কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায় সেই পথ আলো,
যখন যে কথা কয় তাই লাগে ভাল।
আহা কি উদাত্ততর পদক্রম ছটা,
রস.ভরে ঢল ঢল গমনের ঘটা !
স্বর্গসুধা পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা,
ভ্রমিছে নন্দন বনে ললিত অপ্সরা।
শ্বেত শতদল মালা দুলিছে গলায়,
হেসে হেসে চায়, রূপে ভুবন ভুলায়।

সেই বিশ্ববিনোদিনী লেখনী-অধরে,—
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস ক'রে ?
হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায়।
যেখানেতে পথ সব সোণা দিয়ে বাঁধা,
স্বর্ণস্রোতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধাঁদা।
নীলমণি-তরুশ্রেণী শোভে দুই ধারে,
অমরপ্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস সরে সুবর্ণ কমল,
মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল।
যক্ষযুবতীরা মাতি সলিল-ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়,
শত চন্দ্র খোসে পড়ে আকাশ হইতে,
শত স্বর্ণ শতদল ফোটে আচম্বিতে।
যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই.
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই।
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিষে ?

স্বর্গে মন্দাকিনী তটে স্বর্ণবালুকায়,
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায় ;
উদিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন,
দূরে থেকে দৃশ্য তার ভুলায় নয়ন।
চারি দিকে দাঁড়াইয়ে নধর মন্দার,
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার।
আনত শাখার আগা স্তবকের ভরে,
পারিজাত ফুটে তায় ধপ্ ধপ্ করে।
সৌরভেতে ভরভর নন্দন কানন,
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন।
কাছে কাছে গুন্ গুন্ গেয়ে গুণগান,
মত্ত মধুকরমালা করে মধু পান।
উন্মত্ত কোকিল কুল কুহু কুহু স্বরে,
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরুপরে।
তলে কত কুরঙ্গিনী চরিয়ে বেড়ায়,
শোভা হেরে চারি দিকে সবিস্ময়ে চায়।
বর্হীগণ বিনামেঘে বর্হ বিস্তারিয়ে,
কেকা রব করি করি বেড়ায় নাচিয়ে।
মলয় মারুত সদা বহে ঝর ঝর,
সরস বসন্ত ঋতু জাগে নিরন্তর।
যথায় অপ্সরী নারী অমরের সনে,
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে।

সেই স্থান তোমার কি মনের মতন?
অপ্সরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ?
অথবা এমন কোন বিচিত্র জগতে,
যাহার তুলনা স্থল নাই ভূভারতে।
যথা নাই সময়ের ঝঞ্ঝা বজ্রপাত,
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রূর কশাঘাত।
প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খান্ খান্,
যথা নাই বিরাগের বিষদিগ্ধ বান।
সরল সরস মনে করিতে দংশন,
কপটতা কালসর্প করে না গর্জ্জন।
অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি,
ফাটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি।
ছোট মুখ কভু নাহি বড় কথা ধরে.
সমানের উচ্চ পদ গর্ব্ব নাহি করে।
পাপের বেহায়া চক্ষু ভ্যাল্ ভ্যাল্ ক'রে,
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে।
সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্ম্মল,
ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তি আছে অবিকল।
অধিবাসী সুগঠন সুশ্রী বলবান,
স্বাভাবিক প্রভাজালে বপু দীপ্তিমান্।
সর্ব্বদা প্রসন্ন ভাব, উদার আশয়,
গৌরব মাহাত্ম্য পূর্ণ সরল হৃদয়।

বদন মণ্ডল নিরমল সুধাকর,
রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট উপর।
বিনয় নম্রতা রাজে কপোল যুগলে,
নিজ নৈসর্গিক রাগে রঞ্জি গণ্ডস্থলে।
সুশীলতা শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন,
সকলের প্রতি করে প্রীতি বরষণ।
অধরে আনন্দ জ্যোতিঃ মৃদু মৃদু হাসে,
সন্তোষের ধারা ক্ষরে সুমধুর ভাষে।
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব,
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব।
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতি সাধন
করিতে, উভয়ে যেন হয়েছে মিলন।
উভয়ে উভয়ে হেরে অশ্রু জলে ভাসা,
পুরাইতে নৈসর্গিক প্রেমানন্দ আশা।
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তৃপ্ত মন ?
এখানে আমরা বৃথা করি অন্বেষণ ?

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে অন্বেষণ
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

"बाले लीलामुकुलितममी मन्थरा दृष्टिपाताः
किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस्ते।
संप्रत्यन्ये वयमुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते
शान्तो मोहस्तृणमिव जगज्जालमालोकयामः॥"

ভর্ত্তৃহরি।

কে বলে গো প্রেম নাই এই ধরাতলে!
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে?
যখন বিপদ জাল চারি দিক্ দিয়ে,
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে!
মুখমধু বন্ধু সব ছুটিয়া পলায়,
আত্মীয় স্বজন কেহ ফিরে নাহি চায়।
যবে প্রিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি,
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি।
যখন উথলে ওঠে শোকের সাগর,
আঘাতে আঘাতে মন করে জরজর!
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উৎপীড়ন,
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন।

যখন সংসার ধরে বিরূপ আকার,
চারি দিকে বোধ হয় সব ছারখার।
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন ঘটনা,
প্রাণধরা হয়ে ওঠে নরকযন্ত্রণা।
তখন আমরা আর কোথায় দাঁড়াই ?
ওহে প্রেমতরু, তব ছায়ায় জুড়াই !
প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত,
হ'ত না তোমার কোন ভাব অনুভূত।
কর্ণে শুনিতেম তুমি সকল-কারণ,
মনে মানিতেম কি না হয় না স্মরণ।
যবে বিকশিত হ'ল কিঞ্চিৎ চেতনা,
আসিয়ে জুটিল এক মোহিনী কল্পনা।
কেমন সুন্দর রূপ হাব ভাব হেলা,
কেমন মধুর কথাবার্ত্তা লীলাখেলা !
সকলি লোভন তার সকলি মোহন,
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন।
যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায় তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো চক্ষেতে তাহা ধরিল এরূপ ;
যে, কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।

ক্ষীরোদ সাগর গর্ভে যথা গিরিবর,
মঙ্গল সঙ্কল্পে তথা মগ্ন চরাচর।
প্রতিক্ষণে নাহি ঘোষে মঙ্গল কামনা,
অগাধ অপার দয়া, অজস্র করুণা,
ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন তৃণ মাত্র নাই;
ঘটনায় বিন্দু মাত্র হেন নাহি পাই।
কল্পনার মুখে শুনে ইত্যাদি প্রকার,
মরুভূমে করিতেম সিন্ধুর স্বীকার।
আকাশ হইতে হ'লে বেগে বজ্রপাত,
কত কত প্রাণী যাহে পায়িছে নিপাত;
যদিও সভয়ে চম্‌কে চক্ষু বুঁজিতেম;
মঙ্গল সঙ্কল্প তবু তাহে দেখিতেম।
প্রলয় পবন সম ভীষণ গর্জ্জিয়ে,
হঠাৎ আগ্নেয় গিরি-গর্ভ বিদারিয়ে,
তীব্র বেগে ঊর্দ্ধে ওঠে অগ্নিময়ী নদী;
সূর্য্য যেন ভেঙে পড়ে ছোটে নিরবধি।
সম্মুখের শোভাকর নগরী নগর,
তরু লতা জীব জন্তু শত শত নর,
একেবারে পুড়ে যবে হ'ত ভস্মময়;
তখনো বলেছি কেঁদে করুণার জয়।
যখন সবল সুস্থ পিতামাতা হ'তে,
হেরিয়াছি বিকলাঙ্গ জন্মিতে জগতে;

করপদ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ রব হীন,
চর্ম্ম মোড়া কুকঙ্কাল মাত্র, অতি ক্ষীণ।
তখনো ভেবেছি এর থাকিবে কারণ,
যদিও করিতে মোরা নারি উন্নয়ন ?
যদিও ইহারে হেরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
তবুও গেয়েছি করুণার গুণগান।
কলম্বস্-আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে,
সভ্য প্রবঞ্চকদের পৌঁছিবার আগে,
আদিম নিবাসীগণ সচ্ছন্দে অক্লেশে,
ভূমিস্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে।
যদি এই দস্যুদের নিষ্ঠুর শিকার,
তাদের উপরে তত না হ'ত প্রচার ;
পঙ্গপাল পড়ে যথা শস্যময় স্থলে,
না ঝাঁপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে ;
তা হ'লে তাদের দশা হ'ত না এমন
ভয়ানক বিপর্য্যস্ত, লুপ্ত নিদর্শন।
ধ্বংস অবশেষ প'ড়ে বিজন গহনে,
কাঁদিতেছে তাহাদের কি পাপ স্মরণে ;
যদিও এভাব ভেবে হয়েছি ব্যাকুল,
তথাপি দেখেছি তাহা দয়ায় সঙ্কুল।
আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন,
কোথা হ'তে কোথা তার হয়েছে পতন।

হায় যে সূর্য্যের তেজে বিশ্বের প্রকাশ,
হনুর কুক্ষির ক্লেদে তাহার নিবাস ?
যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত,
ম্লেচ্ছপদাঘাতে আজি সে হয় মর্দ্দিত !
স্মরিতে শতধা হয়ে বুক ফেটে যায়,
তবু এতে ধন্যবাদ দিয়েছি দয়ায়।
কভু কভু দেহ ছেড়ে আত্মা আরোহিয়ে,
ভ্রমেণ নারদ যথা ঢেঁকিতে চাপিয়ে,
ভ্রমিতেম শূন্যমার্গে কল্পনার মনে ;
যাইতেম অমৃত সাগরে দুই জনে।
আহা কি স্বর্গীয় বায়ু চারি ধারে বয়,
সেবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইত হৃদয়।
দেখিতেম বেলাভূমে জ্বলিছে অনল,
পশিছে তাহার মধ্যে প্রাণীরা সকল।
লবণসমুদ্রকূলে অগ্নির ভিতরে,
প্রবেশেন সীতা যেন পরীক্ষার তরে।
সে অগ্নির এই এক শক্তি অপরূপ,
প্রাণীদের স্বর্ণসম ক্রমে বাড়ে রূপ।
যত তারা ছট্ ফট্ ধড়্ ফড়্ করে,
ততই তাদের আর রূপ নাহি ধরে।
ক্রমে ক্রমে উপচিত রূপের ছটায়,
অগ্নিময়ী সৌরী প্রভা ম্লান হয়ে যায়।

যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান্,
তত শীঘ্র পায়িতেছে সে সাগরে স্থান।
দেখাইয়ে হেন কত যাদুকরী খেলা,
কল্পনা আমার চক্ষে মেরেছিল ডেলা।
ক্রমে যেন হয়ে গেনু অন্ধের মতন,
ব্রহ্মজ্ঞানে লয়িলেম তাহার স্মরণ।
সে কাঁদালে কাঁদি, আর সে হাসালে হাসি,
তারি সুখে সুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী।
যখন বুদ্ধির সেই নূতন চেতনা,
হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমনা ;
ঊষা হেরে নিশা যথা ছুটিয়ে পালায় ;
জাগরণে স্বপ্ন যথা তূর্ণ উবে যায়,
তথা প্রভা হেরে বেগে পালাল কল্পনা ;
যেন ডরে ধায় রড়ে চঞ্চলচরণা।
কোথায় পালাও ওগো কল্পনাসুন্দরী,
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি ?
বটে তুমি জন্তুদের মোহের কারণ,
তুমি গেলে হ'তে পারে মোহনিবারণ।
কিন্তু তুমি কবিদের মহা সহায়িনী,
মহীয়সী সরস্বতী শক্তির সঙ্গিনী।
তোমাকেই কোরে তাঁরা প্রথমে পত্তন,
করেন ব্রহ্মাণ্ড হ'তে প্রকাণ্ড সৃজন।

সে সৃষ্টির সুশীতল উজ্জ্বল প্রভায়,
এ সৃষ্টির চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হয়ে যায়।
এ সৃষ্টি লোকের করে দেহের লালন,
সে সৃষ্টি সর্ব্বদা করে আত্মার রক্ষণ।
পাপের কিরূপ ঘোর বিকট আকার,
পুণ্যের কিরূপ মহা প্রভার প্রচার,
কি এক জ্বলিছে পাপে বিষম অনল,
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু সুশীতল,
যথাযথ এঁকে দেয় মানুষের চোকে ;
নারকীরে লয়ে যায় সুখে সুরলোকে।
যদিও রাখি না আমি ইন্দ্রপদে আশ,
মাগিনাক পারত্রিক শূন্য সহবাস ;
কিন্তু কবি হ'তে সদা জাগিছে বাসনা,
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা ?
তুমি যদি ত্যজে যাও এমন সময়ে,
বল দেখি কি করিব তবে সে সময়ে,
যে সময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ, অবসর,
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর ;
যে সময়ে জাগাব নিদ্রিতা সরস্বতী,
সৃষ্ট্যর্থে জাগান স্রষ্টা অনন্তে যেমতি।
যদি আমি তত দিন থাকি গো জীবিত,
ভাগ্যক্রমে স্বরস্বতী হন জাগরিত ;

তখন কে কোরে দিবে তাঁর অঙ্গরাগ ?
হয়োনা কল্পনা তুমি আমারে বিরাগ !
কল্পনা ছুটিয়ে গেলে স্বপ্নোত্থিত মত,
দেখিলেম, ভাবিলেম, খুঁজিলেম কত।
সে রূপ, সে দয়া, আর সে সুধাসাগর,
কল্পনা যা এঁকেছিল চোকের উপর ;
সকলি উবিয়ে গেছে কল্পনার সনে,
কল্পনার কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কল্পনা সুন্দরী,
যাদুকরী মদিরা হতেও মোহকরী !
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য তোমার মহিমা,
তব বরে লঙ্কারাজ্য লভে কালনিমা।
তদন্তর প্রেম, আমি তোমায় খুঁজিয়ে,
বেড়ালেম সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড খুঁটিয়ে।
যত গলি ঘুঁজি পল্লী নগরী নগর,
ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর ;
অন্তরীপ প্রায়দ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ,
জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ,
আরাম উদ্যান উপবন কুঞ্জবন,
প্রান্তর প্রাসাদ দুর্গ কুটীর ভবন ;
আশ্রম মন্দির মঠ গির্জা সভাতল,
পাতি পাতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল।

ভেদিয়াছি বরফসংঘাত মেরুদ্বয়,
তিমির-সাগর প্রায় ঘোর তমোময়।
উড়ে উড়ে ভ্রমিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যলোকে,
দেবলোকে ধ্রুবলোকে বৈকুণ্ঠে গোলকে।
শূন্যে ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ তারা গণ,
অসীম সাগরে যেন দ্বীপ অগণন ;
প্রত্যেকের প্রতিবৃক্ষে প্রত্যেক পাতায়,
তন্ন তন্ন করিয়াছি চাহিয়ে তোমায়।
কোন খানে পাই নাই তব দুরশন ;
কিছুমাত্র দয়া করুণার নিদর্শন।
কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে।
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে ;
ব্যোমময় তারা সব করে দপ্ দপ্,
যেন মণি খচিত অসীম তন্দ্রাতপ ;
কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়,
কভুমাত্র "পিয়ুকাঁহা" হাঁকে পাপিয়ায় ;
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো কোরে,
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে ;
ফিরিয়াছি পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় ;
যেখানে দুচোক গেছে, গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হড়্রা উল্লাস-চীচ্‌কার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুল্‌জার।

কোথাও উঠিছে "হরিবোল হরিবোল"
ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল!
কোন পথে সুঁড়িদের দর্জ্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়,
গায়ের বিট্‌কেল্ গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোন পথ জনশূন্য, নাই কোন স্বন,
দুএক লম্পট, চোর চলে হন্ হন্।
কোন পথে বাবুজীর পাইশালের দ্বারে,
পোড়ে আছে দুএক অনাথ অনাহারে!
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকার,
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার।
প্রতি পূর্ণিমায় দ্বিপ্রহর রজনীতে,
গিয়েছি গড়ের মাঠে তোমারে খুঁজিতে!
বিকেল বেলায় হেথা দর্শকের তরে,
বস্‌রাই গোলাপ সব ফোটে থরে থরে।
ঘোড়া চড়ে ভায়া সব মর্কটের মত,
উলুক্ ঝুলুক্ মরি উঁকি ঝুঁকি কত!
সে সকল চক্ষুশূল থাকেনা তখন,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, স্তব্ধ ত্রিভুবন।
মনোহর সুধাকর হাসি হাসি মুখে,
ধরণী ধনীর পানে চান সকৌতুকে।

চন্দ্রিকা লাবণ্যময়ী হাসিয়ে হাসিয়ে,
দিগঙ্গনা সখীদের নিকটে আসিয়ে,
হ'রে লয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকা ভূষণ,
সীমন্তে পরায়ে দেন নক্ষত্র রতন!
দেখাইতে ভূষণের হরণ-কারণ,
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন ;—
"প্রকৃতি পরান যাঁরে নিজ অলঙ্কার,
কতকৃগুলো অলঙ্কার সাজে কি গো তাঁর ?
স্বভাবসুন্দর রূপ যথার্থ সুরূপ,
অলঙ্কৃত রূপ তাহে কলঙ্ক স্বরূপ।
সুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই,
কুরূপারি ঝুড়ি ঝুড়ি অলঙ্কার চাই।
অমা নাকি ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী,
সর্ব্বাঙ্গেতে পরে তাই তারা রাশি রাশি।
ইন্দ্রধনু পরে না তো কোন অলঙ্কার,
জগত মোহিত তবু রূপ দেখে তার।
ঊষার ললাটে শুদ্ধ অরুণের ছটা,
তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত করে রূপঘটা।
দুই এক খানি পর বাড়ুক প্রভাব,
সমভাব হউক ভূষণভূষ্যভাব।"
তাঁর কথা শুনে তাঁরা হেসে ঢল ঢল,
উড়ে পড়ে শুভ্র ঘন হৃদয়-অঞ্চল।

সবে মেলি হাসিখেলি আহ্লাদে ভাসিয়ে,
করেন কৌতুক কত চাঁদেরে ঘেরিয়ে।
তিনিও তাঁদের পানে হেসে হেসে চান,
করে করে সকলে করেন সুধা দান।
নন্দন কাননে যেন প্রমোদ সমাজ,
বিহরেন অপ্সরের সঙ্গে দেবরাজ।
চন্দ্রের প্রমোদ রসে রসার্দ্র ভূলোক,
প্রান্তরের তৃণ ছলে সর্ব্বাঙ্গে পুলোক।
বায়ু বশে তৃণ দল করে থর থর,
ভাবিনী ধরার যেন কাঁপে কলেবর।
সরোবর জল যেন আহ্লাদে উছলে,
ভঙ্গে রঙ্গে নাচে হাসে কুমুদিনী দলে।
সুরধুনী অদূরে করেন কল কল,
ঢল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহ্বল।
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়ে নিমগন মনে,
চারি দিকে চাহিয়াছি সুস্থির নয়নে;
কোথাও না পেয়ে, সুধায়েছি সমীরণে,
যদি হয়ে থাকে তার দেখা তব সনে;
কিন্তু সে চলিয়ে গেছে আপন ইচ্ছায়,
কর্ণপাত করে নাই আমার কথায়।
কত অমা ত্রিযামায় ছাতের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।

তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ়ধ্বান্তময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিরূপ।
যেন ধরাতল নেবে গেছে তলাতল,
অসীম তিমির সিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতেম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিতো হৃদয়ে সব সংহার আকার।
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোরে,
শূন্যময় তমোময় শ্মশানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়ে বিস্ময়ে হ'ত ব্যাকুল পরাণ।
যত ভাবিতেম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ ;
যে সবার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোন কথা কেহ না সুধায়,
পুরাণে কাহিনী মাত্র রয়েছে নির্দ্দেশ,
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্ন-অবশেষ।
কোথা সেই বীরগণ যাঁরা বাহুবলে,
চন্দ্র সূর্য্য পেড়েছেন ধোরে ধরাতলে।
যাঁদের প্রচণ্ডতর যুদ্ধ হুহুঙ্কার,
বিপক্ষের বীর হিয়া করেছে বিদার।

স্বদেশের সীমা হ'তে যাঁরা শত্রু শূরে,
ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দূরে।
যাঁরা নিজ জন্মভূমি উদ্ধার কারণ,
অকাতরে করেছেন রুধির অর্পণ;

কোথা সেই রাজগণ, যাঁরা ধীর ভাবে,
শেসেছেন দুষ্ট সংঘ অধৃষ্য প্রভাবে।
পেলেছেন শিষ্টগণে সদা সদাচারে,
ত্যেজেছেন নিজ স্বার্থ মাত্র একেবারে।
যাঁদের সরল সূক্ষ্ম নীতির কৌশলে,
ছিল দীন ধনী মানী সকলে কুশলে।
প্রান্তর শস্যেতে পূর্ণ, রতনে ভাণ্ডার,
ধরাময় হয়েছিল যশের প্রচার!

কোথা সেই বিশ্বগুরু মহাকবিগণ,
যাঁরা স্বর্গ হ'তে-সুধা ক'রে আকর্ষণ;
মরুময় জগতের ওষ্ঠাগত প্রাণে,
করেছেন জীবাধান রসামৃত দানে।
পাপের গরলময় হৃদয় উপর,
নিরন্তর বর্ষেছেন চোক্ষ চোক্ষ শর।
গদ গদ স্বরে ধোরে সুললিত তান,
পুণ্যের পবিত্র স্তোত্র করেছেন গান!

কোথা সেই জ্ঞানীগণ, জগত-কিরণ,
যাঁরা আলো করেছেন আন্ধার ভুবন।

উদ্ধারি পাতাল হ'তে রতন ভাণ্ডার,
করেছেন বিশ্বময় ঐশ্বর্য্য প্রচার।
ধরিতেন প্রাণ শুদু জগতের তরে,
উদাসীন আপনার স্বার্থের উপরে।
সম বোধ করিতেন মান অপমান,
প্রাণান্তে করেন্নি কভু আত্মার অমান!

কোথা সে সরলগণ, যাঁরা এ সংসারে,
লোকমাজে ছিলেন অগ্রাহ্য একেবারে।
নিজ শ্রম উপার্জ্জিত অতি অল্প ধনে,
কাটাতেন কাল যাঁরা অতি তৃপ্তমনে।
আপনার কুটীরেতে আইলে অতিথি,
পাইতেন অন্তরেতে পরম পিরিতি।
খুদ দুধ যা থাকিত কাছে আপনার,
তাই দিয়ে করিতেন অতিথি সৎকার।
যাঁদের নিজের প্রতি ফেলিতে নয়ন,
পান্ নাই যদিও খুঁজিয়ে এক জন;
তথাপি দেখিলে চোকে অপরের দুখ,
হৃদয়ে জন্মিত স্বত অত্যন্ত অসুখ।
যথা সাধ্য করিতেন কোন প্রতিকার,
আশা নাহি রাখিতেন প্রতি-উপকার;
নূতন অরুণ ছটা, শীতল পবন,
তরু লতা গিরি ঝর্ণা প্রান্তর কানন;

পাখীদের সুললিত হর্ষ-কোলাহল,
সুমধুর তটিনীকুলের কলকল ;
এই সব নিসর্গের মহৈশ্বর্য্য লয়ে,
সুখে দিন কাটাতেন একেশ্বর হয়ে !

এবে তাঁরা সকলেই ত্যেজে এই স্থান,
তিমির সাগর গর্ভে মহানিদ্রা যান।
কে দিবে উত্তর, আর কে দিবে উত্তর !
আমাদেরো এইরূপ হবে এর পর।
এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব,
একদিন এই আমি, আমি নাহি রব।
চলে যাব সেই অনাবিষকৃত দেশ,
হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দ্দেশ ;
অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে,
ফিরিয়া আসেনি পুন আর এ জগতে।
এমন কি আছে গুণ, যাহার কারণ,
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ ?
মিত্রেরা দুদিন হদ্দ স্মারক স্বরূপ,
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এইরূপ ;
যথা—" তার ছিল বটে সরল হৃদয়,
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয়।
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতার মান,
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণের সমান।

বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ,
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো বরামোদ।
জন্মভূমি প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি,
সগৌরব ঘৃণা ছিল ম্লেচ্ছদের প্রতি।
সদানন্দ মন ছিল, মগ্ন ছিল ভাবে,
বুদ্ধি সত্ত্বে অন্ধ ছিল সাংসারিক লাভে।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ভুঁড়েদের গ্রাহ্য নাহি করিত কাহায়।
ব'সে ব'সে আপনি হইত জ্বালাতন,
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন।
নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই,
জানিত এ দেশে তার সমজ্‌দার নাই।"
তুমি কি তখন, অয়ি প্রেম-প্রবাহিণী!
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী?
এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরসা,
তাই আরো দ'মে যাই ভেবে ভাবী দশা।
বাঙ্গালির অমায়িক ভোলা খোলা প্রাণ,
এক দিন হবে না কি তেজে তেজীয়ান্‌?
যদি হয়, নাহি ভয়, সেই দিন তবে
গিয়ে দাঁড়াতেও পার আপন গৌরবে।
পরের পাতড়াচাটা, আপনার নাই,
মতামতকর্ত্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাই।

মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক্ তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ!
ভাল ভাল, যুক্তি ভাল, ভাল অভিপ্রায়,
ভাইপোরা মাথায় বড় ঘাড়ে তোলা দায়!
সাধারণে ইঁহাদের ধামা ধোরে আছে,
কাজে কাজে আদর পাবেনা কারো কাছে।
এখন মোহন বীণা নীরবেই থাক্,
এ আসর প্যাঁচাদের নৃত্য হ'য়ে যাঁক্।
তুমি যে আমার কত যতনের ধন,
কেন সবে আনাড়ির হেয় অযতন?
ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জরজর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।
কোথায় বা আছ তুমি, নিজে সরস্বতী,
সময়ে শরের বনে করেন বসতি।
কোথা শ্বেতপদ্ম-বন তাঁহার তখন,
সৌরভ গৌরবে যার মোহিত ভুবন!
শরের খোঁচায় ছিন্ন কোমল শরীর,
জন্তু গুলো ঘেরে করে কিচির মিচির!

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।
অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায়,
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে খুঁজেছি তোমায়।
কোন কালে হয় নাই দেখা তব সহ,
খুঁজেছি তোমায় প্রেম তবু অহরহ।
যবে ঘোর ঘনঘটা যুড়িয়া গগন,
মেদিনী কাঁপায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন।
কালীর সাগর প্রায় অকূল আকাশ,
ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুৎ বিলাস।
তত্তড়্ তত্তড়্ বেগে বৃষ্টি পড়ে,
ছটাচ্ছট্ গুলিবৎ শিলা চচ্চড়ে।
সোঁসোঁ সোঁসোঁ বোঁবোঁ বোঁবোঁ ধাক্কান ঝড়ে
বৃক্ষ বাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উখাড়িয়া পড়ে।
ঘোরঘট্ট চণ্ডযুদ্ধে মেতে ভূতদল,
লণ্ডভণ্ড করে যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে,
প্রলয়ের মাঝে আমি খুঁজেছি তোমারে।
যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ,
রঞ্জিত করিয়ে দেয় ধরার আনন।

ঊষা দেবী স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরি,
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ শৃঙ্গপরি।
সুশীতল সুমধুর সমীরণ বয়,
শান্তিরসে অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়।
সে সময়ে শান্ত হয়ে উদার অন্তরে,
চাহিয়াছি চারি দিকে দরশন তরে।
কিছুতেই যথন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শূন্যময় তমোময় বিশ্ব সমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক, সব মরুময়।
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি,
দুর্ভর হৃদয়ভার সহিতে না পারি;
কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা, ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায়!
অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তিসুখময়,
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ রসোদয়।
কেমন প্রসন্ন, আহা কেমন গম্ভীর,
অমৃত সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির!
আজি বিশ্ব আলো কাঁর কিরণনিকরে,
হৃদয় উথলে কাঁর জয়ধ্বনি করে;

বিপদ সম্পদ যত জগতের ধন,
কেন আজি যেন সব নিশির স্বপন ;
কেন ধৃষ্ট পাপের দুর্দ্দান্ত সৈন্য যত,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে হয়ে অবনত ;
কেন সেই প্রবৃত্তির জ্বলন্ত অনল,
পদতলে প'ড়ে আছে হয়ে সুশীতল ;
ছুটিয়ে পলান কেন পিরিতি সুন্দরী,
কেন বা উঁহারে হেরে মনে হেসে মরি !
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল !
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ ভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময় !

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে নির্ব্বাণ
নামক পঞ্চম সর্গ।

সমাপ্ত।

সংগীত-শতক।

সঙ্গীত-শতক।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

সংগীত কি সুমধুর
রস রসময়!
নীরস সরস করে,
শিলা দ্রব হয়;

কবিগণ—পদ্মবনে
রাগিণী সঙ্গিনী সনে
মূর্ত্তিমতী সরস্বতী
সুধা বরিষয়;

নিতান্ত কাতর জন,
শোকে তাপে দগ্ধমন,
শ্রবণে করিলে পান,
তৃপ্ত হয়ে রয় ॥ ১ ॥

—•—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

সদা আমি আছি সুখী
লয়ে এসকল ধন—
তরুণ অরুণ ছটা,
সুশীতল সমীরণ,

তারাবলি, সুধাকর,
তরঙ্গিণী, জলধর,
তরু, লতা, ধরাধর,
নির্ঝরের নিপতন;

অনুরাগি প্রমদার
অমায়িক ব্যবহার,
কৃপাময় জনকের
স্নেহ-ছায়াবলম্বন ;

ধূলীর পুতলী গণে
ফেটে পড়ে যেই ধনে,
সে ধনে সুখের আশা
করিনি কখন ॥ ২ ॥

—•—

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে
অতি মনোহর!
পরিয়াছে পাঁচরঙা
সুন্দর অম্বর;

হাসি হাসি চন্দ্রানন,
আধ ঘন আবরণ,
আধ প্রকাশিত আভা,
কিবা শোভাকর!

কাল মেঘ কেশ মাজে,
শাদা মেঘ সিঁতি সাজে,
তার মাজে জ্বলে মণি
তারক সুন্দর;

নীল জলধর-পরে,
যেন নীল গিরিবরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে, রূপে
উজলি অম্বর॥ ৩॥

—*—

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা।

কোথায় রয়েছ প্রেম!
দাও দরশন!
কাতর হয়েছি আমি
কোরে অন্বেষণ;

কপটতা—ক্রূরমতি,
বিষময়ী, বক্রগতি,
দংশিয়ে তোমারে বুঝি
করেছে নিধন? ॥ ৪ ॥

—*—

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা।

এই যে সম্মুখে প্রেম
মানসমোহন!
আভাময় প্রভাজালে
আলো ত্রিভুবন;

সারল্যের স্বচ্ছ জলে,
প্রত্যয়ের শতদলে,
সুখেতে শয়ন করি
সহাসবদন;

সন্তোষ অনিল বায়,
আনন্দ লহরী ধায়,
চিত মধুকর গায়
সুধা বরিষণ—
চারিদিকে সুধা বরিষণ ;
এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন ! ॥ ৫ ॥

—•—

রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল আড়াঠেকা।

প্রাণ প্রেয়সি আমার !
হৃদয়-ভূষণ,
কত যতনের হার ;
হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলে ওঠে
আনন্দ অপার ॥ ৬ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

নধর নূতন তরুবর
কিবা সুশোভন !
সাদরে দিয়েছে এসে
লতাবধূ আলিঙ্গন ;

উভয়ে উভয় পাশে
বাঁধা বাহুশাখা পাশে,
কুসুম বিকাশি হাসে,
ভাষে ভ্রমর গুঞ্জন ;

মিলায়ে বায়ুর স্বরে
কুহু ছলে গান করে,
নাচে আনন্দের ভরে
কোরে বাহু প্রকম্পন ;

কে বলে শিশির জল ?
প্রেম-অশ্রু অবিরল
ঝরে, যেন মতি ঝরে,
করে সুধা বরিষণ ;

বনলক্ষ্মী কুতূহলে
আসন এঁকেছে তলে,
কত কারিগরী, মরি,
করিয়াছে কি যতন !

মল্লিকা যূথিকা গণ
উচ্চ শাখী আরোহণ
করি, করি করাঞ্জলি,
করে লাজ বিকিরণ ॥ ৭ ॥

—*—

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে
হয়েছ এমন!
নিতান্ত উদাস প্রায়,
ভাঙা ভাঙা মন;

কপোল হয়েছে লাল,
ঘামিছে মোহন ভাল,
নিশ্বাসে অধর ঝলে,
নেত্রে জ্বলে হুতাশন॥ ৮॥

—*—

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

হায়, সুখময় ফুলবন
হয়েছে দাহন!
নীরব এখন—
কোকিলের কুহুরব,
অলির গুঞ্জন;

আর পূর্ণিমার ভাসে
ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে
প্রমোদিত মন॥ ৯॥

—*—

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ধামাল।

এস লো প্রেয়সি
এস হৃদি মাঝে!
রতন, পতন পদে,
নাহি সাজে;
কিছুতো করনি দোষ,
কি জন্যে করিব রোষ,
কাতর দেখিলে তোরে
ব্যথা বাজে—
প্রাণে ব্যথা বাজে;
এস লো প্রেয়সি এস
হৃদি মাঝে! ॥ ১০ ॥

—*—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

ওই দেখ শস্যভূমি
কিবা শোভা পায়!
ত্যেজে জল, যেন স্থলে
তরঙ্গ গড়ায়;
নূতন মুঞ্জরী ভরে
আছে ঘাড় হেঁট কোরে,
নতমুখী নব বধূ
সরমের দায়;

বেলা শেষ ঝিক্‌মিক্‌,
শস্য করে চিক্‌চিক্‌,
মরকত-খনি যেন
ভানুর ছটায়॥ ১১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

না দেখিলে দহে প্রাণ,
দেখিলে দ্বিগুণ দয়,
কিছুই বুঝিতে নারি
কেনই এমন হয়;

হেরে প্রিয় চন্দ্রানন
যখন মোহিত মন,
তখনি অমনি হৃদে
জাগে অদর্শন ভয়;

ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভা
প্রকাশে আপন প্রভা,
আঁধার কি যায় তায়?
আরো অন্ধকার হয়॥ ১২ ॥

—*—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

যত দেখি, ততই যে
দেখিবারে বাড়ে সাদ,
নির্ম্মল লাবণ্য রসে
না জানি কি আছে স্বাদ!

কে যেন বাঁধিয়ে মন
বলে করে আকর্ষণ,
ফিরেও ফিরিতে নারি,
বিষম প্রমাদ! ॥ ১৩ ॥

—*—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

এক পল না দেখিলে
মন যেন হুহু করে,
কোন বিনোদন আর
ভাল লাগে না অন্তরে;

কি যেন হইয়ে যাই,
আমি যেন আমি নাই,
তারো কি করে এমন
পরাণ আমার তরে? ॥ ১৪

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

ভালবাসা ভাল বটে
যদি পরস্পরে বাসে,
জানে না যাতনা কভু,
চির কাল সুখে ভাসে ;

যদি ঘটে বিপর্য্যয়,
প্রলয় পবন বয়,
প্রেমীর সংশয় প্রাণ,
অপ্রেমী উড়ায় হাসে ॥ ১৫ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

নির্জ্জন নদীর কূলে
মনোহর কুঞ্জবন.
যেন তরঙ্গেতে ভাসে
আহা কিবা দরশন !

জড়িত মুকুল ফুল
লতা পাতা সমাকুল,
ঝাড়কাটা মখমল-
তাঁবু যেন সুশোভন ;

নধর বিটপ চয়
থোলো থোলো ফুলময়
আশে পাশে ঝোলে, দোলে
যত বহে সমীরণ ;

সুখে বোসে অভ্যন্তরে
টুন্‌টুনি টুন্‌টুন্‌ করে,
কে যেন সপ্তম স্বরে
আগিন করে বাদন॥ ১৬

—*—

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

ছাড়িতেও পারিনে প্রেম,
করিতেও পারিনে ;
প্রেম সুধু কথামাত্র,
জেনেও জানিনে ;

সদা মনে জাগে আশা
পাব ভাল ভালবাসা,
সে আশা, নিরাশা ;
তবু ভেবেও ভাবিনে ;

ভেবে বা কি হবে আর,
হবে তাই যা হবার,
মনে আছে বিধাতার,
এঁচেও আঁচিনে;

চাতক অনন্যধ্যান,
অন্য জলে তুচ্ছ জ্ঞান,
কে তোষে তাহার প্রাণ
কাদম্বিনী বিনে? ॥ ১৭ ॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

হাসিতে হাসিতে দেখি
যাইছ প্রেমের বাসে!
দেখনা তোমার পাশে
বিচ্ছেদ দাঁড়ায়ে হাসে;

আহ্লাদেতে গদগদ,
যেন পাবে ব্রহ্ম-পদ,
ভেবে তব পরিণাম
অতি দুখে হাসি আসে ॥ ১৮

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

আরাম-আমোদ ছেড়ে
কেন বোসে এ কুস্থানে ?
ঝাড়, ছবি, হাসি হর্‌রা,
ভাল আর লাগেনা প্রাণে ;

ঝোপ্ ঝোপ্ এঁদো বন,
লোক নাই এক জন,
ডোবা, ঘাট, শেওলাধরা,
থাকিতে আছে এখানে ?

কিবা ছায়াময় স্থল,
ঘাটে পাতা মখমল,
মখমলপাতা জলে
পদ্ম হাসে স্থানে স্থানে ;

বায়ু বহে ঝুর্ ঝুর্,
গন্ধ আসে সুমধুর,
ঝোপে বসে সামা পাখি
গায় সুললিত তানে ;

যদি ভাই মন চায়,
আসিয়ে বস হেতায়,
জুড়াও নয়ন মন,
যাবেইতো সেই খানে ॥ ১৯

রাগিণী ঝিঁঝিট্‌—তাল আড়াঠেকা।

হৃদয়ে উদয় এ কে
রমণী রতন!
মলিন বসন পরা,
মলিন বদন;

করেতে কপোল রাখি,
অবিরল ঝরে আঁখি;
ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে
হয়ে অচেতন॥ ২০ ॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

এত আদরের ধন
সাধের প্রণয়!
কেন গো ক্রমেতে আর
তত নাহি রয়?

প্রথম উদয়ে শশি
কত যেন হাসিখুসি,
শেষে কেন ক্রমে ক্রমে
ম্লান অতিশয়?

যোগাইতে যে আদরে,
সদা ব্যস্ত পরস্পরে,
সে আদর করা পরে,
ভার বোধ হয় ?

বটে মানুষের মন
চায় নব আস্বাদন,
তা বোলে প্রণয়ও কি রে
নব রসময় ? ॥ ২১ ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

হায়, কে জানে তখন
শেষে হইবে এমন !
মণিহার ফণি হয়ে
করিবে দংশন—
হৃদে করিবে দংশন ;

সরল সরল হাস,
সরল সরল ভাষ,
কেমনে জানিব আছে
গরল গোপন—
তাতে গরল গোপন ?

ব্যাধেরা বাঁশীর তানে,
হরিণে ভুলায়ে আনে,
অলক্ষ্যেতে বাণ হানে,
হৃদি বিদারণ—
করে হৃদি বিদারণ ;

হাহারে অবোধ পান্থ
মণি লোভে হয়ে ভ্রান্ত
কপট ভুজঙ্গ-মুখে
করেছ গমন—
ভুলে করেছ গমন !

হায়, কে জানে তখন
শেষে হইবে এমন ! ॥ ২২ ॥

রাগ গৌড় মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

উঃ কি প্রচণ্ড ঝড়,
শব্দ ভয়ঙ্কর !
ক্ষণ মাত্রে ঢেকে গেল
ধূলায় অম্বর ;

বড় বড়, শত শত,
খাড়া ছিল বৃক্ষ যত,
এক দমকেতে নত
পৃথ্বী-পৃষ্ঠোপর ;

দর্জ্জা জান্‌লা শূন্যে ওড়ে,
ধুধ্‌ধাড়্‌ বাড়ি পড়ে,
চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ
ওঠে ঘোরতর ;

নদহ্রদ-জলে, বলে,
ছুড়ে ফেলে দেয় স্থলে,
পর্ব্বতাদি যেন ভয়ে
কাঁপে থর থর ;

বৃষ্টিধারা তীক্ষ্ণতরা,
যেন বাণ পরম্পরা,
তড়্‌তড়্‌ পড়ে এসে
বেগে নিরন্তর ;

এ কি রে প্রলয় কাণ্ড !
বুঝি আজ এ ব্রহ্মাণ্ড,
গুঁড় হয়ে উড়ে যাবে
শূন্যের উপর ? ॥ ২৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

নিস্তব্ধ ভুবন
হয়েছে এখন!
আর নাই সোঁসোঁ-শব্দ
প্রচণ্ড পবন;

প্রশান্ত, লোহিত-ছবি,
ওই উঠিতেছে রবি!
ধরা যেন পুনর্ব্বার
পেয়েছে জীবন;

ছিন্ন ভিন্ন কলেবর,
ছিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার,
এত যে দুর্দ্দশা,
তবু প্রফুল্ল বদন;

স্খলিত হয়েছে মূল,
পড়ে আছে তরুকুল,
রণভূমে সেনা যেন
করেছে শয়ন;

গ্রাম্য পক্ষী একস্তরে
সবে পড়ে আছে মোরে,
চারি দিকে ইতস্তত
স্তূপের মতন;

হর্ম্ম্যাদির অবয়ব,
ওলোট্ পালট্ সব,
হাতি যেন দলে গেছে
কমল কানন ;

"হইয়ে উন্মত্ত প্রায়,
কি কাণ্ড করেছি হায়,"
এই ভেবে যেন কাঁদে
মন্দ সমীরণ ॥ ২৪ ॥

রাগ গৌড় মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

অধিক প্রণয় স্থলে
যদি ঘটে অপ্রণয়,
অহহ কি ভয়ানক
বিষম যাতনা হয়।

মুখ কিছু নাহি বলে,
মন গুমে গুমে জ্বলে,
মর্ম্মগ্রন্থি একেবারে
ছিন্ন ভিন্ন, ভস্মময় ॥ ২৫ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

বন্ধুর নিকটে দুখ
জানালে কমিয়ে যায়,
কিন্তু হায় হেন বন্ধু
কোথা বল পাওয়া যায়!

সবে নিজ সুখে সুখী,
পর দুখে নহে দুখী,
দুখ শুনে মনে হাসে,
মুখে করে হায় হায়! ॥ ২৬ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

যার হিত অন্বেষণ
করি মনে নিরন্তর,
সে ভাবিলে বিপরীত,
বিদীর্ণ হয় অন্তর;

কি রূপ যাতনা তায়,
অন্যে কি বুঝান যায়?
ভুক্তভোগী জানে ভাল
যে রূপ সে ভয়ঙ্কর;

কাহারো প্রতি প্রত্যয়,
বিন্দুমাত্র নাহি রয়,
সব যেন শূন্যময়,
হাহুতাশ হয় সার ॥ ২৭ ॥

রাগ গৌড় মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সকলি সহিতে পারি,
নারি তেজের অপমান ;
রাখিতে তেজের মান
অকাতরে ত্যজি প্রাণ ;
করিয়ে সুপথ ধার্য্য,
নির্ভয়ে করিব কার্য্য,
যা আছে অদৃষ্টে হবে,
নাহি তাহে দুঃখ জ্ঞান ॥ ২৮ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

সমুদ্রের বেলাভূমি
ভয়ঙ্কর, মনোহর,
যেন ঘোরতর যুদ্ধে
সদা মত্ত রত্নাকর ;

ভীম ভৈরব রব-
প্রপূরিত দিশ সব,
কোথা মেঘ কড়্কড় ?
কোথা বজ্র ঘর্ঘহ ?

এই মাত্র পাছু হটে,
এই পুনঃ আশু ছোটে,
লাফায়ে লাফায়ে ফাটে
তটের উপর ;

ফেণ যেন তুলা-রাশি,
নীল জলে খেলে ভাসি,
শত শ্বেত মেঘমালে
কত শোভে নিলাম্বর ?

বহিত্র করিয়া কোলে
নেচে নেচে হ্যালে দোলে,
ঊর্দ্ধে তোলে, নিম্নে ফ্যালে,
দোলা দেয় নিরন্তর ;

দৃষ্টির সীমার শেষে
উঠিয়ে অম্বরে মেসে,
অম্বরো নামিয়ে এসে
হয় এক-কলেবর ;

মিলিত উভয় ছটা,
নীল মণিময় ঘটা.
ওই খানে ঝুলে পড়ে
অস্তোন্মুখ দিনকর ;

ঢল ঢল রক্ত রবি.
পদ্মরাগ মণিছবি.
নীল মণিময় স্থলে
বড়ই সুন্দর !

সমীরণ ঝরঝর.
শুষ্ক পর্ণ মরমর,
গন্ধে দিক্ ভরভর,
জুড়ায় অন্তর :

বিস্ময় উদার ভাব,
চিত্তে হয় আবির্ভাব,
নিরখি তাদৃশ মূর্ত্তি
উদার, প্রসর ॥ ২৯।

———

রাগিণী ললিত—তাল খং।

হিংসক কি ভয়ানক
জন্তু এ সংসারে!
অন্তরে নরক, ক্রিমি
কিলিবিলি করে;

চোক্ দুটো মিট্‌মিটে,
কথা গুলো পিট্‌পিটে,
মাস সিঁট্‌কে আছে সদা
মুখের দুধারে;

সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ,
সর্ব্বদাই ঘুঁৎ ঘুঁৎ,
সুধা কেহ খেতে দিলে
বিষ জ্ঞান করে;

থেকে থেকে কচি খোকা,
থেকে থেকে নেকা বোকা,
পোড়া মুখে দেঁতো হাসি
খেতে আসে ধোরে;

প্রত্যেক কথায় রিশ
থু থু ফেলে ডাহা বিষ,
জগতের মধ্যে ভাল
লাগে না কাহারে;

যদি কেহ সুখে রয়,
যেন সর্ব্বনাশ হয়,
কুঁড়ের ভিতরে বোসে
জ্বোলে পুড়ে মরে ;

সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো
পেঁচারে লাগেনা ভাল,
কোটরে লুকিয়ে থেকে
মাল্‌সাট্‌ মারে ;

শুনিলে কাহারো যশ
রেগে হয় গশগশ,
রটায় তার অপযশ
যে প্রকারে পারে ;

করিতে পরের মন্দ
বড়ই মনে আনন্দ,
নিয়ে তার ছন্দবন্দ
ছুতো খুঁজে মরে ;

ভাবিয়ে না ঠিক পাই,
বল বিধি শুন্তে চাই,
কোন্‌ মাটি দিয়ে তুমি
গড়েছ ইহারে ? ॥ ৩০ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

তত‌ই ঘুচিবে জ্বালা,
যত জ্বালা না ভাবিবে ;
অন্তরে হিংসার জ্বালা
জ্বলিলে সদা জ্বলিবে ;

অন্যেরে দেখিয়ে সুখী,
কেন বৃথা হও দুখী !
পরে সুখেতে সুখী
হইতে কবে শিখিবে ? ॥ ৩১ ॥

—*—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

জগতে মানুষ চেনা
দেখি বড় দায় !
বিবিধ বেশেতে ফেরে
বিবিধ মায়ায় ;

কভু ফুল সেজে রয়,
মধুর আমোদ বয় ;
কভু অহি হয়ে এসে
হৃদয়ে দংশায় ॥ ৩২ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

দূরে থেকে দেখি গিরি
যেন ঠিক মেঘোদয়,
আকাশে মেঘের সঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয়;

অগ্রসর হই যত,
আকাশ ছাড়িয়ে তত
ক্রমে বোসে যায় নিম্নে,
আকাশ উন্নত হয়,

প্রকাণ্ড স্তূপের প্রায়,
লতা পাতা ঢাকা গায়,
উচ্চ নীচ কত মত
চূড়া শোভে শিরোময়;

ওই সে বৃহৎ রাশি
স্পষ্ট দেহ পরকাশি,
সুদীর্ঘ প্রাচীর প্রায়
হতেছে বিস্তার;

যারা ছিল লতা পাতা,
ক্রমে ক্রমে তোলে মাথা,
স্কন্ধ কাণ্ড প্রকাশিয়ে
বৃক্ষে পরিণত হয়;

পাশে পাশে সারি সারি
দাঁড়ায়েছে বেঁধে সারী,
যেন সান্তিরির দল
দিয়েছে কাতার,

মহাবীর, মাজে মাজে
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সাজে,
স্তব্ধভাবে পৃষ্ঠে হেলে
বুক ফুলাইয়ে রয় ;

তরঙ্গিত মেখলায়,
নির্ঝরের ধারা ধায়,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেগে ঠেকে
ঠিকরিয়া পড়ে,

গভীর কূপের মত
হেথা হোথা গুহা কত,
দিবসেও অভ্যন্তর
তমোময় অতিশয় ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল আড়াঠেকা।

একি একি সোহাগিনি!
কেন বসে ধরাসনে?
অধোমুখে, মনোদুখে
ধারা বহে দুনয়নে,

আলুথালু কেশপাশ,
সিথিলিত বেশবাস,
থেকে থেকে ফুলে ফুলে
উঠিতেছ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৪ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ছিছিহে প্রেমিক
তুমি বড়ই অধীর!
বুঝিতেতো জাননাক
মনোভাব কামিনীর!

কাঁদে, না দেখিলে যারে,
কাঁদে, দেখিলেও তারে,
মাঝে আছে, ঘেরা আছে
ছলের প্রাচীর;

করিতে হবেনা জেদ,
আপনিই হবে ভেদ,
ঘুচিবে মনের খেদ,
জেনহে ইহাই স্থির;

ক্রমেতে সকলি হয়,
ক্রম ছাড়া কিছু নয়,
ক্রমে মন পাওয়া যায়,
বনের পাখির;

সবুর সকল স্থলে,
সবুরেতে মেওয়া ফলে,
সবুর করিয়ে তলে
রত্ন তোলে জলধির॥ ৩৫

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

বুঝাতে হবেনা আর
বুঝি আমি সমুদায়,
পরে যাহা হবে, তাহা
প্রথমেই জানা যায়,

সকলেরি আছে চিহ্ন,
কিছু নাই চিহ্ন ভিন্ন
উঠন্তি গাছের আগে
পাতায় প্রকাশ পায়;

যামিনী যখন আসে,
অন্ধকার হয়ে আসে,
উষার আসার আগে
শুক্ তারা দেখা দেয়;

হইলে কমল কলি,
পরে মধু লভে অলি,
আকন্দ মুকুল হতে
কভু কি লভেছে তায়? ॥ ৩৬ ॥

—•—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

যেমন হৃদয় যার,
সে ভাবে তেমন;
সুধায় জনমে সুধা,
বিষে বিষ উদ্ভাবন;

নিজ মন তুলি যোরে
পর মন চিত্র করে,
কল্পনা করিতে পারে
স্বরূপ কি নিরূপণ ?

চলিলে কল্পনা পথে,
পড়িবে ভ্রমের হাতে,
ফল মাত্র লাভে হতে
অন্ধ হবে দুনয়ন ;

শুভ্র ছটা পুর্ণিমার,
বোধ হবে অন্ধকার,
নির্ব্বিকার স্বচ্ছ জল,
পঙ্করাশি হবে জ্ঞান ;

যতই খুঁজিবে হিত,
তত হবে বিপরীত,
জলেতে ডুবিয়ে রয়ে
অনলে হবে দাহন ;

যথায় আনন্দ হাসে,
মহানন্দ পরকাশে,
তথায় বিষাদ এসে
বেড়ায়, কোরে ক্রন্দন ! ॥ ৩৭ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

প্রদীপ্ত অনল শিখা
ধক্ ধক্ দিনকর!
যেন চতুর্দ্দিক জ্বলে
এ কি দেখি ভয়ঙ্কর!

বর্ষে অগ্নিপূর্ণ বাণ,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ,
চৌ চোটে ফেটে ওঠে
ধরিত্রীর কলেবর;

বহে বায়ু সন সন্,
লু ছোটে ভন্ ভন্,
অগ্নি বৃষ্টি হয় যেন
সর্ব্ব-সর্ব্ব-অঙ্গোপর;

শুষ্কপত্র বনস্থলে
দাউ দপ্ দাব জ্বলে,
লক্ লক্ অগ্নি-অর্চ্চি
ব্যেপে ছোটে বনান্তর;

ঊর্দ্ধ মুখে শূন্যোপরে
কাঁদিছে কাতর স্বরে
যায় যায় প্রায় প্রাণ
চাতক খেচরবর॥ ৩৮॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

ওই গো পশ্চিমে ভানু
অস্তমিত হয়!
তেজোহীন, জ্যোতিক্ষীণ,
বপু রক্তময়;

সিন্দুরমাখান জালা,
ঊর্দ্ধে তলা নিম্নে গলা,
নিম্ন মুখে নেমে নেমে
লুকাইয়ে যায়;

যাহা কিছু অবশেষ
ছিল বিভুতির শেষ,
মেঘের সর্ব্বাঙ্গে তাহা
ছড়াইয়ে রয়;

প্রচণ্ড প্রতাপে যাঁর
প্রতাপিত ত্রিসংসার,
হায় রে এখন আর
কিছু নাই তাঁর!

অহো একি বিপর্য্যয়!
দেখে হয় বোধোদয়
এক দিন কারো কভু
চির দিন নয়! ॥ ৩৯ ॥

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা।

আহা প্রাণ জুড়াইল
ছাতে এসে এ সময়ে!
উঃ কি গুমোট্! গেহে
কার সাধ্য থাকে সয়ে,

অম্বরেতে নিশাকর
প্রসারি বিশদ কর,
নিস্তব্ধ ধরায় দেখে
বিস্মিতের প্রায় হয়ে,

প্রকৃতি লাবণ্যে ভাসে,
সুখিনী যামিনী হাসে,
সুশীতল সমীরণ
ধীরে ধীরে যায় বয়ে ॥ ৪০ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

কেন আজি নিদ্রা দেবী
হয়েছ নিদয়?
তোমার বিরহে আমি
ব্যাকুল-হৃদয়;

যদিও মালতীমালা
বুকে মুখে করে খেলা,
যদিও মলয়ানিল
ঝর ঝর বয়,
সকলি বিষের বাণ,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ,
শয্যা যেন শত শূল,
কত আর সয়?
জগতের জ্বালা হতে
কিছু অবসর লতে,
প্রতি দিন এ সময়ে
তব আলিঙ্গনে—
আসিয়ে মজিয়ে রই,
নব বলে বলী হই,
কোথা দিয়ে কেটে যায়
ক্লান্তির সময় ॥ ৪১ ॥

—*—

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা।

কেবল অন্তরে দেখে
তৃপ্ত নাহি হয় মন,
দরশন সুধা বিনে
কাঁদে কাতর নয়ন ;

যদিও প্রেয়সি তোরে
এঁকেছি হৃদি মাঝারে,
স্থধু ছবি সান্ত্বনা কি
পারে করিতে কখন ?

বটে পূর্ণিমার শশি
হৃদয়ে রয়েছে পশি,
তবু এলে অমা নিশি
পরাণ করে কেমন ! ॥ ৪২ ।

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

তেজোমান ত্যেজিবনা !
সহিতে হলেও বিষম যাতনা ;
যদিও প্রেয়সি হৃদাকাশ শশি !
তোমার বিহনে সব তমোনিশি,
কাঁদি দিবা রাতি বিরলেতে বসি,
দরশন-আশী তবু হইবনা ;

বিরহ অনল, যে দিন প্রবল
হইবে, দহিবে মানস কমল,
অবশ্য জীবন হইবে বিকল,
কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করিবনা ;

নহে প্রেম, প্রাণ, সামান্য কখন,
জানি, মানি তেজে তাদের প্রধান,
প্রেমের কারণ তেজের অমান
করিয়ে পরাণ ধরিতে পার্‌বনা;

মান যদি গেল, প্রাণেতে কি ফল?
প্রেমে বা কি হলো? সকলি বিফল!
শুকাইল জল, ফুটিবে কমল,
কারে আর বল অঘট ঘটনা?

হৃদয় সরল, ব্যাভার নির্ম্মল,
কারো প্রতি কভু নাহি কোন ছল,
নিজ ভাবভরে নিজে ঢল ঢল,
কেরে করে তারে জোরে অমাননা?

তেজঃ যে কি ধন, কাপুরুষ জন
গেলেও জীবন চেনেনা কখন,
হায়রে চেনেনা অসতী যেমন
সতীত্ব রতন!

এবিরূপ ব্যাভার প্রবেশি অন্তর
করেনা তাহারে তত জরজর,
অনায়াসে সয়, অনায়াসে দেয়
অন্যেরো অন্তরে খামকা বেদনা॥ ৪৩॥

—*—

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

মনে যে বিষম দুখ
কয়ে কি জানান যায় ?
কিছু কিছু পারিলেও
কিবা ফলোদয় তায় !

কুররী বিজন বনে
কাঁদে গো কাতর মনে,
কেবা বল তাহা শোনে,
বাতাসে ভাসিয়ে যায় ! ॥ ৪৪ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

সঞ্জীবনী লতা মম
দূরে থাকে নিরন্তর,
কেমনে রহিবে প্রাণ
হয়ে দারুণ কাতর !

কে আছে, কারে বা কই,
লাজে মনে মরে রই,
পরের ভাবিতে পর
কবে পায় অবসর ?

হাহারে চাতক পাখি
শুষ্ক কণ্ঠে ডাকি ডাকি
ত্রিভুবন শূন্য দেখি
ত্যেজিল জীবন,

এবে করি আড়ম্বর
নব শ্যাম জলধর
বরষিছে নিরন্তর
বৃথা শবের উপর ! ॥ ৪৫ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

এস এস প্রিয়তমে
প্রাণপ্রিয়ে পূর্ণশশি !
তোমারে হেরিয়ে দূরে
গেল মনোতমোরাশি ;

আজি একি ভাগ্যোদয় !
সব দেখি আলোময়.
পূর্ণিমা প্রকাশে কোথা
থাকে ঘোরা অমা নিশি ;

দেখিব না দুখ-মুখ,
সুখে ভোগ করি সুখ,
চিরকাল ভাল বাস,
চিরকাল ভাল বাসি! ॥ ৪৬ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

প্রণয় পরম সুখ,
যদি চির দিন রয়,
তা হলে তাহার কাছে
কিছুই তো কিছু নয়;

একধ্যান, একজ্ঞান,
একমন একপ্রাণ,
জীবনে জীবন রহে
মরণে মরণ হয়;

কিন্তু হায় এই খেদ,
প্রায় ঘটে ভেদাভেদ,
খেদে মর্ম্ম হয় ভেদ
ভাবিতে সে দুঃসময়;

আগে ছিল যে নয়ন
প্রেমাশ্রুতে প্লবমান,
আহা সে নয়নে এবে
নিরন্তর ধারা বয়।

আগেতে দেখিলে যারে
হৃদে না আনন্দ ধরে,
এখন দেখিলে তারে
খেদে বুক ফেটে যায়। ॥ ৪৭ ॥

—*—

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

মানবের মনো-আশা
কখন পোরে না,
সাধের কল্পনা,
শেষে কেবল যন্ত্রণা;

করিয়ে সুখের আশ,
হইয়ে আশার দাস,
যত অনুসর, করে
ততই ছলনা;—

সে সুখ করে
ততই ছলনা;

অদূরে আকাশ হেরি,
ধরিবার আশা করি
ধাইলে কি ধরা যায় ?
সেখানে সে রয় না ! ॥ ৪৮ ॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল যৎ।

স্নেহের সমান ধন
আর নাকি হয় !
প্রেম বল, মৈত্রী বল,
কিছু কিছু নয় ;

নিজ অর্থে নাহি আশা,
কি নির্ম্মল ভালবাসা !
স্বর্গেরো অমৃত কিরে
হেন সুধাময় ? ॥ ৪৯ ॥

—*—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

প্রেম প্রেম করে লোকে,
কে জানে প্রেম কি ধন ?
সকলে রূপের করে
অনায়াসে সঁপে মন ;

মনোহর চন্দ্রানন,
নীল কমল নয়ন,
অমিয়ময় বচন,
হয় কি প্রেম সাধন ?

প্রতি জন ভিন্নাকার,
ভিন্ন রূপ ব্যবহার,
অন্তর বিভিন্ন তর,
কেমনে হবে মিলন ?

যাইব নির্জ্জন স্থলে,
নাইব পবিত্র জলে,
দেখিব হৃদি কমলে
প্রেমময় সনাতন ;

নয়নে বহিবে ধারা,
আপনারে হব হারা,
আমি কে, বা এরা কারা,
যথার্থ হইবে জ্ঞান ॥ ৫০ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী— তাল মধ্যমান।

জ্বলিলে যৌবন মনে
প্রেমের অনল,
দহে যেন তপোবন
রোপে ঘোর দবানল ;

দূরে যায় ধৈর্য্য স্থৈর্য্য,
উৎসাহ, গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য,
সুবোধ সুধীর জনেও
নিতান্ত করে বিকল;

হয়তো হয়ে ব্যাকুল
ত্যজি সুধাসিন্ধুকূল,
দিগ্‌ভ্রান্ত মৃগের মত
মরুস্থলে খোঁজে জল॥ ৫১

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বোলে লোকে
ব্যভিচারে সাদ করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে
পাওয়া যায় কি সরোবরে?

দূরে থেকে বোধ হয়
যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ
নিকটে যাইলে পরে;

ঢল ঢল হাব হেলা,
নয়নে লহরী খেলা,
অধরে ঈষৎ হাসি,
গলে যায় মন ;

অত কি গলিতে হয় ?
যা ভেবেছ, তাতো নয় ;
ভয়াল ভুজঙ্গ ওযে
নাচিতেছে ফণা ধোরে ! ॥ ৫২ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

অন্তর নির্ম্মল কর
পাবে প্রেম-দরশন,
পবিত্র হৃদয় হয়
প্রেমের প্রিয় আসন ;

থাকিতে জঞ্জাল তায়
প্রেম নাহি দেখা দেয়,
মলিন মুকুরে মুখ
দেখা যায় কি কখন ?

পানাপূর্ণ সরোবরে
কভু কি প্রবেশ করে,
চাঁদের কিরণ ?

হইলে নির্ম্মল জল,
আভায় করি উজ্জ্বল,
স্বতই চন্দ্রমা, স্বীয়
প্রতিমা করে অর্পণ ;

প্রণয়ের আবির্ভাবে
পরম আনন্দ পাবে,
সহসা উদয় হবে
অপূর্ব্ব সময়,—

যেখানে দিতেছ দৃষ্টি,
হতেছে অমৃত বৃষ্টি,
হাসিতেছে ত্রিভুবন
আনন্দে হয়ে মগন॥ ৫৩ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

সরল পবিত্র মনে
কর প্রেমের সাধনা !
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ
হবে, রবে না যাতনা ;

ধন, জন, লোকমান,
রূপ, লাবণ্য, যৌবন,
তৃণতুল্য হবে জ্ঞান,
তবে আর কি ভাবনা ?

কাজ কিবা ধন জনে ?
পেয়েছি পরম ধনে,
করিব যতন ;—

দেহেতে থাকিতে প্রাণ
ছাড়িব না কদাচন,
নাহি রাখি আর কোন
অন্য সুখের কামনা ! ॥ ৫৪ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

আকাশে কেমন ওই
নব ঘন যায় !
যেন কত কুবলয়
শোভে সব গায় ;
মধুর গম্ভীর স্বরে
ধীরে ধীরে গান করে,
সুধা ধারা বরষিয়ে
রসায় রসায় ;

শিরোপরে ইন্দ্রধনু
নানা রত্নময় তনু
কত শোভা শ্যামশিরে
শিখণ্ড চূড়ায় ?

হৃদয়ে তড়িতমালা,
বিশ্ববিমোহিনী বালা,
খেলিতে খেলিতে হেসে
অমনি লুকায় ;

চটুল চাতক যত
আহ্লাদে না পায় পথ,
কোলাহল কোরে সবে
চারি দিকে ধায় ;

শাদা শাদা বক সব
করি করি কলরব
ক্রমে ক্রমে এসে ঘেরে
মালায় মালায় ;

ময়ূর ময়ূরী গণ
পুচ্ছ করি প্রসারণ,
নেচে নেচে চেয়ে চেয়ে
জয় গান গায় ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হায়, কি হলো, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী!
হৃদয় কেমন করে,
কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী;

দিশ সব বোধ হয়
শূন্যময়, তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ
দহে দিবস যামিনী! ॥ ৫৬ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ভুলি ভুলি মনে করি
ভুলিতে পারিনে তারে!
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা
আসিয়ে হৃদিমাঝারে;

এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল
হায় হায় একেবারে! ॥ ৫৭ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কেন রে হৃদয় কেন
হয়েছ এত কাতর!
সকলেতে স্পৃহা শূন্য,
কাঁদিতেছ নিরন্তর!

ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রাহীন,
দেহ, মন, প্রাণ ক্ষীণ,
অন্তরে অনল লীন,
তাপে মর্ম্ম জরজর! ॥ ৫৮

—*—

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল আড়াঠেকা।

কোথায় সুখ সাধনা!
সকলি বিফল,
কর যতই কল্পনা;

মিত্রতা—মলয়ানিল,
প্রেম—সুশীতল জল,
অনল হইবে শেষে,
পাইবে যন্ত্রণা ॥ ৫৯ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হায়, যে সুখ হারায়!
সে সুখের সম নাহি তুলনায়!

সাগরে ডুবিলে, পৃথিবী ঘুঁটিলে,
আকাশে উঠিলে, পাতালে পশিলে,
পরাণ সঁপিলে, সহস্র করিলেও,
তবু কি সে নিধি আর পাওয়া যায়?

যতই বাসনা, যতই কল্পনা,
যতই মন্ত্রণা, যতই সাধনা,
যত অন্বেষণা, ততই যাতনা,
শেষেতে ঘটনা সদা হায় হায়!

এমন কপাল করেছে কে বল
মরুভূমে পাবে সুশীতল জল,
তাহাতে কমল করে ঢল ঢল
মলয় অনিল ধীরে ধীরে বায়? ॥ ৬০ ॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কে তুমি দুখিনি!
কেন করিছ রোদন?
অধর স্ফুরিছে, যেন
জ্বলিতেছে মন;

ধূলা উড়িতেছে কেশে,
মলা উঠিতেছে বাসে,
কোলে, কাছে, কাঁদিতেছে
ক্ষুদ্র শিশুগণ;

থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
চাহিতেছ শূন্য মনে
শূন্য পানে দুই চক্ষু
কোরে উত্তোলন;

থেকে থেকে রয়ে রয়ে
মলিন কপোল বয়ে
অনর্গল অশ্রুজল
হতেছে পতন;

বুঝি ওগো বিষাদিনি!
তুমি নব কাঙালিনী,
কষ্টের সাগরে নব
হয়েছ মগন?

গিয়ে প্রতিকার আশে
দুর্ম্মুখো ধনির বাসে
অকস্মাৎ অন্তরেতে
পেয়েছ বেদন? ॥ ৬১ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

মানুষের মনে মুখে
অনেক অন্তর,
মুখে যেন মূর্ত্তিমান্
স্বর্গীয় অমর ;

মনেতে পেরেৎ ভূত,
সাক্ষাৎ নরক দূত,
বিষম বিকট বেশ,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ;

উপরেতে উপবন,
ফলে ফুলে সুশোভন,
তলে তলে এঁকে বেঁকে
চলে বিষধর ;

বালির ভিতরে নদী
বহিতেছে নিরবধি,
তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
ঠাওরান দুষ্কর ;

কে জানে কে ছোট, বড়,
"ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ ওজড়,"
প্রত্যেককে দিতে হয়
ফাঁসি সাত বার ;

ধন্য ওগো বসুমতি!
কি মহাই সমুন্নতি
হয়ে উঠিতেছে তব
ক্রমে পর পর!

ধর্ম্মের কঞ্চুক পরি,
মুখেতে মুখোষ ধরি,
ছদ্মবেশে পাষণ্ডেরা
ফেরে নিরন্তর;

ভিজে বেরালের মত
জড়সড় প্রথমতঃ,
গোছ বুঝে নিজ মূর্ত্তি
ধরে তার পর;

এই সব দুরাত্মারা
ছারখার করিছে ধরা,
সাধুদের টেঁকা ভার
ইহার ভিতর;

আজো কেন ধরাতল!
যাও নাই রসাতল?
আজো কেন পূর্ব্বদিকে
ওঠ দিনকর? ॥ ৬২ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল ত্রিওট।

কেন মন হইল এমন !
অকারণ সদা জ্বালাতন,

কিছুই লাগেনা ভাল
প্রেম, স্নেহ, সুখ আলো,
প্রকৃতির শোভা বিমোহন :

সে সব, সে সব নয়,
যেন সব শূন্যময়,
চারি দিক্ জ্বলন্ত দহন ! ॥ ৬৩ ॥

—*—

রাগ গৌড় মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

গুরু-জন প্রতি যদি
অন্তরাত্মা যায় চোটে,
উঃ কি দুঃসহ জ্বালা
মর্ম্ম ফুঁড়ে জ্বোলে ওঠে !

বিরাগ বিসাদ ভরে
প্রাণ ছট্ ফট্ করে,
পালাই পালাই যেন,
সদা এই ওঠে ঘোটে ॥ ৬৪ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর
নিবিড় গহন,
ঘনপত্র-ঝোপে রুদ্ধ
রবির কিরণ ;

বাহু শাখা প্রসারিয়ে
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে
বৃক্ষ অগণন ;

দীর্ঘ দীর্ঘ, স্থূলকায়,
বল্লরী বর্ম্মিত তায়,
কোটরে কোটরে কত
কুলায় শোভন ;

কাহারো নেবেছে জটা
এঁকা বেঁকা, কটা কটা,
তেড়া চাড়া ঠেকনার
খুঁটার মতন ;

কাহারো শিকড় দল
উঠিয়ে ব্যাপেছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের
পঞ্জর যেমন ;

গাঢ় ঘন ছায়াময়,
জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝর ঝর
পত্রের পতন ;

কভু মৃগ মৃগী ধায়
চকিত হইয়ে চায়,
কভু দূরে শুনা যায়
ভীষণ গর্জ্জন ! ॥ ৬৫ ॥

— *—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।
আহা কিবা মনোহর
নিবিড় নির্জ্জন স্থান !
নির্ম্মল পবন বহে
সেবনে জুড়ায় প্রাণ ;

নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে
পরিপূর্ণ দিশ সবে
ঝোপে ঢাকা জলধারা
ধীরে ধীরে করে গান ;

প্রকৃতি প্রফুল্ল মুখে
শান্তিরে লইয়ে বুকে
করেন মনের সুখে
ধীর ভাবে অবস্থান। ॥ ৬৬ ॥

—*—

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

বেস আমি সুখে আছি
আসিয়ে নির্জ্জনে!
উদ্বেগ সন্তাপ আর
নাই ভাই মনে;

মৃগ, শিখী, অলিকুল,
তরু, লতা, গুল্ম, ফুল,
সর্ব্বদা নিকটে থেকে
সেবে সুযতনে;

খাই পাদপের ফল,
পিই ঝরনার জল,
শুই গহ্বরের মাঝে
স্নিগ্ধ শিলাসনে;

এখানেতে সুধাকর
কি অপূর্ব্ব মনোহর!
কি অপূর্ব্ব বায়ুবহে
সুমন্দ গমনে!

আকাশে নক্ষত্র জ্বলে,
ফুলকুল হাসে স্থলে,
সুদূরে নির্ঝর-ধারা
গায় মৃদু স্বনে;

যা দেখি, সে সমুদয়,
শান্তিময় তৃপ্তিময়,
অপূর্ব্ব আনন্দোদয়
হয় প্রতিক্ষণে;

ক্ষমতার অত্যাচার,
ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার,
মিত্রতার কপটতা,
নাই এই স্থানে! ॥ ৬৭ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কে ইনি বিজন বনে
পুরুষ রতন!
তেজোরাশি, যেন বসি
ভূতলে তপন;

নেত্র নিমীলিত ঊর্দ্ধ,
নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ,
নিস্তব্ধ গম্ভীর স্থির
হ্রদের মতন ;

কন্ধর উন্নত তর,
করে কর হৃদি পর
লোহিত কমল যেন
ফুটিয়ে শোভন ;

কপোল প্রফুল্ল পদ্ম,
শান্তি সুধা রসসদ্ম,
বয়ে বয়ে অশ্রুধারা
পড়িছে কেমন ! ॥ ৬৮

—*—

রাগিণী ঝিঁঝিট.—তাল আড়াঠেকা।

কে ইনি রমণী রতন !
রূপের আভায় আলো
হয়েছে ভুবন ;

ধীর গম্ভীর ভাবে
গতি করেন নীরবে
নিজ চরণেতে করি
নয়ন অর্পণ ;

প্রগাঢ় প্রসন্ন ভাব
মুখ পদ্মে আবির্ভাব,
উজ্জ্বল মধুর হাসে
অধর শোভন ;

লাবণ্য প্রভার ছলে
অঙ্গে যেন অগ্নি জ্বলে,
পাপীর ঝল্‌সিয়ে যায়
দূষিত নয়ন ! ॥ ৬৯ ॥

—*—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

আহা কি সরল, শুভ,
দৃষ্টির পতন !
অন্তরের গৌরবের
কিরণে শোভন ;

প্রফুল্ল কপোলোপরে
কিবা ঢল ঢল করে !
যে যে দিকে যায়,
হয় সুধা বরিষণ ! ॥ ৭০

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী —তাল আড়াঠেকা।

কে এঁরা যুগল রূপে
করেন ভ্রমণ !
নির্জ্জনে স্বভাবশোভা
করিয়ে লোকন ;

যেমন পুরুষ বর,
রমণী তেমনি তর,
চন্দ্রসহ চন্দ্রিকার
সুন্দর মিলন !

বুঝি বা প্রতিভা সতী
লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি
হয়েছেন মূর্ত্তিমতী
দিতে দরশন !

চালির কি ধীর ভাব !
আকারে বা কি প্রভাব !
কেমন নক্ষত্র সম
উজ্জ্বল নয়ন !

স্নিগ্ধ ভাবে কলস্বরে
কথা কন পরস্পরে,
অমায়িক ভাবে ভাসে,
প্রফুল্ল বদন ;

হরিণ, হরিণী সনে,
তরু, লতা-আলিঙ্গনে,
আছেতো যুগল রূপে
হেথা অগণন,

কিন্তু ইহাঁদের সম
অতুলন, অনুপম,
রূপরাশি কার আছে
এমন শোভন ?

মানুষে হইলে সত,
তার শোভা হয় যত,
কোন পদার্থেরি আর
হয়না তেমন ;

মানুষ সৃষ্টির সার,
দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি
প্রোজ্জ্বল ভূষণ ! ॥ ৭১ ॥

—*—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

মানুষ আমার ভাই !
বড় প্রিয়ধন,
মানুষ-মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন ;

জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে,
বেড়েছি মানুষ সঙ্গে,
মানুষের সম্মুখেই
হইবে মরণ ;

মানুষেরি খাই. পরি,
মানুষেরি কর্ম্ম করি,
মানুষেরি তরে ধরে
রয়েছি জীবন ;

মানুষের ব্যবহারে
জ্বালায়েছে বারে বারে,
চোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে
করেছি গমন,—

সেখানে প্রকৃতি এসে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে হেসে
প্রেমভরে দিয়েছেন
গাঢ় আলিঙ্গন,—

তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে,
দ্রবীভূত প্রায় রয়ে,
করি বটে কিছুদিন
আনন্দে যাপন,—

পরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনে যাগে
প্রিয়তম মানুষের
মোহন আনন ॥ ৭২ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

সুপথে সুদৃঢ় থাকা,
আহা কি সুখের বিষয়!
মানস সংশয় শূন্য,
সর্ব্বদা নির্ভয়,
যদিও প্রচণ্ড ঝড়ে
পর্ব্বত পর্য্যন্ত পড়ে,
তবু কভু নাহি নড়ে,
অটল হৃদয়!
আপনি রহে সন্তোষে,
দশ জনে যশ ঘোষে,
সর্ব্বত্রে সকলে তোষে,
সদা জয় জয়;
না ভাবে কিছুতে দুখ,
অন্তরে অক্ষয় সুখ,
পথের কাঙাল হলেও
হস্তে সমুদয় ॥ ৭৩ ॥

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

মন কেন বশীভূত
হবে না আমার ?
এই মন আমারিতো,
না অন্য কাহার ?

যতই উঠিবে চেড়ে,
তত আছাড়িব পেড়ে,
সাধ্য কি লঙ্ঘন করে
সীমা আপনার ?

যাইতে মজার পথে
প্রলোভন বিধিমতে
দেখাইবে, দেখিব না
চেয়ে একবার ॥ ৭৪ ॥

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

ইন্দ্রিয়ে প্রয়োগ কর
যত বল আছে মনে !
হেন অবমানকারী
নাহি আর ত্রিভুবনে ;

যোঝ তাহাদের সঙ্গে।
রণভঙ্গ, প্রাণভঙ্গে.
বীর্য্যের যথার্থ মান
রক্ষা কর প্রাণপণে! ॥ ৭৫ ॥

—*—

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

এস, বস প্রিয়ে! এখানে আসিয়ে,
দেখ শুদ্ধ কিবা, এ অমা রজনী!
তিমির-বসনা তারকা-ভূষণা,
ধীর-দরশনা, গম্ভীরা রমণী;

দিশ ভোঁ ভোঁ করে, সমীরণ সরে,
যেন যোগে মগ্না শ্মশানে যোগিনী;
পূর্ণিমার সনে প্রফুল্লিত মনে
ভাল বাস বটে কাটাতে যামিনী,

তব রূপ ঘটা, তারো জোৎস্না ছটা,
বড় সাজে বটে দুটী দীপ্ত মণি;
আজি এঁর সনে থাকিয়ে দুজনে
লভিব প্রগাঢ় চিন্তা-মণি-খনি ॥ ৭৬।

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

হায় আমি কি করিনু
বৃথা এত দিন!
যে দিন চলিয়ে গেছে,
পাব না সে দিন!

থাকা যে জীবন ধোরে,
সুধু জগতের তরে,
জগতের উপকারে
এসেছি ক দিন?

রাশি রাশি দ্রব্য কত
নাশিলাম ক্রমাগত,
কত লোক-পরিশ্রম
করিলাম ক্ষয়;—

দিতে সেই ক্ষতি পূরে
চেষ্টা করা থাক্ দূরে,
সে সকলে একেবারে
যেন দৃষ্টি হীন! ॥ ৭৭ ॥

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

ভাবী ভেবে ভেবে কেন
হও হতজ্ঞান ?
ভাল যাহা বোঝ, কর,
আছে বর্ত্তমান ;

দেখিছ রয়েছে এই,
এই কই ? এই নেই,
বায়ুবৎ বেগে কাল
হয় ধাবমান ;

সূর্য্যদেব অবিরত
সমুদিত, অস্তগত,
অসাড় দর্শক কই
দেখিতে না পান ? ॥ ৭৮ ॥

—*—

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

মলিন শয্যায় শুয়ে
মুদিয়ে নয়ন,
হাঁচিতে কাশিতে কাল
করিল গমন ;

মাতা পিতা বন্ধু ভাই,
সবে করে দূর ছাই,
ধন্য তবু ধোরে আছ
ধিক্কৃত জীবন! ॥ ৭৯ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

সহসা প্রগাঢ় মেঘ
ব্যাপিল অম্বরতলে!
প্রসর প্রান্তরে যেন
গজরাজী দলে দলে।
না পূরিতে অবসর
অস্তমিত দিনকর,
হয়ে এল অন্ধকার
আকালিক সন্ধ্যাকালে;
চকিত-স্থগিত হয়ে
একদৃষ্টে দেখি চেয়ে,
বিহ্বলের মত
বসে আছি স্তব্ধ প্রায়;—
বিস্ময়ব্যাকুল মন
হইতেছে নিমগন
পরত্রের তমোময়
গভীর গহ্বর তলে ॥ ৮০ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি ঘোর রজনী !
এমন আমি
দেখিনি কখন,

নাহি শুনি কোন রব,
পশু পক্ষী আদি সব
একেবারেতে নীরব,
নিস্তব্ধ ভুবন ;

ঘোরতর অন্ধকার
ঘেরে আছে চারি ধার,
না হয় গোচর কিছু,
অন্ধের মতন ;

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
বুঝি আর নাই তারা,
মহা প্রলয়েতে বিশ্ব
হয়েছে মগন ? ॥ ৮১ ॥

—•—

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

ওহে শব এ কি দশা
হয়েছে তোমার!
একা মাঠে পড়ে আছ,
বিকৃত আকার!

কোথা প্রিয় পরিজন,
কোথা প্রিয়া, প্রিয়গণ,
হায়রে কেহই তারা
কাছে নাই আর!

পবন তোমার তরে
শোকময় গান করে,
জননী ধরণী কোল
করেন বিস্তার!

ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত,
করে না কোন আঘাত,
ভয়ানক স্তব্ধ প্রায়
সমস্ত সংসার! ॥ ৮২ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

এসেছি বা কোথা হতে
এখানে আমি,
কোথা করিব গমন ?

হাসে খেলে বন্ধু ভাই,
এই দেখি, এই নাই,
কোথায় অদৃশ্য হস্ত
করে আকর্ষণ ?

তিমিরসংঘাত দ্বয়
রুধেছে নয়ন দ্বয়,
কোন মতে নাহি হয়
দৃষ্টি প্রসারণ ;

নাহি জানি আদি অন্ত,
মৃষা ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
কল্পনা সাগরে পড়ে
দিই সন্তরণ ! ॥ ৮৩ ॥

—*—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ক্রমে ক্রমে হইতেছে
নিদ্রা আকর্ষণ,
অল্পে অল্পে ভেরে ভেরে
আসিছে নয়ন;

এখনি পড়িব ঢুলে.
সকলি যাইব ভুলে,
চকিতের প্রায় হবে
যামিনী যাপন;

সুষুপ্তির ক্রোড়ে ভাই
নাহি কিছু টের পাই,
মহা নিদ্রা প্রাপ্ত হলেও
হব কি এমন?

কিম্বা জড় যাবে পুড়ি,
আমি শূন্যে শূন্যে উড়ি
আনন্দ ধামের দিকে
করিব গমন?

পদ নাই, যাই ধেয়ে
চক্ষু নাই, দেখি চেয়ে,
এর চেয়ে চমৎকার
শুনিনি কখন!

ভেঙে সে নিদ্রার ঘোর
হবে না হবে না ভোর,
নিদ্রা, মহানিদ্রাছবি
করে প্রদর্শন ;—

কল্পনা-কুহকে ভুলে
না দেখ নয়ন তুলে,
সে যা বলে, তা শুনেই
আহ্লাদে মগন ! ॥ ৮৪ ॥

---*---

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

অঁহো কি প্রকাণ্ড কাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার !
অমেয় অনন্ত ব্যোম
অসীম বিস্তার ;

সিন্ধু যার কাছে বিন্দু,
হেন কত বায়ুসিন্ধু
বহিতেছে কত স্থান
কোরে অধিকার ;

মহাবেগে ভোঁ ভোঁ কোরে
কত কত গ্রহ ঘোরে,
সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রসঙ্ঘ
ঘোরে অনিবার ;

প্রকাণ্ড অনলরাশি
প্রভাজালে পরকাশি
জ্বলিতেছে দূরে দূরে
মধ্যে সে সবার ;

এমন কি মনে হয়
এক দিন সমুদয়
এত বড় ব্যাপারটা,
কিছুই ছিল না ?—

ছিলনাক খ, ভূতল,
অনিল অনল জল ?
কেবল ব্যেপিয়ে ছিল
ঘোর অন্ধকার ? ॥ ৮৫ ॥

—•—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

বুঝাতে সকলে এসে
বুঝেছে ক জন ?
অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড
হবার কি নিরূপণ ?

আছে কি উৎপত্তি লয় ?
আছে কি কেহ আশ্রয় ?
কাঁরো কি শাসনে হয়
জগৎ-চালন ?

আমি কে ? জ্ঞান, না জড় ?
কিম্বা জড় হয়ে যড়
অবস্থান্তরিত হয়ে
জন্মায় চেতন ?

আত্মা কি দেহের সঙ্গে
জন্মেছে ? ভাঙ্গিবে ভঙ্গে ?
অথবা এ ছিল পূর্ব্বে ?
হবে চিরন্তন ?

পশুতে মানুষে হয়
ভেদ দেখি অতিশয়,
ভাবিয়ে কি জানা যায়
কেনই এমন ?—

যদ্যপি সন্তান সবে
কেহ যাবে কেহ রবে,
কই আর রয় তবে
সকলে সমান ?

জন্মিয়ে যে শিশুচয়
অঙ্কুরে নিধন হয়,
পাপপুণ্য-শূন্য তারা,
কি হবে বিধান ?

যদি এ জগতীতল
শিক্ষা পরীক্ষার স্থল,
তা ভিন্ন কি রূপে শীঘ্র
পাবে পরিত্রাণ ?

পরের পাপের তরে
কেন তারা পড়ে ফেরে ?
এ ভাবিতে নিজে জ্ঞান
হয় না অজ্ঞান ?

পাপ তাপ, সবে বলে,
নহিলেও নাহি চলে,
চালক কি করেন না
পাপের চালন ?

যদি তাঁর ইচ্ছা নয়,
কেন তবে পাপ রয়?
তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন হয়,
আছেও এমন?

তবে কি বাসনা কোরে
আগুন পুঁতিয়ে নরে
করেন তামাসা প্রায়
তিনি দরশন?

যদি সংসারের তরে
পাপ প্রয়োজন করে,
অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা,
সন্দেহ কি তায়;—

তাঁর ইচ্ছা অনুসরি
যদি পাপ ভোগ করি,
নিশ্চয় কি হেন ইচ্ছা
নহেক ভীষণ?

কল্পনা কর্ণেতে কয়
"তাঁর ইচ্ছা শুভময়,"
তা বোলে কি ভোলা যায়
সাক্ষাৎ দংশন?

কভু হাসি মহা সুখে,
কভু কাঁদি ঘোর দুখে,
লীলা খেলা বল মুখে,
মনে কিছু জান ?

কিছু এর নাহি থাই,
বৃথায় জানিতে চাই,
মানুষের শক্তি নাই
বুঝিতে কারণ ;

যে জানে বুঝিতে পারে
মেতেছে সে অহঙ্কারে,
না বুঝে প্রত্যয় করে,
পশুর মতন ;

পাগল মনেতে বেসে
ঢলিয়ে পড়না হেসে,
করহ সাভিনিবেশে
ধীর আলোচন !

তুমিও হবে পাগল,
লেগে যাবে গণ্ডগোল,
কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা
রবে না কখন ! ॥ ৮৬ ॥

—•—

রাগ গৌড়মল্লার তাল আড়াঠেকা।

কে রে এ পাষণ্ড তাঁরে
বুঝিবারে চায়?
পেয়েছে আত্মাতে বোধ
যাঁহার কৃপায়;

গর্জ্জমান বজ্র-ঘোষে
কাঁহার মহিমা ঘোষে?
কাঁর প্রভা চমকিছে
বিদ্যুৎ-ছটায়?

সুধাকর স্বচ্ছ করে
চকোরের নেত্রোপরে
কাঁর গরীয়ান্ নাম
স্পষ্ট লিখে দেয়?

যে সময়ে এ সংসার
ধরে ঘোর কদাকার,
বিকট জন্তুর ন্যায়
গ্রাসিবারে ধায়;—
দশ দিক্ ছার্‌খার্,
প্রাণ ধরা হয় ভার;
সে সময়ে কাঁর শান্তি
সান্ত্বয়ে আত্মায়? ॥ ৮৭ ॥

—•—

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

এ জগতে চেয়ে দেখি
কেহ নাই আমার!
বন্ধুতা, মিত্রতা, প্রেম,
সকলি যে ফক্কিকার!

কোথায় দাঁড়াই বল,
চার্দ্দিকে জ্বলে অনল,
কি করিব, কোথা যাব,
খেদে করি হাহাকার! ॥ ৮৮ ॥

—•—

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

ও কাতর মন!
কিছু নাই ভাবনা তোমার,
নিত্য কল্পতরু-ছায়া
সম্মুখে আছে বিস্তার;

আসিয়ে ইহার তলে
দেখহে নয়ন মেলে,
সকল দিকেতে বহে
স্বর্গের সুধার ধার। ॥ ৮৯

—•—

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

ওহে দয়াময়!
দয়াকোরে দাও পদাশ্রয়!
কাতর অন্তরে আর
যাতনা নাহিক সয়;

ভীষণ পবন বেগে
তরঙ্গ ধাইছে রেগে,
অকুল সাগর মাঝে
ভয়ে চমকে হৃদয়। ॥ ৯০ ॥

—*—

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

অহহ আজ আমার
একি ভাগ্যোদয়!
অপূর্ব্ব আলোকে বিশ্ব
হয়ে আছে আলোময়!

ঘোর তমঃ বিধ্বংসন,
প্রভায় প্রোজ্জ্বল মন,
জগতের সুখ দুখ
তৃণের তুল্যও নয়! ॥ ৯১ ॥

—*—

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান।

আহা পরিবেশ-মাঝে
কিবা শোভা সুধাকরে
ঠিক্ যেন ইন্দ্র ধনু
ঘেরে আছে চক্রাকারে,

রজত কাঞ্চন ছটা,
খেলিছে বিবিধ ঘটা,
তারা হীরা মতিময়
উজ্জ্বল নীল অম্বরে ;

মরি কিবা ছবি হেরি !
যেন যামিনী সুন্দরী
ত্রিভুবন আলো করি
শূন্যোপরি নৃত্য করে ;

দিগঙ্গনা সখীগণ
পরি দিব্য আভরণ
হাত ধরাধরি করি
ঘেরে আছে চারি ধারে ;

সকলে আমোদে ভোর,
আনন্দের নাহি ওর,
প্লাবিত প্রেমের ধারা
আজি সর্ব্ব চরাচরে ! ॥ ৯২

রাগ মালকোশ—তাল ধামাল।

আহা সব বেলফুল
ফুটে আছে কি সুন্দর!
রাজিছে রজত ছটা
শ্যামল পর্ণের পর;

আকাশের প্রতি মুখ
তুলে, খুলে আছে বুক,
বায়ু বহে ঝর ঝর
গন্ধে দিক্ ভর ভর;

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কোলে
হাসে, খেলে, হেলে দোলে,
জগতের কোন জ্বালা
করেনাক জর জর ॥ ৯৩ ॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ওইরে প্রাচীতে হয়
অরুণ উদয়!
নব অনুরাগ-ঘটা,
ছটা রক্তময়;

উজ্জ্বল প্রশান্ত কান্তি
প্রকাশে প্রগাঢ় শান্তি,
সকলের প্রতি ইনি
সমান সদয়;

বটে প্রাসাদের মুখ
করে করে টুক্ টুক,
প্রান্তরের কুটীরেরো
অল্প শোভা নয়!

বাবুরা ঘুমের ঘোরে
অচেতন শয্যা-পরে,
চাষীরা নূতন মনে
চাষে রত হয়;

নাগর নাগরী যত
নিয়ে বন্ধু মনোমত
নিজ নিজ সোহাগের
নিশা কথা কয়;

বিদ্বান্ আসল ভুলে
বসেছেন পুঁথি খুলে,
শিশু বলে বাহু তুলে
"জগদীশ জয়!"

যেন জল কলকল
জনতার কোলাহল
ক্রমে ক্রমে প্রসারিয়ে
চারি দিকে বয়;

প্রকৃতির হাসি মুখ,
সকলের মনে সুখ,
কি উদাত্ত রমণীয়
প্রভাত সময়! ॥ ৯৪

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

মরি কি মলয়ানিল
ধীরে ধীরে বায়!
শীতল সুধার ধারা
এসে লাগে গায়;

সরোতরঙ্গের পরে
পদ্ম ঢল ঢল করে,
হাসি হাসি মুখে তার
হেসে চুমো খায়;

মধুকণা হরে লয়ে,
জলের শীকর বয়ে,
কাঁপাইয়ে তীরতরু
নেচে নেচে যায়;

এসে আমোদের বাসে
আমোদে মাতিয়ে হাসে
যাইয়ে শোকের পাশে
শোক গান গায়॥ ৯৫॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

আহা কি মধুরতর
সরল হৃদয়!
অকপট আনন্দের
নির্ম্মল আলয়;

চরাচর ত্রিসংসার
সকলেই আপনার,
স্বপনে জানে না কারে
অবিশ্বাস কর;

জগতের কোন জ্বালা
করেনাক ঝালাপালা,
সন্তোষের সুধাকর
অন্তরে উদয়॥ ৯৬॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বৃথায় ভ্রমিনে আর
অসার প্রেমের আশে,
হৃদয় প্রফুল্ল পদ্ম
শান্তি-সুধারসে ভাসে;

কিছুই যাতনা নাই,
সদাই আনন্দ পাই,
আমি যারে ভাল বাসি,
সবে তারে ভাল বাসে!॥ ৯৭॥

—*—

রাগ ভৈরব—তাল কার্ফা।

যে ক দিন, হেসে খেলে
কেটে গেলে বেঁচে যাই!
ওহে দয়াময়!
আর বেশী নাহি চাই;

ক দিন কে আছে বল,
মিছে কেন বলাবল,
এই হয়, এই যায়,
এই আছি, এই নাই;

যখন এনু ভূতলে
দেখে হাসিল সকলে,
তেমনি যাবার কালে
যেন সবারে কাঁদাই! ॥ ৯৮ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে;

মুখ—পূর্ণ সুধাকর,
কেশজাল—জলধর,
অধর—পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে;

সমুজ্জ্বল তারাগণ,
শোভে হীরক ভুষণ,
শ্বেত ঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে;

বায়ুর প্রতি হিল্লোলে
লতাগুলি হেলে দোলে,
কৌতুকিনী কুতূহলে
নাচে চঞ্চল চরণে;

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধর ভারভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে;

প্রফুল্ল কুসুম রাশি,
অধরে উজ্জ্বল হাসি,
বাজায় মধুর বাঁশি
অলির সুধা গুঞ্জনে;

কমল নয়নে চায়,
আহা কি মাধুরী তায়!
মুনিমন মোহ যায়
হেরিলে স্থির নয়নে;

পাখীর ললিত তান,
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ,
সুধা বরষে শ্রবণে;

যখন যথায় যাই,
প্রকৃতিতো ছাড়া নাই,
ছায়াসমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে!

তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখন,
মৃদু মধু হাসি, যেন
লেগে রয়েছে আননে!

হেরিয়ে তাহার মুখ
অন্তরে পরম সুখ,
নাহি জানি কোন দুখ
সদা তার সুসেবনে ;

ক্ষুধায় সুস্বাদু ফল,
তৃষায় শীতল জল,
যখন যা প্রয়োজন,
যোগায় অতি যতনে ;

সাধের বসন্ত কালে
চাঁদের হাসির তলে
নিদ্রা আকর্ষণ হলে
ঢুলায় ধীরে ব্যজনে ;

যাহাতে না হই দুখী,
যাহাতে হইব সুখী,
সর্ব্বদাই বিধুমুখী
আছে তার অন্বেষণে!

(যথা যায় ভালবাসা,
পাছু পাছু ধায় আশা,)
ইহার কামনা নাই,
ভাল বাসে অকারণে!

একান্ত স্বপেছে মন,
সমভাব অনুক্ষণ,
এত করিয়ে যতন
করিবে কি অন্য জনে ?

যেমন রূপ লোভন,
তেমনি গুণশোভন,
এমন অমূল্য ধন
কি আছে আর ত্রিভুবনে ! ॥ ৯৯ ॥

—•—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

এই কিরে সেই মোর
অরুণ উদয়,
যে উদয় চির দিন
সুখশান্তিময় ?

যদি এই, তাই হবে,
বল ভাই কেন তবে
বিষাদে বিষণ্ণ যেন
বিশ্ব সমুদয় ?

পরিজন স্তব্ধ প্রায়,
অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কাতর নয়নে কেন
তাকাইয়ে রয় ?

নিশার সহিত প্রাণ
হয়ে গেছে অবসান.
ক্ষণ পরে আমি আর
রব না নিশ্চয় ;

ওগো মা জননি ধরা!
ধর ধর, কর ত্বরা!
এই আমি তব কোলে
হইগো বিলয়!

অয়ি হা প্রকৃতি দেবি!
তোমারে নির্জ্জনে সেবি,
বড় সুখী হইয়াছে
আমার হৃদয়,—

আমার মতন লোকে
পূর্ণ কোরে সে আলোকে,
সেইরূপে দেখা দিও
হইয়া সদয়! ॥ ১০০ ॥

—*—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

"সঙ্গীত শতক" প্রিয়ে!
হলো সমাপন!
তব বিনোদন তরে
ইহার রচন ;

বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন ;

যতই ডুবিয়ে যাবে,
ততই আস্বাদ পাবে,
নব নব ভাব রসে
তৃপ্ত হবে মন ;

সুখ সুখ লোকে কয়,
সুখ সুধু কথা নয়,
পবিত্র প্রণয় জেনো
তাহার কারণ ;

ভাল কোরে দ্যাখ দ্যাখ,
অন্তরেতে দৃষ্টি রাখ,
সদয় সরল মনে
কর অন্বেষণ !

যেখানে দেখিলে ছাই,
উড়াইয়ে দেখ তাই !
পেলেও পেতেও পার
লুকান রতন ;

অয়ি সহৃদয়া বালা
কিন্নর-মধুর-গলা !
হাসি মুখে গাও ভাই !
জুড়াই শ্রবণ—
শুনে জুড়াই শ্রবণ।

"সঙ্গীত শতক" প্রিয়ে !
হলো সমাপন !

—•—

ভ্রম সংশোধন।

বঙ্গসুন্দরী।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৩৮	পসন্ন	প্রসন্ন
২২	১১	ম	মা
২৭	৩৪	বলে	ব'লে
৩০	৪৩	স্ফুরতি	স্ফূরতি
৩২	৫	বীনা	বীণা
৩২	৬	দিক	দিক্
৩৬	২২	প্রণয়া	প্রণয়
৪২	৪৩	কর-পদতলে	কর-পদ-তলে
৪৬	৬২	বেড়ী	বেড়ি
৪৮	৬৯	আলে	আলো
৫৮	৫	গলার	গলায়
৭৫	১	করিছে	করেছে
৭৫	২	তপন	তপত
৭৮	১১	আশন	আপন
৮৯	২৮	তূযিত	তূষিত
৮৯	৩০	ভালি	ভাবি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬	১৪	আলো	আলা
৯৭	১৭	মাঝে	মাজে
৯৮	২১	ধনি	ধনী
৯৮	২৩	হিরোহিত	তিরোহিত
১০০	৩০	ময়ুর	ময়ূর
১১১	৩	বিধূমুখে	বিধুমুখে
১১২	৮	হঠাৎ	হটাৎ
১১৭	৩০	মর্ত্ত্যভুবন	মর্ত্যভুবন
১১৯	৩৫	নির্জ্জনে	নির্জনে
১২৩	৬	দেহে	দেহ
১২৪	৯	অমল	অমূল
১৩০	৩১	আসলে	আসিলে
১৩০	৩৪	মুখশপী	মুখশশী

সঙ্গীত-শতক।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	৭	ষেন	যেন
২৩	৪	ঘর্ঘহ	ঘর্ঘর
৩৫	১০	বিভুতির	বিভূতির
৩৫	১৯	কারো	কাঁরো
৫৭	১৩	বিসাদ	বিষাদ
৬২	১	উৰ্দ্ধ	উৰ্দ্ধ
৬৬	৭	ধরে	ধোরে

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৮	১৩	ভুতল	ভূতল
৯৫	১	সহিত	সহিতে

স্বপ্নদর্শন।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	সমাপনান্তর	সমাপনানন্তর
৩	৭	উন্মুলিত	উন্মূলিত
৩	১৭	শুদ্ধ	সুদ্ধ
৪	৭	মূখে	মুখে
৫	২	অদ্ভূত	অদ্ভুত
৫	১০	কিম্ভূতাকার	কিম্ভুতাকার
৬	১৮	প্রজাকুল	প্রজাকূল
৭	৫	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
৯	১১	কীরণে	কিরণে
১০	৩	বেশভূষার	বেশবিন্যাসের
১২	৮	অলক্ষে	অলক্ষ্যে
১৫	২	বিসাদময়	বিষাদময়
১৭	১৭	ঘুর্ণিত	ঘূর্ণিত
১৮	১৭	মূখে	মুখে
২৪	২	চিৎকার	চীৎকার

নিসর্গসন্দর্শন।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৮	গণ্ডুষ	গণ্ডূষ
১	২৫	চূরী	চুরী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৩৫	একবার	দুই একবার
২২	৪২	অসীমত	অসীমতর
৩৭	৪৯	উর্দ্ধশ্বাসে	উর্দ্ধশ্বাসে
৪৭	১৪	চূর্ণার	চূর্ণার

প্রেমপ্রবাহিণী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১		স্বর্গ	সর্গ
৪	৩	পরিবর্ত্তন	পরিবর্ত্ত
৪	৫	স্বন্দর	সুন্দর
১২	৯	কৌতুহল	কৌতূহল
২০	৪	গুঞ্জড়িয়ে	গুঁজড়িয়ে
৩৪	২২	চাক্‌ভাঙ্গা	চাক্‌ভাঙা
৩৬	৪	চুণী	চূণী
৫৮	১৬	পৃথ্বিপৃষ্ঠে	পৃথ্বীপৃষ্ঠে

বন্ধুবিয়োগ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০	১২	জনমভূমি	জনমভূমি